গিরিশ গ্রন্থাবলী



নির্ব্বাচিত গ্রন্থাবলী—প্রথম খণ্ড

নাট্য-সম্রাট

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে'
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

। মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা।

শঙ্করাচার্য্য

(ধর্ম্মমূলক নাটক)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

(১৩১৬ সাল, ২রা মাঘ, শনিবার, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

উৎসর্গ

আনন্দময় সহচর আনন্দধামবাসী—

কালীপদ ঘোষ।

ভাই,

আমরা উভয়ে একত্রে বহুবার শ্রীদক্ষিণেশ্বরে মূর্ত্তিমান্ বেদান্ত দর্শন করেছি। তুমি এখন আনন্দধামে, কিন্তু আমার আক্ষেপ—তুমি নরদেহে আমার "শঙ্করাচার্য্য" দেখ্‌লে না। আমার এ পুস্তক তোমায় উৎসর্গ কর্‌লেম, তুমি গ্রহণ কর।

গিরিশ

মহাদেব। ব্রহ্মা। নন্দীশ্বর। শঙ্করাচার্য্য।

গোবিন্দনাথ ... ... শঙ্করাচার্য্যের গুরু।

শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ —

সনন্দন (পরে পদ্মপাদ), শান্তিরাম, গণপতি, মণ্ডনমিশ্র (পরে সুরেশ্বর)
হাবা (পরে হস্তামলক), আনন্দগিরি, চিৎসুখ, তোটকাচার্য্য।

রামদাস ও সুখারাম	... ...	শঙ্করাচার্য্যের প্রতিবাসী।
জগন্নাথ	... ...	ঐ পুরাতন ভৃত্য।
কুমারিল ভট্ট	... ...	পূর্ব্বকাণ্ডের প্রবর্ত্তক।
প্রভাকর	... ...	শিষ্য।
ক্রকচ	... ...	কাপালিক-গুরু।
উগ্রভৈরব	... ...	কাপালিক।
অভিনব গুপ্ত	... ...	তান্ত্রিক পণ্ডিত।

[illegible] :

ইন্দ্রাদি দেবগণ, জৈন বৌদ্ধাদি, বিদ্যাধরগণ, চণ্ডালবেশী ভৈরবগণ, বৌদ্ধকাপালিক ও তান্ত্রিকগণ, চণ্ডাল বালক, সুধন্বা রাজার সেনাপতি ও সৈন্যগণ, কুমারিল ভট্টের শিষ্যগণ, [illegible]গণ, পণ্ডিতগণ, মণ্ডনমিশ্রের পুরোহিত, অমরক রাজার মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ ও গোস্বামী, প্রভাকর (হাবার পিতা) ও তাঁর প্রতিবাসী, কাপালিকগণ, ভূতপ্রেতগণ, ভৈরব, অভিনব গুপ্তের শিষ্য [illegible], [illegible], কাশ্মীর সারদাপীঠের [illegible] ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্ত্রী।

মহামায়া।

বিশিষ্টা	... ...	শঙ্করাচার্য্যের মাতা।
[illegible] ও [illegible]	... ...	ঐ প্রতিবেশিনী।
উভয়ভারতী	... ...	মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী (পাণ্ডিত্যে সরস্বতী)
[illegible] ও অম্বালিকা	... ...	অমরক রাজার রাণীদ্বয়
কালকর্ণা	... ...	ক্রকচের উপপত্নী।

[illegible]নী।

মহামায়ার বিদ্যা ও অবিদ্যা সঙ্গিনীগণ, বিদ্যাধরীগণ, চণ্ডালিনীবেশী ভৈরবীগণ, ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোক, কুমারী, নর্ত্তকীগণ, [illegible], [illegible] প্রতিবেশিনী, অমরক রাজার অন্যান্য রাণীগণ, কলাবিদ্যাগণ, [illegible], [illegible] সঙ্গিনীগণ, [illegible]গণ, কামাখ্যাদেবী ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহাদেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ।

ব্রহ্মা। হে সর্ব্বজ্ঞ, কিবা তব অজ্ঞাত ভুবনে,
তথাপি চরণাম্বুজে করি নিবেদন,
হেরিয়ে রোরুদ্যমান ক্ষুধার্ত্ত বালকে
মাতার মমতা হয় যেমতি বর্দ্ধিত,
তেমতি একান্ত আর্ত্ত দেবতামণ্ডল
আসিয়াছে মনস্তাপ করিতে জ্ঞাপন,
জগৎ-জনক, তব স্নেহ-বৃদ্ধি হেতু।
নিষ্ঠুরতা-বারণ-কারণ-নারায়ণ
ব্রাহ্মণের বিদ্যাদর্প করিতে দমন—
হইলেন বুদ্ধ অবতার;
যুক্তিবলে পরাজিয়ে বেদজ্ঞমণ্ডলে
শূন্যবাদ প্রচারিলা রমেশ সংসারে।
হীনমতি নরে, দেব-মায়া বুঝিতে না পারে,
বেদবিধি যাগ-যজ্ঞ রহিত ধরায়।
নিরীশ্বর স্বেচ্ছাচার শূন্যবাদ মতে,
পাপভাব বৃদ্ধি দিন দিন,—
যজ্ঞভাগ বিনা যত দেবতা মলিন।
কর দেব, উপায় ইহার,
বেদবিধি করহ উদ্ধার,
সংসারে কল্যাণ পুনঃ হউক স্থাপন।

মহা। চিন্তা দূর কর দেবগণ,
ধরার রোদন নিত্য স্পর্শে কর্ণে মোর,
তাহে আমি মনে মনে করিয়াছি স্থির,
ধরি ভবে নরের আকার,
অতি গুহ্য তত্ত্ব আমি করিব প্রচার
মানব কল্যাণ হেতু;
সেই গুহ্য তত্ত্ব মম আত্মার স্বরূপ—
প্রিয় গৌরী গণপতি-কার্ত্তিকের হ'তে—
বিশুদ্ধ অদ্বৈত-জ্ঞান জানিবে সংসারে।
যাবে কার্ত্তিকেয় ভবে,
বৌদ্ধগণে দমিবা প্রভাবে
কর্ম্মকাণ্ড করিবে উদ্ধার।
ধরি নরের আকার, শিষ্যরূপে তার
পদ্মযোনি, কর্ম্মকাণ্ড করহ উদ্ধার—
'মণ্ডন' নামেতে প্রাজ্ঞ [illegible]।
নরকায় ধরাতলে ধর জনে জনে,
নিজ আচরণে, আদর্শ প্রদানে,
বৈদিক নিয়ম কর পুনঃ সংস্থাপন।
ব্রহ্মসূত্র বেদার্থের করিতে প্রচার
লইলাম ভার।
শিষ্যসহ হবে মম ধরায় বিহার।
যুক্তিবলে বৌদ্ধমত করিব খণ্ডন,
দমিব দুষ্কৃতগণে আছে যে যথায়।
যাও ইন্দ্র, ধর নর-কায়—
রাজ্যেশ্বর হয়ে রহ মম প্রতীক্ষায়,
ঘুষিবে সুধন্বা নামে তোমা সবে সবে।
যাও সবে মায়ার প্রভাবে ধর নর-কায়।

দেবগণ। জয় জয় উমাপতি, জয় মহেশ্বর,
বেদসূত্র প্রচারিতে প্রতিশ্রুত হর।

[দেবগণের

মহা। এস মহামায়া, লীলায় আশ্রয় কর দান

(পট পরিবর্ত্তন)

সঙ্গিনীগণ সহ মহামায়ার আবির্ভাব।

(গীত) *

স্বপন-গঠিত সময় বহিয়ে স্বপন-গঠিত জ্ঞানে
অষ্ট বরষ শোক হরষ জাগাও মানব-প্রাণে।
স্বপনঘোরে আপন পাসরে
জনম-মরণে ঘূর্ণিত নরে,
মোহ তমসা যামিনী ঘোরা
জড়িত স্বপন-ডোরে;
সহিয়ে যাতনা, যাতনা কামনা, অবসাদ নাহি
মানব-বেদনা স্মরণে, স্বপন ঘোর হরণে
জ্ঞান-কিরণ দানে—
নর শঙ্করে হের ধরাপরে,
জাগাইতে মোহ-নিদ্রিত নরে,
বিমল বেদগানে॥

---

* সঙ্গীতকালীন দৃশ্যপটে শঙ্করাচার্য্যের [illegible] লীলা, যথা—মাতৃক্রোড়ে শঙ্কর, মাতৃমুখে শঙ্কর-শ্রবণ, পিতার নিকট শঙ্করের পাঠ্যপাঠ, তৎপরে গুরু গোবিন্দ [illegible] পরিদৃশ্যমান।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের বাটী। *

(শঙ্কর)

শঙ্কর। ব্যোম সম্মুখে! তপন নলিন সখা,
অদ্য উচ্চ মধ্যাহ্নে পূর্ণ সমুদয়!
কিবা যেন কর্ণে মোর আসে,
কহে যত জন অশরীরী ভাষে—
"অলসে আবাসে কিবা হেতু?
[illegible] ব্রহ্মাণ্ড তোমার।"
এ [illegible] মোর মস্তিষ্ক-বিকার!
কোথা আমি!
[illegible]
[illegible] বিকার,
[illegible]
অন্তরাত্মা কহে, [illegible]
[illegible] তুমি।
[illegible] সংসার,
[illegible]

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা। [illegible] তোমার [illegible] হ'তো, [illegible] করতেম। তুমি [illegible] হও। তিনি [illegible] মহাদেবের নিকট পুত্র কামনা করেছিলেন, তার [illegible] তুমি সেইরূপ পুত্রই জন্মগ্রহণ করেছ। তাঁর মৃত্যুর সময় তুমি বালক ছিলে, [illegible] বর্ষ অতিক্রম কর নি, আমার হাতে [illegible] তিনি অনুরোধ করেছিলেন, [illegible] হ'তে আমার সংসার উজ্জ্বল হবে, [illegible] নাম চিরস্মরণীয় হবে, তুমি [illegible] যত্নে লালন-পালন করো। বাবা! আমি তো তাঁর সে আজ্ঞা পালন করতে পারিনি নে।

শঙ্কর। কেন মা—কেন এ কথা বলছো? মা, তোমার অসীম যত্নে আমি এক বৎসর বয়ঃক্রমে বর্ণ উচ্চারণ করতে শিখেছি, দ্বিতীয় বর্ষে তোমার [illegible] পুরাণ শ্রবণ ক'রে পুরাণপাঠে অনুরাগী হয়েছি, তৃতীয় বর্ষে পুরাণের অমৃতলহরী পান ক'রে অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করেছি। তোমার লালন-পালন, তোমার শিক্ষায় গুরুজনের সেবা অভ্যাস করেছি, গুরুর কৃপালাভে সমর্থ হয়েছি, সেই অনির্ব্বচনীয় করুণায় তিনি আমায় বেদবিদ্যা প্রদান করেছেন। তুমি আদর্শ জননী, সকলই তোমার শিক্ষাপ্রভাবে। মা গো, বহু তপস্যায় তোমার ন্যায় জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছি।

বিশিষ্টা। বাবা, তুমি যে দিবারাত্র অন্যমনে থাকো, তোমায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য দেখি। যেমন বিদ্যানুরাগ, বিষয়ানুরাগ সেরূপ নাই, এতে আমার বড়ই আশঙ্কা মনে হয়।

শঙ্কর। মা গো, কিবা ফল সামান্য বিষয়-অনুরাগে?
[illegible] বিষয়ের অনুরাগ কিবা?
বিষয়বর্জ্জিত চিত্ত [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] গণনা—
[illegible]
[illegible] জীবনে,
[illegible] কিবা বিষয়ের [illegible]?
চতুর্থ আশ্রম [illegible] এ প্রচার;
[illegible] চতুর্থ আশ্রম।
[illegible]
[illegible] কৃপায়—
[illegible]

বিশিষ্টা। [illegible]—
আতঙ্কে শিহরে মম প্রাণ।
[illegible], অন্ধের নয়ন তুমি দুঃখিনীর ধন;
পতিহীনা অনাথিনী আমি—
তব চন্দ্রমুখ হেরি [illegible] জ্বালা,
[illegible],
কেন [illegible] ভাবনে?

শঙ্কর। [illegible] তুমি উচ্চশিক্ষা দানিলে [illegible]।

* ত্রিবাঙ্কুর প্রদেশের অন্তর্গত 'কালাডি' গ্রামে শঙ্করাচার্য্যের [illegible] স্থান। এক্ষণে এই গ্রামের নাম '[illegible]'।

পাথ সদা আছিল পিতার।
যাহে কুমার তাঁহার,
হয় তাঁর বংশমান-রক্ষণে সক্ষম।
যতি-পন্থা লভে কেহ যদি,
উচ্চগতি হয় সে বংশের,
সেই পন্থা-প্রার্থী পুত্র তব,
তাহে তুমি বিঘ্নদান করো না জননি!

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। হ্যাঁ মা, তুই যেন চিমড়ে গড়া মাগী, বাবা-ঠাকুর নরা থেকে কিদেতেষ্টা খেয়েছিস্, কচি ছেলেটাকেও সেই ধারা শিখুচ্ছিস্, এখানে দু'জনে বিড় বিড় কচ্ছিস, এখনো খেতে দিস নি।

বিশিষ্টা। বাবা জগন্নাথ, শঙ্কর কি বলে শোনো,—

জগ। কি বলে শোনো,—কচি ছেলে দু' একটা বায়না নেবে নি? আমরা ওদিনে খাবার দেরী হ'লে হ্যাতাল দিয়ে হাঁড়ী ভেঙ্গে ভাত ছড়াতুম।

বিশিষ্টা। বাবা শোন্—বলে 'সন্ন্যাস নেবো।'

জগ। হাউড়ে মাগী, ছেলে ভুলুতে জানে নি! সন্ন্যাস বায়না নিয়েছে, বল্ না কেনে সন্ন্যাস কিনে দেবো। (শঙ্করের প্রতি) আয় রে আয়, হাটে যাবো, ভাল ভাল সন্ন্যাস কিনে এনে দেবো। নে রে, খাবি আয়, চল্ মাগী, দিবি আয়। ওঠ ওঠ—খাবি চল্।

শঙ্কর। জগ দাদা, এখনো সন্ধ্যাবন্দনা শেষ হয় নাই।

জগ। নে—তখন খেয়েদেয়ে সারবি। আমরা বুড়ো মিন্সে, নাবার বেলা হ'লো, খিদেয় পেট চুঁই-চুঁই কচ্চে, আর তুই খাস্ নি। তা ছেলের দোষ কি বল, ঐ মাগী সব শিখোয়।

শঙ্কর। না জগা দাদা, বলে, ব্রাহ্মণের না সন্ধ্যা সেরে খেতে নাই। মা'র এখনো স্নান হয় নাই, মা স্নান ক'রে এসে অন্ন দেবেন।

জগা। এখন দু'ক্রোশ পথ চানকে যাবি না কি? তা যা মর গা! এই ছেলেটাকে শিকেয় টাঙ্গিয়ে রেখো। জাত যাবে যে, নইলে দেখতুম—কেমন উপোসী রাখিস্, আমি তিনবার এড়া ভাত তেঁতুল লঙ্কার চাটনি দিয়ে খাওয়াতুম। সে—কি ন্যাকাপড়া সারবি আর, নে মাগী নেয়ে আয়। এই ঘরে দু'ঘটি জল মাথায় দে ফেলাই?

বিশিষ্টা। না বাবা, নদীতে অবগাহন করবো।

জগ। যাস্ যাবি, রোদে পুড়ে মরবি, তা আমার কি! আয়, ছেলেটার লেগে ভাত ঢাকা দিয়ে যাবি আয়।

বিশিষ্টা। আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছি, তুমি বাবা খাইও। আমার বাবা শিবের মাথায় জল ঢেলে আসতে দেরী হবে।

জগ। বুঝেছি—বুঝেছি, আজ বুঝি কি পাল-পার্ব্বণের দিন, দাঁত ছিরকুটে থাকবি কিছু খাবি নি! ছেলেটাকেও তাই বুঝি শিখুচ্ছিস?

(বিশিষ্টার প্রস্থান।

নে রে নে, কি ন্যাকাপড়া সার করবি কর, তোরে খাইয়ে তবে নাওয়া খাওয়া করবো। শীগগির শীগগির সেরে নে, খেয়ে দেয়ে দু'জনে হাটে যাব। তুই সন্ন্যাস চাচ্চিস্ তো, তোর তরে খুব ভাল সন্ন্যাস কিনে আনবো।

শঙ্কর। এসেছি কি কাজে—কিবা কাজে যায় দিন,
ভীষণ তরঙ্গ-রঙ্গে খেয়ো মহামায়া,
জীবকুল ভাসমান ঘোর অন্ধকারে,
ঘোরে ফেরে জন্ম-মৃত্যু-দুর্বিপাক-মাঝে।
ভ্রম-বশে যাহে ভুলে কল্যাণ না চায়।
বার বার ঠেকে, পুনঃ পুনঃ দেখে,
শিখেও না শিখে হায়!
মহাভ্রম অতিক্রম করিবারে নারে,
জেনে শুনে আছি বদ্ধ আপন পাশরি।
অন্ধকারে কত দিন র'ব—কত দিন সব—
ভ্রমে ভ্রম গাঢ়তর ক্রমে।
যাই—যাই, হেথা আর তিলা নাহি রব,
হাহাকার ধ্বনি হায় কর্ণেই শুনিব,
ছেদিব—ছেদিব মায়ার বন্ধন দৃঢ়,
জীবকুল ব্যাকুল সংসারে।

(শঙ্করের প্রস্থান।

জগ। ওই—ও—ও খোকা দাদা! আমার গালে-মুখে চড়াতে ইচ্ছা হচ্চে সেই বায়না বুড়োকে বলেছিলুম, তা শুনলে ... কচি ছেলেকে ন্যাখাপড়া শিখিও নি, মাথা ঠিক থাকবে নি।

(রমার প্রবেশ)

রমা। জগন্নাথ, বিশিষ্টা কি স্নান ...

জগ। আরে, সে যম কোথা ...

মাসী, তবের ছেলেটা বলছে কি জানো, "মাই আমায় ডাকতেছে।" আমি মাসী মিনসের মাথা খুঁড়ে বল্লুম, তা শুনলে নি। [illegible] ধ্যাধাপড়া শিখিও নি, এখন মাঠে গাঁয়ারে নিয়ে যাই, লাচুক কুঁদুক, [illegible] ছেলে লেখাপড়া শিখিও নি,—তা মাসীও বড় বড় ক'রে পুরাণ বলে আর মিন্সেও পুঁথি নিয়ে বসে। এখন ছেলের যে মাথা বিগড়লে, সামাল দেয় কে?

রঙ্গ। কি হয়েছে রে—কি হয়েছে?

জগ। ওগো মাসী, খবি [illegible] [illegible]। পোটা হুটো চোখ কপালে [illegible] বলে "আমায় [illegible]—ডাকছেছে, আমি যাই।" এই [illegible] [illegible] আমার মাথামুড় খুঁড়ে [illegible] কচ্চে

রঙ্গ। ও রে বাছা [illegible], কি বে [illegible]। তবে শুনবি—ঠাকুরগো তখন [illegible], বিনিষ্টী নিড়াকে মানা করতুম যে, ভর সন্ধ্যাবেলা [illegible] মন্দিরে [illegible] [illegible] বাছা [illegible] না গেলেই [illegible] একদিন কালামুখী [illegible] [illegible] কি জানিস্—[illegible] কথা, তুই [illegible] মতন, তাই [illegible]—[illegible], 'ও দিদি, আমার [illegible] হয়েছে।' [illegible], আমার [illegible] [illegible], [illegible]—"বল তো [illegible] তো, তোর মাসী [illegible] ছেলে ছেলে [illegible] [illegible] কালামুখী [illegible] কি জানিস্—[illegible], 'ও দিদি, মন্দিরে আমার পেটে হাওয়া সেঁদিয়েছে।' [illegible] [illegible] ফিরে এলো—[illegible]।

জগ। [illegible] মাসী, [illegible]?

রঙ্গ। তুই ছোঁড়া [illegible] [illegible],—মাসী [illegible] নাই, [illegible], [illegible] কি [illegible] মুখ দেখলো [illegible]।

জগ। [illegible] পেটে হাওয়া সেঁদলো কি মাসী?

রঙ্গ। [illegible] [illegible] হয়েছিল। মাসী বুঝতে পারে নি [illegible] মন্দিরে [illegible] থেকে কোন উপদেবতা আশ্রয় করেছে, তা আমি [illegible] [illegible] [illegible] ঠাকুরপো, শশিন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] আমার কথায় কান দিলে?

জগ। না মাসী না, [illegible] [illegible], উপদেবতা [illegible] দেবে ক্যানে?

রঙ্গ। তুইও ঐ হাউড়ো বামুনের ভাত খেয়ে হাউড়ো হয়েছিস্ কি না।

জগ। ক্যানে গো, আমি কি কয়, [illegible] আমার খেত-খামারের কাজে যদি একটু [illegible] [illegible] পাও, তা হলে আমার কানমলা দিয়ে দিও।

রঙ্গ। ওই আর কি করবি? তোর তো সব মনে আছে। [illegible] যে দিন হলো,—হলো [illegible] মিন্সে, হলো হলো মাসী [illegible] ছেলে দেখতে এলো না? সাত পুরুষে কেউ চেনে যে, কোথেকে তারা এলো? আর এক মাসী এসেছিল—তা দেখেছিলি? [illegible] সঙ্গে [illegible] আটটা [illegible]।

জগ। [illegible] হাঁ—সেই মাসীকে [illegible] [illegible] দিকে [illegible]

রঙ্গ। [illegible]! [illegible] অলক্ষণে মাসী যত দিন দেশে [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] বাবা, বেরুতে [illegible] না। তুইও বাছা মাঠে ঘাটে বেশী রাত করিস নি

জগ। ও গো—ওই [illegible] [illegible] আসছে।

রঙ্গ। এক পাশে দাঁড়—এক পাশে দাঁড়া, মাসীটা বেরিয়ে যাক, কি অলক্ষণ হয়—কে জানে, ঠাকুরপো মরবার দিনও শুনেছি, শ্মশানে মাসীরা এসেছিল। (দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া) তোদের বাড়ীর ভেতর দিকে চল্লো যে রে!

জগ। দাঁড়াও, আমি দেখে নিচি। [*] হই [illegible] মাসী রে হই! সব নিগে যে চলেছিস? তোরা কে [illegible] বল্ তো? জানিস বেটীরা, জগা এখনো মরে নাই, তোদের [illegible] চলবে নি। ছেলেটার মাথা বিগড়তে এসেছিস?

(অট্টহাস্য, [illegible] হইয়া মহামায়ার প্রবেশ)

মহামায়া। হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ।

জগ। ভাল চাস্ তো এখান থেকে যা, নইলে কাস্তে দিয়ে তোর নাক কেটে দেবো।

(মহামায়া ও সঙ্গিনীগণের গীত)

[illegible] তো নেয় মাথা পেতে, গায় বাজালে হয় খুসী।
মান-অপমান সমান তো তার,
তার কাছে নয় কেউ দোষী।
এত [illegible] ভুলে থাকে, [illegible] আসে [illegible] তার ডাকে,
'বোম ভোলা' [illegible] কেন, নাও মা যেচে যা খুসী।
যা ফেলে গেছে, [illegible] যেচে, তার সম নাই ত স

জগ। হুই, আমাকেও নাচায় গো! বোম্ ভোলা—বোম্ ভোলা— [শঙ্করের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নদীতে স্নান করিতে যাইবার পথ।

(রমা, গঙ্গা ও পশ্চাতে বিশিষ্টার প্রবেশ।)

রমা। এসো মা গো—এসো না, এমন পায়ে পায়ে গেলে তো সাতদিনে নদীর ঘাটে পৌঁছোবো না।

বিশিষ্টা। তোমরা যাও দিদি, আমার শরীর কেমন কচ্ছে। (পথিমধ্যে উপবেশন)

রমা। দেখ্ দিদি, তোমার মিছে ভাবনা ভেবে কাজ নেই। আট বছরের ছেলে কোথায় যাবে? এই আমাদের ঘরের ছেলে একটা বায়না নেয় না? এই যে ভুতো সে দিন মেলা দেখতে যেতে চাচ্ছিল,—আমি হাত ধ'রে টেনে এনে ঘুম পাড়ালুম—ভুলে গেল। সন্ন্যাসী হওয়া মুখের কথা কি না, দুধের ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবে, উনি ভেবে মরচেন তা। এসো—এসো, বেলা প'ড়ে গেলে নাইবে না কি?

বিশিষ্টা। না দিদি, তোমরা এগোও. আমি আর চলতে পাচ্ছি নি। (শয়ন)

গঙ্গা। ও ভাই, দেখ দেখ—সত্যি সত্যি ভির্মি গেলো নাকি? বউ—বউ; ও মা, কি করলো গো, কি হবে!

বিশিষ্টা। বাবা, দরিদ্রের নিধি দিয়ে কেন হ'রে নিতে চাচ্ছ? আমি যে জনমদুঃখিনী, আমার অন্ধের নড়ি কেন কেড়ে নিচ্চ? আমি কি ক'রে প্রাণ ধরবো! আমি যে বাছাকে এক দণ্ড না দেখলে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখি! এ কি! এ কি! বাবা, আমার ছেলে কোথা গেল—ছেলে কোথা গেল—

রমা। হ্যাগা—এ কি সত্য সত্য বিকার হ'লো নাকি? মাগী কি ব'কচে গো।

(দ্রুতবেগে শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। মা, মা—ওঠো মা!

বিশিষ্টা। বাবা, বাবা—আমার পুত্র দাও—আমার পুত্র দাও।

শঙ্কর। এই যে মা—আমি তোমার কাছে রয়েছি।

বিশিষ্টা। কে রে, শঙ্কর! বাবা তুই আমায় ছেড়ে যাবি নি?

শঙ্কর। মা, তুমি না অনুমতি দিলে আমি কোথায় যাবো?

রমা। দেখ দেখি ছেলের আক্কেল! বাবা শঙ্কর, তোমার মাকে এতদূর আর স্নান করতে আসতে দিও না। এখন অশক্ত হয়েছেন, সেই এতদূর নাইতে আসা এতদূর আসতে দিও না বাবা।

শঙ্কর। আপনারা আশীর্বাদ করুন, আপনাদের আশীর্বাদে মা স্রোতস্বতী আমার উপর সন্তুষ্ট হ'য়ে, আমাদের বাটীর নিকট দিয়ে যাবে,—অনায়াসেই মা আমার অবগাহন-স্নান করতে পারবে।

গঙ্গা। দেখছিস্ লো দেখছিস—এই ছেলে না কি সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে যাবে। কাচ ছেলে—আক্কেল কি বল, মার দূরে আসতে কষ্ট হয়, তাই মনে করেছে, নদীটা বাড়ীর দোর-গোড়ায় নিয়ে আসবে।

রমা। হ্যাঁ বাবা, তাই করো। তোমাদের বাড়ীর দোরের কাছ দিয়ে নদী নিয়ে এসো, তা হ'লে আমাদেরও ভাল হবে, নাইতে পারবো।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। এখন যদি হ্যাতালি, তোর কোন্ বাবা রাখে! অপঘাতে না ম'লে তোর চলবে নি, নয়? খুড়ো দাদা আয়, আমি মাকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাই। [শঙ্কর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শঙ্কর। এস দেবি সলিলরূপিণি, শস্য-প্রদায়িনি,
জীব প্রাণ সন্তাপহারিণি,
এস ভূধর-নন্দিনি, সাগর-গামিনি,
তটিনী তরঙ্গিণী ক্ষীণা [illegible]—
তব পূত-বারি চির কলুষনাশিনী;
বরদে বন্দিনি, ভক্ত-নিস্তারিণি,
এস গো মা পশ্চাতে আমার,—
যথা সুরধুনী পতিত-পাবনী,
[illegible] ভগীরথ শঙ্খধ্বনি,
[illegible] শাপে ভস্ম-বংশ উদ্ধার কারণ।
[illegible] গো, হে [illegible],
[illegible] পাছে করতালি [illegible],
[illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible]

তা হ'তে সুন্দর দয়ার্দ্র হৃদয় তব।
এসো দয়াময়ি পাছে পাছে,
দুখিনীর সন্তাপ বারিতে,
ভেদি শাল তাল তমাল কানন,
রক্ষা করি দেবতা ভবন—
পিতৃগণ-স্থাপিত দাসের;
রঙ্গে নৃত্য করি তরঙ্গে তরঙ্গে পূতকায়া!
এস মাতা,—
শঙ্খধ্বনি বিনা দাস দেয় করতালি!
ওই যে—ওই যে—বরদে বরদে—
কৃপাময়ী উল্লাসে নাচিয়া আসে!
সার্থক জীবন মম,
মাতৃকার্য্যে—
করুণায় সমাগত আলোয়াদিনী বারি!
(করতালি দিয়া)
নমো নমঃ শৈলরাজ-নন্দিনি জননি,
ভুবন-তারিণি, সাগরগামিনি!
পূতসলিলে, মহাপাপহারিণি,
শ্যামলা-মেদিনী শস্য-বিতারিণি।
ভক্তজনাশ্রয়-সম্পদ-সুখদে,
নমস্তে হরিণি, অভয়ে বরদে!
[করতালি দিয়া অগ্রে অগ্রে শঙ্করের গমন এবং পশ্চাতে স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা হওন। *

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর সম্মুখ

মহামায়া উপবিষ্ট

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা। মা, তুমি কে? তুমি একাকিনী হেথা ব'সে রয়েছ কেন মা?

মহা। মা, আমি আশ্রয়হীনা, পতি-পরিত্যক্তা, আমার আর এখান সেখান কি?

বিশিষ্টা। তোমায় সধবার মত বেশ দেখচি।

মহা। আমার সধবা বিধবা কি? আমায় যা ব'লে ডাকো তাই। যখন যে অবস্থায় পড়ি—সেই অবস্থায় থাকি। আমি সংসারে এক রকম বহুরূপী সেজেই বেড়াই।

বিশিষ্টা। মা, তুমি এই যুবতী, তোমার তো পথে পথে বেড়ান ভাল নয় মা, লোকে যে তোমায় নিন্দা করবে।

মহা। আমার আর কি আছে মা, আমার নিন্দা স্তুতি দুই সমান। আমি আছি বল আছি, না আছি বল না আছি। আমায় সকল অবস্থাই সইতে হয়।

বিশিষ্টা। যদি তোমার আশ্রয় না থাকে, যদি ইচ্ছা করো, আমার গৃহে থাকতে পারো।

মহা। কৃপা ক'রে স্থান দাও—থাকবো। কিন্তু মা, আমি বড় চঞ্চলা, কখন্ কি ভাবে থাকি, আমিই জানি না। পতি রমণীর একমাত্র আশ্রয়, সে আশ্রয় যার নাই, তার দশা কি, তা তো তুমি জানো মা!

বিশিষ্টা। আচ্ছা মা, তোমার যত দিন ইচ্ছা হয়, এইখানে থাকো।

মহা। মা, তুমি আমায় স্থান দেবে? আমি আশ্রয়হীনা হয়ে বেড়াই। আমার জাত নাই, কুল নাই, মান নাই, অপমান নাই, আমার সব সমান হয়েছে, আমায় স্থান দিলে লোকে যে তোমার নিন্দা করবে মা।

বিশিষ্টা। নিন্দা হয় হবে, অনাথাকে আশ্রয় দিতে আমি নিন্দা-ভয় করি না। এমন কি, আমার পুত্রের অন্ন নিয়ে অনাথাকে দিতে আমার পতির আজ্ঞা।

মহা। আমি যদি কোথাও চ'লে যাই, আর পর এলে আমায় আশ্রয় দেবে?

বিশিষ্টা। হ্যাঁ মা, তুমি যখন কোথাও না আশ্রয় পাবে, এসো।

মহা। তবে মা, আমি এখন যাই, আবার আসবো।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ। হ্যাঁ, হ্যাঁ—তুই মা, তোর আর আসতে হবে নি।

বিশিষ্টা। বাবা জগন্নাথ, ও অনাথিনী, ওকে কেন রূঢ় কথা বলচ?

জগ। হ্যাঁ হ্যাঁ—ও সেই বটে। বেটী বহুরূপী, কা'ল এসেছিল—অমনি গেরুয়া প'রে জটাটা ঝুড়ী নিয়ে। আজ আবার ঢং ক'রে শাঁখা প'রে গেরস্তের বউ হয়েছে।

মহা। বাবা, তুমি তো আমায় চেনো না, আমায়

---

* এই নদীর প্রাচীন নাম পূর্ণা বা চূর্ণী, এক্ষণে 'আলোয়াই' নামে পরিচিত।

চিনুগে কি আমি গৃহস্থের বউ, সামনে থাকতুম। যে আমায় চেনে, তার কাছে তো আমি থাকি না।

জগ। শোনো শোনো—বৌয়ের ঢংয়ের কথা শোনো, বেটী বুড়ী হোলো, আর বলে চিনবে সামনে দাঁড়ায় না। কালে বেটা কি করলো—আমায় ধেই ধেই নাচালে!

বিশিষ্টা। মা, তুমি কিছু মনে করো না, ও ক্ষেপা গোসা মানুষ, কারে কি বলতে কি বলে। তুমি এসো বাছা, তোমার যখন ইচ্ছা হয়, আমার কাছে এসে থেকো!

মহা। মা, যদি বাঁধা থাকি, তোমার কাছেই থাকবো।

[মহামায়ার প্রস্থান।

জগ। মা, খুবে দাদা তো বে কে নয়। শুনচি, নদীটে নাকি টেনে হিঁচুড়ে নিয়ে এলো গো!

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। না জগা দাদা, মা ইচ্ছা ক'রে এসেছেন।

জগ। ঠিক তোরে চিনতে পারলুম, তা আমার চেনাচিনিতে কাজ নেই, তোদের খেয়ে মানুষ, যত দিন পারি, তোকে ছোট ভাইয়ের মতনই দেখবো।

শঙ্কর। হ্যাঁ দাদা—তাই দেখো।

জগ। আমি পামারে নাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর সম্মুখস্থ নদী।

শঙ্কর।

শঙ্কর। সংসার-বাসনা,
আজি বৈরাগ্য প্রভাবে এ শরীর ত্যজি
শীঘ্র হও স্থানান্তর।
ধরি ঘোর কুম্ভীর আকার, স্বরূপ তোমার,
তটিনী সলিলমধ্যে কর অবস্থান।
যদ্যপি আমারে হের এ সংসারে—
করি আক্রমণ, সলিলে করিহ নিমগন,
পাপ-পঙ্কে প্রাণীদের করহ নিত্য যথা।
কিন্তু যদি পারি লইতে সন্ন্যাস আশ্রম,
আজি এই গৃহবাসি বলিও শয়ন।
দুগ-সন্তাপিত্বে—
অন্য দেহে কভু যদি আসে এ সংসারে,
দেখা হবে তব সনে। (নদীতে অবতরণ)

(রমা ও গঙ্গার প্রবেশ)

রমা। লোকে যে বলে—কলিতে ক্ষেপার মুখে আর পাগলের মুখে দৈববাণী হয়, দেখছি তো ভাই, তা তো সত্যি! ছেলেটা কাল বল্লে যে নদীটা আমার বাড়ীর দোর-গোড়ায় টেনে নিয়ে যাবো, তা তো ঠিক।

গঙ্গা। আমাদের কর্তা বলে—অমন হয়। অমন অনেক নদীর মুখ ফেরে। নদীর মুখে নাকি চড়া পড়েছে, কালকের জোর বৃষ্টিতে এই দিকে জল ভেঙ্গেছে।

রমা। ঠিক ওদের পাশ দিয়ে জল ভাঙলো, ওদের লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের মন্দিরের পাশ দিয়ে বেঁকে এলো, সোজা এলে মন্দিরটে ডুবে যেতো। এ সব ভাই ঠিক দৈবঘটনা মনে হয়।

গঙ্গা। (সহসা নদীগর্ভে শঙ্করকে দেখিয়া) ও শঙ্কর—ও শঙ্কর! জলে নামিস্ নে—কুমীর দেখা দিয়েছে, ও রে উঠে আয়—উঠে আয়—

শঙ্কর। (জল হইতে) ওগো আমায় বুঝি কুমীরে ধরেছে, আমার মাকে ডাকো—

রমা। ও রে সর্ব্বনাশ হলো রে—সর্ব্বনাশ হলো, শঙ্করকে কুমীরে ধরেছে।

(বিশিষ্টার বেগে প্রবেশ)

বিশিষ্টা। বাবা মহাদেব—রক্ষা করো—রক্ষা করো—

শঙ্কর। মা, আমায় কালে ধরেছে, আমায় কেউ রক্ষা করতে পারবে না, তবে যদি আমায় সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমতি দাও, তা হ'লে আমার রক্ষা হয়।

বিশিষ্টা। ওগো, আমার সর্ব্বস্ব নাও, কেউ রক্ষা করো!

শঙ্কর। মা, রক্ষা নাই, অনুমতি দাও, বৃথা কেন জলে অবতরণ কচ্চ? ঐ দেখ, আমায় দূর-জলে নিয়ে যাচ্চে। মা, অনুমতি দাও, নতুবা কুম্ভীর এইবার গভীর জলে নিমগ্ন করবে—

বিশিষ্টা। আমি অনুমতি দিলুম—আমি অনুমতি দিলুম,—বাবা আয়—

শঙ্কর। (জল হইতে উঠিয়া [illegible] কুমীর

আমার পরিত্যাগ করেছে। মা গো, গর্ভে স্থান দিয়ে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেছ, অশেষ ক্লেশে লালন-পালন করেছ, আজ আমায় জীবন দান করলে। মা, যে মহাপুরুষেরা আমার জন্ম পত্রিকা দেখেছিলেন, তাঁরা তোমার সম্মুখে আমি অল্পায়ু, এইমাত্র প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা পরস্পর বলাবলি করেছিলেন, আমার তাঁদের বাক্য কর্ণগোচর হয়। তাঁরা বলেছিলেন, আমার অষ্টবর্ষমাত্র পরমায়ু; আজ সেই অষ্টবর্ষ পূর্ণ; কিন্তু তাঁদের আদেশ ছিল, যদি অষ্টবর্ষে আমি সন্ন্যাসগ্রহণ করি, আমার পরমায়ু বৃদ্ধি হবে। আমি এ কথা অবগত হয়েই পুনঃ পুনঃ তোমার নিকট সন্ন্যাসগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেম। পুত্রস্নেহে তুমি সে অনুমতি দিতে অক্ষমা ছিলে; কিন্তু মা, আজ প্রত্যক্ষ দেখলে, অন্তক কাল কুম্ভীররূপে আমার এ অঙ্গে উপস্থিত হয়েছিল। কৃপাময়ি, তুমি অনুমতি দান ক'রে

বিশিষ্টা। বৎস, পূর্বে আমি শুনেছি যে, কামনা অপেক্ষা হীন কার্য্য আর পৃথিবীতে নাই। আমি পুত্রকামনা ক'রে অশেষ যন্ত্রণাভোগ করেছি। আজ আমি তোমা হেন পুত্রকে গৃহ হ'তে বিদায় দেবো না, এই সকলের সম্মুখে প্রতিশ্রুত হয়েছি। [illegible] সহ্য করতে ভগবান্ [illegible] আমি অভাগিনী রমণী, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। এসো বাবা, ঘরে এসো, আজ তোমার কোলে অন্নব্যঞ্জন দিই, কিন্তু কাল যেন আর সূর্য্যোদয় না দেখতে হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

পদ্মা। হ্যাঁ লো, কিছু তো বুঝতে পারলুম না, মাগী অনুমতি দিলে আর কুমীর ছেড়ে দিলে?

রমা। বোন্, সকলই আশ্চর্য্য! আজ আমার বিশ্বাস হচ্ছে, শিবের মন্দিরে যে বিশিষ্টার গর্ভে একটা জ্যোতিঃ প্রবেশ করেছিল, এ কথা সত্য। শঙ্করের সকলই আশ্চর্য্য।

পদ্মা। হ্যাঁ ভাই, সব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা শুনতে পাই। যখন গুরুগৃহে ভিক্ষা করতো, এক দুঃখিনী ব্রাহ্মণীর কাছে ভিক্ষা করতে যায়, ব্রাহ্মণী তিনটি আমলকী দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, "বাবা, বিধাতা আমাদের দীন দুঃখী করেছেন, গৃহে মুষ্টিমাত্র অন্ন নাই,—কি দিয়ে তোমার সেবা করবো?" শুনতে পাই, ছয় বছরের ছেলে ধ্যান ক'রে মা লক্ষ্মীকে বৈকুণ্ঠ থেকে এনে তাদের ঘরে অচলা করেছে।

রমা। চল্ না দেখি, ওরা মায়ে-পোয়ে কি কচ্চে।

পদ্মা। না ভাই, আমি দেখতে পারবো না। আট বছরের ছেলে সন্ন্যাস নিয়ে দেশত্যাগ করবে, দেখে বুক ফেটে যাবে।

রমা। সত্যি সত্যি কি ওর মা মাগী ছেড়ে দেবে?

পদ্মা। শঙ্করের মা প্রতিজ্ঞা ক'রেও কখন মিথ্যা-কথা বলে না, যখন অনুমতি দিয়েছে, বাধা করবে না।

রমা। আমরা ভাই প্রাণ ধ'রে পারতুম না। মিথ্যাকথায় নরক হয় হ'তো, ঐ ছেলেকে বিদায় দিয়ে কি স্থির থাকা যায়?

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের বাটী।

শঙ্কর ও বিশিষ্টা।

শঙ্কর। মা, তোমার অনুমতি পেয়ে মনে মনে সন্ন্যাস-গ্রহণ করেছি, কালরূপী কুম্ভীরের কবল হ'তে পরিত্রাণ পেয়েছি। সন্ন্যাসীর একদিনও গৃহে বাস অবৈধ; বিদায় দাও।

বিশিষ্টা। বাবা, শুনেছি, তুমি সকল শাস্ত্র পড়েছ, বলতে পারো, কি উপাদানে বিধাতা রমণী সৃজন করেন? পাষাণ মৃত্তিকার দেহ হ'লে কি এত সহ্য হয়? সে কি তোমার মত পুত্রকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়ে প্রাণ ধরতে পারে? প্রাণ গেলে যাবে, তাতেও কি মৃত্যু হবে? জানি বাবা, কেন রমণী এত কঠিনা হয়।

শঙ্কর। কর শোক পরিহার জননী আমার,
অনিত্য শরীরে, ক্ষণপ্রভা দীপ্তি সম
ক্ষণস্থায়ী প্রভাসম মানব জীবন;
ভূত ভবিষ্যৎ অসীম অনন্ত মেঘময়,
শোক দুঃখ আনন্দ বৈভব
ক্ষণস্থায়ী এ ক্ষণ-জীবনে।

অতীত অনন্ত ভবিষ্যৎ।
কলঙ্কভাগী এ জীবনে [illegible] হেতু
উপেক্ষিয়া ভবিষ্যৎ সুখের আশা,
হেন বাঞ্ছি জাহ্নবী পবিত্র প্রবাহে
যাব গৃহ ত্যজি,
কিন্তু প্রাণ মম [illegible] আমার পানে।
দেখ মা দেখ মা [illegible] শিবলোকগামী—
সন্ন্যাস গ্রহণে মম।
তুমি ভাগ্যবতী,
সন্ন্যাসীরে দেহ গর্ভে স্থান।
ছিল বালক সন্তান মাত্র সম্বল তোমার,
এবে মহা আশ্রমের বলে,
দেবতামণ্ডলে
নিযুক্ত রবেন সদা রক্ষণে তোমার।
কুল শক্তি মম,
তব সেবা কি সম্ভব আমা হতে।
শত গুণে সেবা পাবে হবে গো জননী,—
কমলা আপনি
ধনধান্যে গৃহ পূর্ণ রাখিবেন তব।
তুষ্ট তুমি অতিথি সেবায় চিরদিন,
অতিথি মা বিমুখ হইবে এই গৃহে।
দান-ধর্ম্মে পূজা [illegible] রহ মা নিরত।
যেইক্ষণে করিবে স্মরণ
কহিনু [illegible] পণ—
সেই ক্ষণে আসিব মা তোমার সদনে।

বিশিষ্টা। কেন বাবা, কেন আর দুঃখিনী জননীকে প্রতারণা কর্‌চো? আমি তোমার পিতার নিকট শুনেছিলেম, তুমি সন্ন্যাসী হয়ে দেবকার্য্যে ভুবন ভ্রমণ করে জীবের উদ্ধারসাধনে নিযুক্ত থাকবে। আমি দুঃখিনী আমার কি তোমার স্মরণ থাকবে? সন্ন্যাসী হলেও তোমার সংবাদ কি ক'রে পাবো যে, তুমি আমার নিকট আসবে? অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার জন্যে সন্তান কামনা করে, তোমার পৈতৃক সম্পত্তি জ্ঞাতিগণকে দিয়েছ, তাঁরা আমার গ্রাসাচ্ছাদনের ভার গ্রহণ করেছেন। তার আমি বিধবা ব্রাহ্মণী, আমারই বা গ্রাসাচ্ছাদন কি, তাঁদের অনাদরে জীবন নির্ব্বাহ হ'তে পারে। কিন্তু বাবা, তোমার চাঁদমুখ দেখে আমার আশা হয়েছিল যে, পতিশোক

পুত্রের হাতে [illegible] আমার
আজি [illegible]।

শঙ্কর। [illegible]
চিন্ময়ী তুমি মাতঃ,
[illegible] সম্ভব কি দেবকার্য্যে [illegible]?
[illegible] করি দেবতার নামে,
যবে জননি করিবে স্মরণ
[illegible] আশীর্ব্বাদ [illegible]
যথা রহি তখনি আসিব,
তিলেক না বিলম্ব করিব—
অন্তকালে অগ্নিক্রিয়া করিব নিশ্চয়।
চিন্তা দূর কর গো জননি,
[illegible] বিদায় আমায়।

বিশিষ্টা। চিন্তা দূর করিব কেমনে,
চিন্তার সাগরমাঝে ফেলেছ আমায়।
[illegible] তিলেক না হেরি,
[illegible]
[illegible] না দেখিব,
[illegible] একাকিনী রব,
নিঠুর হয়ে কহ তুমি চিন্তা ত্যজিবারে?
আজীবন চিন্তা তব মাতার সঙ্গিনী!
অন্তকালে চিন্তা মনে নিষ্ঠুর আমার।

শঙ্কর। জননী আমার—
[illegible] দেখি, কর পরিহার,
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] সন্তাপিত
[illegible]
[illegible] প্রাণ
[illegible]।

পা[illegible]িক বিচ্ছেদ আপনা করো দূর।
জ্ঞানচক্ষে হেরিয়া জননি,
তুমি আমি বিশ্ব অবিচ্ছেদ,
দেখ তুমি আমি—নাহি ভেদাভেদ,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি আছি এক হ[illegible]।
অলক্ষিতে কাল[illegible] ধায়,
আর না রহিতে নারি পদে—
বিদায় তনয়ে, পদে প্রণাম জননি।

[শঙ্করের প্রস্থান।

বিশিষ্টা। চল চল—আমারই বা [illegible] গৃহ, আমি তোমার সঙ্গে যাই!

[[illegible] প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

[illegible] বাটী

[illegible] ও [illegible]।

[illegible]। [illegible] বাপবাপী [illegible] আমায় [illegible] ক'রে [illegible], কাজেই [illegible] [illegible] হবে। [illegible] যে [illegible], আবার ফিরে এসে [illegible] [illegible]।

[illegible]। তুমি [illegible]

[illegible]। [illegible]

[illegible]। [illegible] না [illegible]।

[illegible]। [illegible] ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছে। [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইল। দেখিস্ যে, ছদ্মবেশে [illegible] লোক এসে [illegible] ভাবে ওর বাড়ীতে সামগ্রী নিয়ে যায়। ওর মা [illegible] মত [illegible] [illegible]! ঐ দেখ [illegible]—[illegible] সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছে। [illegible]—[illegible] সামগ্রী! [illegible] ওর মা'র [illegible] [illegible] নিয়ে বড় বুদ্ধির কাজই করেছি। আমার বাড়ীতে [illegible] নিয়ে আসবো, যা জিনিসপত্র [illegible] [illegible] আমিই পাবো। মাগীর একবেলা [illegible] মুঠো খাওয়া আর একখানা কাপড়, সেটা বড় গায়ে লাগবে না। কিন্তু ছোঁড়া ফিরে এসে বিষয়টা কিন্তু ফিরিয়ে নেবে।

[illegible]। মেজো খুড়ো, তুমি বিষয়টা আমাকে দাও [illegible], [illegible] কে ফিরিয়ে নেয়? দাও—তুমি আমায় দাও।

[illegible]। না রে ছোঁড়া—লোভ করিস নি—লোভ করিস নি, ফিরিয়ে নেয় নেবে—ফিরিয়ে নেয় নেবে। তোদের বয়স হ'লে কি সম্পত্তির আমি [illegible] রাখি। জ্ঞাতির বউ, যদি কিছু না-ই থাক্‌তো, আমি প্রতিপালন করতুম না?

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা। ও গো, বাছা আমার কোন্ পথে গেল? আমি যে তার পিছু পিছু এসে তারে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। কোথায় গেল? আমি আর একটি-বার দেখ্‌বো। আমি বিদায় দেবো তো বলেছি, আর একটিবার দেখে বিদায় দেবো। ঐ যে—ঐ যে—ঐ বুঝি যাচ্ছে—ঐ বুঝি যাচ্ছে—

[illegible]। মেজো খুড়ো, তোমার বরাত ভাল, মাগী বুঝি এইখানেই অক্কা পায়।

[illegible]। আরে দূর পোড়াকপালে, তা হ'লে সর্ব্বনাশ হবে, ছোঁড়া এখনি ফিরে এসে মুখাগ্নি করবে, [illegible] বিষয়-আশয় কেড়ে কিনে চ'লে যাবে; [illegible] উপর ব'সে আর এক বেটা ভোগ করবে।

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। [illegible] মা, আমি যে তোমার বাড়ী থাক্‌তে এসেছি। ওঠো মা মা, ওঠো মা।

[illegible]। এ আহ্লাদী বেটী আবার কে [illegible]—মা ব'লে এলো।

মহা। ওঠো ওঠো—ঘুমিও না। (অঙ্গ স্পর্শকরণ)

বিশিষ্টা। (উত্থিত হইয়া)

এ কি! এ কি! এ কি দেখি একাকার!
[illegible] [illegible]—আমি আমি—নাহি কেহ আর,
[illegible] [illegible]—[illegible] অনন্ত অসীম—

মহা। মা, [illegible] শঙ্করকে আমি দেখে এলুম। [illegible], মায়ে ঝিয়ে বাড়ীতে থাক্‌গে। আমি [illegible], আমি [illegible] ব'লে।

বিশিষ্টা। [illegible] যে—এই যে আমার শঙ্কর এসেছে! দেখ মা দেখ, আমার এক শঙ্কর ছিল—কত শঙ্কর হয়েছে—আমার শঙ্করময়!

এই যে আমার কোলে শঙ্কর, [illegible] শুনছ, গান কচ্চে শঙ্কর, এই আমার আঁচল ধ'রে শঙ্কর, এই যে আমার শঙ্কর বেদ পাঠ কচ্চে !

সখা। হ্যাঁ মা, এসো এসো, ঘরে এসো—তোমার শঙ্কর তোমার ঘরে, আমি তাইতে তোমায় দেখতে এসেছি।

[বিশিষ্টাকে লইয়া মহামায়ার প্রস্থান।

সখা। মেজো খুড়ো, এ মাগী চোর ! [illegible] পাগল হয়েছে, টাকা আছে সন্ধান পেয়েছে, হাতাবে, তাই 'মা' ব'লে এসেছে। খুড়ো, ও মাগীকে তাড়াও।

রাম। তুই যা তো বাবা, দেখ তো—

সখা। খুড়ো, তুমিও এসো,—ও ডাকাতনী, আমি একলা ওর কাছে যেতে পারবো না। ঐ দেখ, পাঁজাকোলে ক'রে তুলে নিয়ে গেল ! বেটী ডাকাতনী, বেটীর সঙ্গে লোক আছে।

রাম। চল্ তো—চল্ [illegible] দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

নর্ম্মদা তীর—গোবিন্দনাথের আশ্রম।

ধ্যানমগ্ন গোবিন্দনাথ।

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। হেরি এই বিদ্যমান গুরুদেব মম,
স্ব-স্বরূপে অবস্থিত সম্মুখে আমার,
প্রত্যক্ষ অনন্তদেব নর-কলেবরে।
হেরি যাঁর সহস্র বদন
ত্রাসিত হইল জনগণ,
তাই ধরি মানব-মূরতি
ভগবান্ পাতঞ্জলরূপে
বসিতেন প্রভু মম পাতাল ভুবনে।
এবে মম কল্যাণ-সাধনে
যতিবর উদয় গুহায়
গোবিন্দনাথের কলেবরে।
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,
পরব্রহ্ম মানব শরীরে,
তুমি নমস্কার শত চরণ-অম্বুজে,
অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ নয়ন আমার,
জ্ঞানাঞ্জনে দিব্য চক্ষু করিতে প্রদান,
অবতীর্ণ তুমি ভগবান্
কর কৃপা [illegible] কিঙ্করে।

([illegible])

ঋষি। বাপু, কার [illegible]

শঙ্কর। [illegible] নিকট আগমন করেছি, [illegible] আকর্ষণ [illegible] এসেছেন।

ঋষি। [illegible]

[ঋষির প্রস্থান।

শঙ্কর। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ঐক্য [illegible]
[illegible]
হেরি [illegible]
এ কি ! অকস্মাৎ ঘোর কল্লোলে
[illegible] নর্ম্মদা [illegible] !
[illegible] কল্লোলিনি,
[illegible] তোমার—
ভঙ্গ হবে সমাধি প্রভুর।
শান্ত হও, শান্ত হও [illegible]-নিনাদিনি !
এ কি ! উচ্চতর কল্লোল উত্থিত,
শুন বাণী, শান্ত হও নর্ম্মদা জননি,
সমাধিতে বিঘ্ন নাহি করো।
তথাপিও উচ্চনাদ—
ক্ষমা কর অপরাধ—
রহ রহ কমণ্ডলু মাঝে
যাবৎ সমাধিস্থ রহিবেন প্রভু।

(নর্ম্মদার শঙ্করের কমণ্ডলু-মধ্যে প্রবেশ)

গোবিন্দ। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া)
বৎস, মুক্ত কর নর্ম্মদায়,
হের জলচর ব্যাকুল সকলে,
জল বিনা ত্যজিবে জীবন।

(শঙ্করের নর্ম্মদাকে মুক্তকরণ

কহ বৎস, কেবা তুমি, কি নাম তোমার ?

শঙ্কর। নাহি রূপ, নাহি নাম, বর্ণ বা উপাধি,
চিদানন্দ শিবময় স্বরূপ আমার।

গোবিন্দ। প্রত্যক্ষ হইল মম ব্যাসের বচন।
অবগত হইয়াছি শ্রীমুখে তাঁহার,

যেরূপে উদ্ধারের তরে, ধরণীমাঝারে
বিশ্বনাথ আসিলেন নর-কলেবরে।
হইলে শিব অবতার, লক্ষণ তাঁহার—
কমণ্ডলু মাঝে হবে আবদ্ধ জাহ্নবী।
বাড়াইতে গৌরব আমার
পাগলিনী তব এ আশ্রমে।
[illegible] কহি তত্ত্ব কথা [illegible]।

([illegible])

শঙ্কর। [illegible]
বিকশিত বিজ্ঞান-নয়ন—
অনন্তের প্রতিরূপ হেরি।
[illegible] নদীর প্রবাহ
[illegible] ধারা প্রবাহিত।
[illegible] কাণ্ডি [illegible]
[illegible];
[illegible]
প্রহেলিকা [illegible] অসীম আকার [illegible]।
এই ঘোর প্রহেলিকা [illegible]
[illegible] জীব নাহি হেরে;
[illegible] কুজ্ঝটিকা [illegible],
[illegible];
[illegible],
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible],
[illegible]
[illegible] আনন্দ স্বরূপ।

[illegible] বৎস, [illegible] তব আবরণ।
[illegible] পূর্ণ তব।
[illegible]—
[illegible]।
[illegible],
[illegible] দণ্ড সন্ন্যাসীর।
[illegible] দণ্ড করে,
[illegible]। (দণ্ড প্রদান)
এই দণ্ড-বলে তুমি [illegible]
ভ্রমিবে চক্রবৎ [illegible]।
জনম সফল, বৎস, [illegible],
যাত্রা কর বারাণসীধামে।

শঙ্কর। প্রভু, তব সেবা অধিকার করুন প্রদান;
কিছুদিন রহি এই স্থানে
পূজিব রাজীবপদযুগ,
আশীর্ব্বাদ অন্তরে দাসের।

গোবিন্দ। হইয়াছে গুরুসেবা সম্পূর্ণ তোমার।
[illegible] বিষ্ণু কল্লোলিনী
কমণ্ডলুগর্ভে বদ্ধ করিয়াছ তুমি,
তাহে তব পূর্ণ গুরুসেবা।
[illegible] বৎস, যাত্রা করি [illegible],
[illegible] হর মহেশ প্রস্তর—
[illegible] করিব দরশন।
[illegible] চরাচর,
[illegible] বিস্ময়—
[illegible], সম্ভাসিছে [illegible] চৌদিকে;
[illegible], কিন্নরী, বিদ্যাধরী আদি
[illegible] শিব সংকীর্ত্তনে—
[illegible] রব।

([illegible] ও বিদ্যাধরীগণের প্রবেশ)

[illegible]। [illegible] বিশ্বনাথ!

([illegible])

[illegible]
[illegible], মৃত্যুঞ্জয় [illegible]॥
[illegible], সন্দ-ঘন-[illegible],
[illegible] রঞ্জন,—
উজ্জ্বল—[illegible]—পূর্ণ [illegible]।
জয় জয় [illegible], [illegible]॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বারাণসী—মণিকর্ণিকার ঘাট।

(গঙ্গাস্নানার্থে শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। জগন্মাতা জগৎপিতা বিরাজিত ধামে;—
বিশ্বেশ্বর বিশ্বেশ্বরী আসি
ধরাবাসী বিশ্বপ্রেমে,
যাহে জগজ্জন লভি দরশন
মুক্তিধনে হয় অধিকারী।

শিব-শিরোজটাবিহারিণী সুরধুনী
উত্তরবাহিনী বেড়ি পুরী মেখলা যেমতি।
কৃতার্থ—কৃতার্থ নর-জনম আমার।

(সদলে চণ্ডালবেশী মহাদেবের বেদরূপী কুকুর
চারিটি সহ প্রবেশ)

(সকলের গীত)

ভরপুর নেশা কেন করবি ফিকে।
এটা সেটা ছুটো ধিঁকে দেখে॥
মজা তো মজা আর ফিকে বেনকুল,
পুরা মজা নিয়ে থাক্ না মশগুল,
ফাঁকা ভেকা পারা চাস্ নে ভুল্ ভুল্,
আপনা মজাতে মেত পুরা রেখে।
বে-মজা আসবে তো দিবি ফিকে॥

শঙ্কর। এ কি বিঘ্ন! সুরাপানোমত্ত চণ্ডাল-চণ্ডালিনী কুকুর সমভিব্যাহারে পথ রোধ করেছে, (প্রকাশ্যে) আরে চণ্ডাল, এ কিরূপ তোমার আচরণ? গঙ্গাস্নানের পথ রোধ ক'রে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য-গীতে মগ্ন আছ। তুমি অস্পৃশ্য, পথ দাও, দূরে অবস্থান করো!

চণ্ডাল। (কুকুরকে সম্বোধন করিয়া) হাঁদে কেলো, এটা কে বটে রে?

স্ত্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!

শঙ্কর। আরে বর্ব্বর, তুমি কথায় কর্ণপাত করছ না? দূরে গমন করো।

চণ্ডাল। (অন্য কুকুরকে সম্বোধন করিয়া) কি বলছে রে ধলো, কি বলছে বুঝ করতে পাচ্ছিস্? আমি ত পারছি। এটা মদ খেয়ে কি আবোল-তাবোল বকে রে?

স্ত্রীগণ। আরে কি বকে রে—কি বকে?

* [শঙ্কর। (স্বগত) এ সুরাপায়ী ত গঙ্গাস্নানের বড় বিঘ্ন করলে। (প্রকাশ্যে) রে চণ্ডাল, সত্বর পথ মুক্ত কর—দূরে যা।

চণ্ডাল। আরে এটা খ্যাপা পারা। খেপছ কেনে? তোমার বাতটা ত বুঝতে লারছি।

স্ত্রীগণ। আরে কি বলে রে—কি বলে?

শঙ্কর। উন্মত্ততা পরিহার কর—দূর হ!

চণ্ডাল। দেখছি তো সন্ন্যাসী, লেকেন তোমার আকেলটা ত দেখি না। সাজাগোজা ক'রে লোকদিকে ভোগা দিয়ে পেট চালাও। (কুকুরের প্রতি নির্দেশ করিয়া) এই কেলো-ধলোর আক্কেল যা আছে, তোমার তা মালুম নেই। তুমি কি নেশাখোর বাং বকছ বটে?

স্ত্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!]

শঙ্কর। (স্বগত) এ বর্ব্বরের আচরণে ক্রোধ সংবরণ করা কঠিন। (প্রকাশ্যে) সত্বর আমার নিকট হ'তে দূরে অবস্থান করো!

চণ্ডাল। আরে কেমন ধারা বাৎ বলে রে। হাঁ রে কেলো, তোর জাতের কথা জানে না, সন্ন্যাসী করেছে। কে কাকে কোথায় সরতে বলছে রে? হাঁ কেলো, হাঁ রে ধলো, অন্নের কোঁড় ছেড়ে কোথায় যাব রে? ওরে চৈতন্যকে জুদা করে রে! সচ্চিদ অখণ্ড আনন্দ রূপটা চেনে না, অন্নকে জুদা করতে চায়! চৈতন্যকে কাবার করবে। এ কেমন পাণ্ডিতী রে? এর আক্কেলটা ত দেখি না।

স্ত্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে?

শঙ্কর। (স্বগত) কে এ চণ্ডাল, এ যে বেদ-নির্দিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করছে! চণ্ডালের মুখে এ কি বাক্য! সত্য—অনন্ত, সৎ, অদ্বিতীয় স্বস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর ত ভেদ নাই।

চণ্ডাল। আরে থোড়া থোড়া আক্কেল বুঝি আসছে রে কেলো। আরে বলো, তোর জাতের বাতটা সমঝ করিয়ে দে। বল তো—গঙ্গাটিতে সূর্য্যি আর হাড়িয়ার সরাপে যে সূর্য্যি চমকে, এ কি জুদা সূর্য্যি? এ বাতটা বুঝে না। বুঝে না, সোনার কলসীর ভিতে আর কাঁচের হাড়ীর ভিতে আকাশটা জুদা জুদা বটে! ও তো ফারাক দেখে—এক দেখে না। ও কেমন সন্ন্যাসী রে?

স্ত্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!

চণ্ডাল। কি অভিমান রাখে রে! এ চণ্ডাল, এ সন্ন্যাসী এ কি বলে রে? আঁধারে এককে নানান্ দেখে, ভুঁইকে রূপা দেখে, দড়িকে সাপ দেখে,—এক জানে না, জুদা জুদা জানে —তুই কেমন সাধু রে?

স্ত্রীগণ। আরে কে বটে রে—কে বটে!

শঙ্কর। মহাত্মন, কি হেতু ছলনা করছেন,
দেহ পরিচয় কোন্ মহাশয়
উদয় সম্মুখে মম।

শত কোটি প্রণাম চরণে,
অভাজনে ঈদৃশ করুণা তব।
পূর্ণ কর আশ, কর দেব স্বরূপ প্রকাশ,
ধন্য হোক্ দরশনে।
অকিঞ্চনে কোরো না বঞ্চনা,
নাহি মম সাধনে সেই অধিকার।

চণ্ডাল। [illegible] হেন মম [illegible] আকার শক্তি-সমন্বিত,
[illegible]

(চণ্ডালের মহাদেবমূর্ত্তি ধারণ এবং চণ্ডাল-[illegible] বেদ ও কুক্কুর [illegible] রূপে প্রকাশিত হওন।)

শঙ্কর। [illegible]
নমঃ দেব চন্দ্রশেখর, [illegible],
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] জ্ঞানে [illegible]।
[illegible]
[illegible] গৌরী প্রসাদে।
[illegible]
[illegible]
[illegible] গোবিন্দ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

বেদনিধি বিশৃঙ্খল হেরি ধরাতলে,
জ্ঞানহীন শাস্ত্রব্যাখ্যাকারে
বেদমন্ত্র করেছে ছাদন;
[বেদবেত্তা বেদব্যাস,
ব্রহ্মাদ্বৈত মীমাংসা নির্মাণে
করেছেন সাংখ্যাদি খণ্ডন।
ভ্রান্ত ব্যাখ্যা আবরণে লুপ্ত সে সকল;
সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত, সাধ্যায়ত্ত নহে ত কাহার
ব্যাস-সূত্রের মর্ম্ম করিতে প্রকাশ।
তুমি মুনে, সর্ব্বশক্তি সর্ব্বজ্ঞতা আধাররূপ
অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছে।
ব্রহ্মতত্ত্ব অতি দুর্নির্ণীত,
অদ্বৈতপরতা ভাষ্য করিয়া প্রস্তুত] *
[illegible] হিত করহ সাধন,
[illegible] করহ দমন,
শিখাও অদ্বৈত পন্থা দেখাও মানবে।
ভাষ্য তব ভাস্করস্বরূপ
মোহ-তম করিবে বিনাশ;
সহ শিষ্য করিবে ভ্রমণ
[illegible] খণ্ডন করহ প্রিয়তম।

[সদল মহাদেবের অন্তর্দ্ধান।

শঙ্কর। নমঃ বিশ্বেশ্বর শক্তি [illegible],
তব কার্য্যভার বহিব শিরায়
শক্তিতে তোমার শক্তিময়।

[শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থান।

(সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। এ তাপপূর্ণ সংসার-অরণ্যে আর কতদিন একাকী ভ্রমণ করবো? [illegible] ভ্রমণ কর্‌লেম, দেবারাধনায় সজ্জনলোক তো হ'লো না। হ'লো তো বৃথা মানব-দেহ, মুক্তিকামনা কে পূর্ণ করবে? মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব, মহাপুরুষসংশ্রয়,—তিনের যোগাযোগ ব্যতীত তো মুক্তিলাভ হয় না। হায়, মহাদেবের তো কৃপা হ'লো না, দর্শন তো দিলেন না!

(শঙ্করাচার্য্যের পুনঃ প্রবেশ)

শঙ্কর। এসো হে কোথায়,
মহাকার্য্যে যে আছে সহায়,
এসো বৃথা কাল বয়ে যায়।

মহাকার্য্যভার—ধর্ম্ম-সংস্কার,
জ্ঞানজ্যোতি বিকাশ ধরণীতলে ;
স্বার্থপরতায় কপট ব্যাখ্যায়
শাস্ত্রমর্ম্ম আচ্ছন্ন ধরায় ।
শুদ্ধ তত্ত্ব করিতে প্রচার, জীবের উদ্ধার,
স্বেচ্ছায় সে মহাভার করেছি গ্রহণ ।
উচ্চ প্রয়োজনে আবাহন করি তোমা সবে,
এস, এস, বিলম্ব না সহে আর,
অনাচার ব্যভিচারে কলুষিত ধরা !

সনন্দন । এই যে যতীশ্বর সর্ব্বজ্ঞ তেজঃপুঞ্জ
মহাপুরুষ গুরুদেব আমার সম্মুখে !
অকিঞ্চনে চাহ প্রভু করুণা-নয়নে ।
দাবদগ্ধ শশকের প্রায় ভ্রমি এ ধরায়
শান্তিহীন ত্রিতাপ-পীড়িত ;
বিপ্রকুলোদ্ভব দীন দাস—
কাবেরী তটনাতটে চোলদেশবাসী,
আশ্রিত শরণাগতে কর কৃপা দান ।

শঙ্কর । বৎস, তব দর্শন-আশায়
প্রতীক্ষায় বহুদিন আছি কাশীধামে ।
শান্তিদাতা বৈরাগ্য তোমার,
বিবেক বৈরাগ্য তব সাথী
বিরক্ত সন্ন্যাসী তুমি ;
সাহায্যে তোমার,
বহুকার্য্য করিব উদ্ধার ।
'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য করহ গ্রহণ,
নরত্ব ত্যজিয়ে নারায়ণ তুমি আজি ।
ধরায় ভ্রমিবে—তব অমৃত-পরশনে
জীব স্নিগ্ধ হবে ;
কৃপায় তোমার,
অজ্ঞানতা-অন্ধকার হবে বিদূরিত ;
জ্ঞানচক্ষুবলে—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম করিবে দর্শন ।

সনন্দন । গুরুদেব—গুরুদেব—পতিতপাবন দয়াময়,
স্নিগ্ধ প্রাণ, নবীন জীবন দান করহ কৃপায় ।

শঙ্কর । এস বৎস, ওই বটবৃক্ষমূলে আসন আমার,
সানন্দে করিব দোঁহে শাস্ত্র-আলোচনা ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর প্রাঙ্গণ ।

(জগন্নাথের প্রবেশ)

জগ । বামুনগুলোর আক্কেল দেখ দেখি, বাড়ীতে অতিথ-পতিত সেরে না, তাইতে লাব্‌ছে, মাগীর পোঁতা টাকা আছে । মাগীকে তাড়িয়ে তাই নিবে । মাগীকে তাড়াতে এলে ঠ্যাঙার বাড়ি দোবো নি—যা থাকে বরাতে শেষে । সর্ব্বস্ব দিয়ে গেল, তাতে মন উঠ্‌ছে নি ।

(বিশিষ্টার প্রবেশ)

বিশিষ্টা । কে রে, কে আমায় মা ব'লে ডাক্‌লে ! শঙ্কর এলি ?

জগ । (স্বগত) ইস্, মাগীর আর বাঁচবার আশা নেই । ব্রহ্মদত্যি মাগী এলে যে ছুটি খাওয়াতো । সে বেশ ভূতের ভূত, আমি তাকে খুব ভালবাসি —তবে একটু ভয়ও লাগে ।

বিশিষ্টা । বাবা, এসো—তুমি যে অনেকক্ষণ মা ব'লে ডাকো নি, তোমার চাঁদমুখে মা বলা যে অনেকক্ষণ শুনি নি ।

জগ । না মা—তুই বাড়ীর বারকে আসবি ? চান করবি ? আয় কেননা, একটু হাওয়ায় যাবি ; ঘরে ব'সে কি করবি ? চান্ করবি আয়, আয়, আয়—

বিশিষ্টা । বাবা, আমার শঙ্কর এ বাড়ী ছেড়ে যাবে না । সে এখানটি না হ'লে বসে না, ঐ ঘরটি নইলে তার পড়া হয় না, ঐখানে সে শুতে ভালবাসে,—ঐখানে ব'সে দুটি খায় । লোকে বলে, বিদ্যা শিখেছে—কিন্তু বাছা খেতে জানে না আমি না খাইয়ে দিলে খেতে পারে না । আমি আবাগী ঘাটে গিয়েছিলুম—ছেলে দেখ্‌বে এসো না, যেমন অন্ন, তেমনি পাতে আছে, বাছা খেতে পায় নাই ।

জগ । এঃ, মাগী একটা ভাত [illegible] দূর তোর ন্যাথাপড়ার মুখে ছাই ! [illegible] ঘরে ন্যাথাপড়া শেখে না—[illegible] মাগছেলে যে নাই, তা হ'লে কি [illegible] শিখোব দেখাতুম—পুরিযুগো [illegible] ঠিকুন । বামুনগুলো ওই [illegible]

আমাদের ল্যাখাপড়া শিখোচ্ছ না। ... ছেলেকে শিখোয়, আর আপন না হবে।

(মহামায়ার প্রবেশ)

হাঁ গা, তুমি কেমন ধারা গো—কোন দেশের কোন ঘরের মেয়ে গো? মাগী দু'দিন খায় নি, তা দেখ নি,—আর 'না' ব'লে খেয়ে দেয়ে এসো! যাও—পারো দুটি খাওয়াও; আর দেখ— জ্ঞাত-জ্বলোন মাগীকে বাড়ী থেকে খেদা দেবার যোগাড়ে ফিরচে। চাঁদের কণী নিয়ে মন উঠে নি, দুটো খেতে দিতে প্রাণ যাচ্ছে। তা নেই দিগ্‌কে, তো ষাঁড়ের ভূত হ'য়ে থাকে। অতিথ-পতিত নাগা-ফকীর কেউ তো খেতে পায়, তা দেখে পাড়ার লোক বুক ফেটে মরচে। বলা কচ্চে গো, মাগীকে তাড়াব, ব'লেছে এসবে।

মহা। আচ্ছা, কার কাছে খেতে হবে?

জগ। দেখ গো, আমার দেখে শুনে চেখে যাবো, বাড়ীতে একলা পড়লো মরে থেকে অমনি, আমার ঘাড়ে চেপো নি। আর আগে একটি বামুন আনা করাও, দুটি রান্নাবান্না করাও।

মহা। তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।

জগ। হাঁ দেখ বাছা, তুমি ভাল দেবদত্তির ঘরের মেয়েটি বটে, কিন্তু তোমার ভুতুড়ে ভাবটি গেলো নি। ও বেটার শোকে প্রাণ ছাড়বে, তার বুঝ রাখো?

মহা। তুমি ভেবো না, আমি খাওয়াবো।

জগ। শোন—একটা পরামর্শ করি।

মহা। কি?

জগ। তুমি আমার ঘাড়ে চাপতে পারো? তা হ'লে আমি ও জ্বালাতনের কবজে ছিঁড়ে যাই। আর দেখ, তোমার সঙ্গে আমার এই কথা,—আমার কেউ কোথাও নাই যে, এসে এসে আড়াল-যোড়ান করবে। তুমি আপনি ছেড়ে দিয়ে যেও।

মহা। জগন্নাথ, তুমি আমার ভয় কর কেন? তুমি মাকে ভালবাস,—আমি তোমার উপর বড় সদয়, আমি তোমায় বড় ভালবাসি।

জগ। হ্যাঁ দেখ—ভালবাসায় কাজ নেই, তুমি বাড়ীর লোক-খবরটা রেখো, আমি পাশপাশি একটা কেবল ছাগল যোগাড় ক'রে খাওয়াবো!

নিস্তা। বাবা, বাবা—আমার হৃদয় ছেড়ে কোথায় গেলি? আমি যে তোকে না দেখে থাকতে পারি নি! আমি যে চারদিক্ অন্ধকার দেখ্‌ছি, আয় বাবা আয়।

মহা। মা—মা—কেন কাঁদ্‌ছ? তোমার শঙ্কর আসবে। শিষ্য পড়াচ্ছে দেখে এলুম।

নিস্তা। অ্যা—কখন্ আস্‌বে? সে যে খায় নি। তাকে ডেকে আনো।

মহা। না মা, সে এখন শিষ্যদের পাঠ দিচ্ছে—সে কি এখন আসবে? তার কি এক আধ জন শিষ্য যে, পড়ান শেষ ক'রে আস্‌বে? সে তোমায় ডেকে বলেছে, তোমার প্রসাদ নিয়ে যেও, তবে সে খাবে।

জগ। (স্বগত) হুঁ—মজার রাখে। এই যে কাশী থেকে লোক এসেছে, তার মুখে শুনলুম, খুবে নাকি দেশে দেশে শিষ্যি সেবক হয়েছে। (প্রকাশ্যে) হাঁ গা—তুমি কি ক'রে জানলে?

মহা। আমি যে এই দেখে এলুম।

জগ। (স্বগত) হুঁ—ইনি ছেলে যাওয়া-আসা করে। (প্রকাশ্যে) তা হাঁ গা, একদিন গাছে চাপিয়ে ছেলেটাকে এনো না, মাগী হা-হুতাশ করে,—দেখিয়ে নিয়ে যেও না।

মহা। সে আস্‌বে না, আমি তো তার খবর এনে রোজ দিই।

জগ। তুমি তার কাছে যাওয়া আসা করো নাকি?] *

মহা। আমি যে তার কাছে নিয়ত আছি। আমরা যে অভেদ, আমি যে তার শক্তি, তাকে ছেড়ে তো আমি একদণ্ড থাকি না।

জগ। এঃ! তার কাছে আর তোমার পৌঁছতে হয় নি! এ—সে বামনের বামুন নয়, আগিরী ঝাড়ুলে কাড়িয়ে আর উঁকতে হবে নি।

মহা। সে কি? আমি যে তারে ল'য়ে নৃত্য ক'রে বেড়াই।

জগ। ঐ নাচন-কোঁদন ভাঙাতে—সে চিড়িংচাড়াং ছাড়ুক, তোর বাবার বাবা তার কাছে পৌঁছতে পারবে।

মহা। আমি কে জানো ?

জগ। তুই বল্লি কই ? আমি তো এগুতে এগুতে তোর গাই-গোত্র জানতে চেয়েছিলুম, আমি যার গয়ায় গিয়ে তোর পিণ্ডি দিতে চেয়েছিলুম, তা তুই বল্লি কই ? তা না বলেছিস্ নেই নেই, তুই যে এই মাগীকে দেখিস্ শুনিস্, এইতে মনে করি, তুই বাপের ঠাকুর পেত্নী। তা দেখ, ছেলের শোকে যা দেখছি, মাগী আর দিন কতক টেঁকবে, তার পর তোর খুসী হয় আমায় বলিস্—আমি তোর পিণ্ডি দেবো।

মহা। যে হাতে পড়েছি, আমার কোটিকল্পেও নিস্তার নেই। চঞ্চল হয়ে বেড়িয়েছি, বেড়াচ্চি, বেড়াবো।

জগ। আচ্ছা, তুই কে ?] *

মহা। আমায় চিন্‌বে ; আমি তোমায় পরিচয় দিয়েছি—বুঝতে পারো নি। যখন বুঝবে—তখন চিন্‌বে।

(গীত)

যে আমায় চেনে, আমায় জেনে আপনি থাকে না।
সবাই জানে, যেন শুনে মনে রাখে না ॥
আমায় জানতে পারে, তার কাছে থাকি স'রে,
এই ধরে ধরে ধরতে নারে, দেখে দেখে না ॥
ভালবাসি খেলতে আমি, খেলার ছলে কান্না-হাসি,
কত দেখে কত ঠেকে, খেলা শেখে না ॥

জগ। ভূতুড়ে গানও এমন মিষ্টি !

বিশিষ্টা। মা, দেখ দেখ—ছেলে-বুদ্ধি কি না, শঙ্কর আমার শিব সেজে এসেছে। আহা, দেখ দেখ—আলুতি-বিভূতিতে বাছার যেন রূপোর শরীর হয়েছে। আ মরি মরি—কি জটাজুটধারী, কি সুন্দর ললাটে শশিলেখা এঁকেছে ! কি উজ্জ্বল চোখের দীপ্তি ! সং ক'রে কপালে আর একটি সুন্দর চোখ এঁকেছে ! ও মা, ও মা—কি করে গো—বুড়ো মিন্সেগুলোর আক্কেল নেই গা, ত্রিকোণে মিন্সেরা আমার বাছার অকল্যাণ হবে বোঝে না ! দেখ মা দেখ মা—বারণ করো, আমার বাছার পায়ে যেন বিল্বপত্র দেয় না। কই রে—কই,—আমার শঙ্কর কোথায় গেলি ! বাছা, দেখে যা, দিন আমার যুগ জ্ঞান হচ্ছে, কেঁদে কেঁদে চক্ষু অন্ধ হয়েছে, তোকে বিনা আমার দশদিক শূন্য ! আয় বাছা—আমার অঞ্চলের নিধি ঘরে আয়। এই আমার বাছা এসেছে—ওই যে—ওই যে আমায় মা ব'লে ডাকছে।

[বেগে বিশিষ্টার প্রস্থান, তৎপশ্চাৎ মহামায়া ও জগন্নাথের গমন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বারাণসী—গঙ্গাতীরস্থ শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম-সম্মুখ।

গণপতি ও শাস্তিরাম।

গণপতি। সনন্দনের প্রতি প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ; তা উনি ইচ্ছাময়, উনি সব করতে পারেন। এ দিকে অনাচারী দেখতে পারেন না, কিন্তু সনন্দন যে আচারভ্রষ্ট, তা দেখেও দেখেন না। শীতের ভয়ে এক দিনও গঙ্গাস্নান করে না।

শান্তি। বড় কিছু শিখেছে, বলে কি জানো, গুরুদেব বলেছেন, "গঙ্গা আর আমি এক।" গুরু-গঙ্গা এক—তা আমরাও জানি, তা আমাদের অত [illegible] নয় ; আমরা গঙ্গাস্নান না ক'রে তো বিশ্বেশ্বর দর্শনে যেতে পারি নে।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। সনন্দন কোথা গেল ?

গণপতি। (অঙ্গুলি দিয়ে) পরপারে এখন দেখছেন।

শান্তি। আজ্ঞে, আপনি যে, পারে কি কার্য্যে পাঠিয়েছেন। ঐ যে—পারে ওই সনন্দন দাঁড়িয়েছে, পার হ'তে পাচ্ছে না।

শঙ্কর। সনন্দন—সনন্দন ; শীঘ্র এসো—সনন্দন, এসো—এসো।

সনন্দন। (গঙ্গার পরপার হইতে) [illegible] ক্রপায় ভবসিন্ধু পার হলে, তিনি আহ্বান করছেন, আমি সামান্য নদী পার হ'তে [illegible] ক'চ্চি।

শঙ্কর। সনন্দন, এসো—

সনন্দন। যাই প্রভু যাই—এই [illegible] !

(গঙ্গায় অবতরণপূর্ব্বক আগমন [illegible] প্রতিপদক্ষেপে গঙ্গায় পদ্মের [illegible])

[illegible]। বৎস, [illegible] দেখ—দেখ—কি [illegible] আশ্চর্য্য!—সনন্দনের পদবিক্ষেপের নিমিত্ত নদীবক্ষে পদ্ম প্রস্ফুটিত হচ্ছে।

সনন্দন। (নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রণামপূর্ব্বক) প্রভু, দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয়?

পদ্মপাদ। প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। (সনন্দনের প্রতি) ভাই সনন্দন, ঈর্ষাবশতঃ তোমার কতই নিন্দা করেছি, এতে গুরুদেবের নিকট অপরাধী হয়েছি, তোমার কৃপা না হ'লে সে অপরাধ মার্জ্জনা হবে না।

সনন্দন। কেন ভাই—কেন ভাই—মিনতি কচ্চ? ভাই ভাইয়ে তো প্রেমের কলহ অনেক হয়। গুরুদেব যখন তোমাদের শাস্ত্রব্যাখ্যা করেন, আমার মনে ঈর্ষা হয়, প্রভু বুঝি আমায় ওরূপ ব্যাখ্যা ক'রে দেন না। কিন্তু পুত্রের প্রতি পিতার সমান কৃপা, আমরা অজ্ঞানতা বশতঃ বুঝতে পারি না। মাতা যেরূপ কোন্ পুত্রের কিরূপ আহার-বিহারে স্বাস্থ্য বর্দ্ধন হবে, তার ব্যবস্থা করেন, গুরুদেব সেরূপ অধিকারিভেদে জ্ঞান-সুধা বিতরণ করেন। ভাই, এসো—আমরা গুরুদেবের জয়ধ্বনি করি।

সকলে। জয় গুরুদেবের [illegible]।

শঙ্কর। বৎস সনন্দন, আজ হ'তে তোমার পদ্মপাদ [illegible] [illegible] কি [illegible] মহিমা, কি আশ্চর্য্য গুরুভক্তি, [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible] [illegible] সে এরূপ করবে, [illegible] [illegible]

(ছদ্মবেশে ব্যাসদেবের [illegible])

ব্যাস। অহে, এখানে কে আচার্য্য [illegible], [illegible] না? তিনি না বেদান্তসূত্রের [illegible] [illegible]? তিনি কোথায়?

শঙ্কর। প্রভু, দাস আপনার সম্মুখে।

ব্যাস। কে—তুমি—তুমি [illegible] [illegible] বালক, [illegible] বেদান্তসূত্রের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না কি?

শান্তি। [illegible] আপনি—[illegible] কি [illegible] [illegible] মহাপুরুষকে কি আমরা [illegible] [illegible]?

ব্যাস। ভাল ভাল—[illegible] [illegible] কি [illegible] [illegible] [illegible] শুনতে পাই?

শঙ্কর। প্রভু, যে সকল গুরুপাদ মহাপুরুষেরা সূত্রার্থ অবগত আছেন, তাঁদের আমি প্রণাম করি। আমি তাঁদের অনুগামী, আমি ভাষ্যকার ব'লে স্পর্দ্ধা করি না, মহাত্মা যদি অনুগ্রহ ক'রে প্রশ্ন করেন, আমি যথাসাধ্য উত্তর দিতে প্রস্তুত।

ব্যাস। ভাল—ভাল,—আমি তোমার ভাষ্যদর্শনে উৎসুক। আমার অনেক প্রশ্ন আছে। এই স্থানেই কি আমাদের প্রশ্নোত্তর হবে?

শঙ্কর। কৃপানিধে, যদি পদার্পণে আমার আশ্রম পবিত্র করেন, দাস কৃতার্থ হয়।

ব্যাস। ভাল ভাল, তোমার আশ্রমই উত্তম স্থান।

[শঙ্করাচার্য্য ও ব্যাসের প্রস্থান।

সনন্দন। ভাই, এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কে? কোন অসামান্য ব্যক্তি নিশ্চয়; নচেৎ গুরুদেবের যেরূপ খ্যাতি জগদ্বিখ্যাত, কোন মহাপুরুষ ব্যতীত এঁর সহিত তর্কে অগ্রসর হ'তে সাহস করা সম্ভবপর নয়।

পদ্মপাদ। তোমার ওই কেমন,—চারিদিকে মহাপুরুষ দেখছ। ইদানীং কিছু বাড়াবাড়ি—যোগিনী দেখছ, সিদ্ধচারণ দেখছ, গন্ধর্ব দেখছ, তোমার সম্মুখ দিয়েই সব বিশ্বেশ্বর দর্শনে যায়, আর তো তাদের বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাবার পথ নাই।

সনন্দন। ভাই, আমার সামান্য দৃষ্টি, মহাপুরুষেরা যদিচ আমাদের হিতার্থে আমাদের নিকট সর্ব্বদা আগমন করেন, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা বুঝতে পারি না। চল না—শোনা যাক—কিরূপ পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত হয়।

শান্তি। আর কি শুনবে, দু'কথায় গুরুদেব ধ বাঁকিয়ে দেবেন।

সনন্দন। না ভাই, আমি বড়ই উৎসুক হচ্ছি।

পদ্মপাদ। আরে যেও এখন—শোনই না,—কি বুজরুকিটে করলে, বল তো? নদীর জলে পদ্ম ফোটালে কি ক'রে?

সনন্দন। ভাই, আমি কিছুই জানি নে। গুরুদেব আজ্ঞা করলেন, আমি চ'লে এলেম।

[সনন্দনের প্রস্থান।

পদ্মপাদ। দ্যা দেখ—বুঝেছ—বললে না; গুরুদেব

ঝিরিঝিরি ওকে ভোজবিদ্যা দেন। আমি তাই তো ভাবি, এত গুরুভক্তি কিসের? অষ্টপ্রহর গুরুসেবায় থাকেন, ওর অর্থ আছে—অর্থ আছে।

শান্তি। না ভাই, পদ্মপাদ গুরুভক্ত মহাপুরুষ, ওর শ্রদ্ধায় নদীবক্ষে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়েছে।

গণ। ইস্, ইস্—তুমি যে একেবারে ভাবে গদগদ হয়ে গেলে। আজ থেকে উনি পদ্মপাদ হলেন না কি? পদ্মপাদ কারে বলে জানো? এক নারায়ণই পদ্মপাদ, আর পদ্মপাদ কে?

শান্তি। কেন, তুমিও ত তখন পদ্মপাদের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করলে?

গণ। আবার পদ্মপাদ—কানে যেন খোঁচার মত বাজে। এতে নারায়ণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ হয়—জানো? সে কথা যাক্—এই যে, এত দিন পাঠ নিচ্চি, কিছু বুঝতে-সুঝতে পাচ্চ? আমি তো ভাই, কিছুই বুঝতে পারি নাই। উনি আজ এক কথা বল্লেন, কাল এক কথা বলেন। আমার এখানে পোষাবে না। স্পষ্ট কথা বল্‌চি, অন্য একটা অধ্যাপক দেখে নেবো।

শান্তি। ছিঃ ছিঃ—কি বলছ—এতে যে অপরাধী হবে। এঁর চরণাশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে কোথায় যাবে?

গণ। ভাই, আমার স্পষ্ট কথা,—ভেবেছিলুম, দু' একটা বিদ্যালাভ করবো। শুনেছিলাম, এঁর কথায় কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে লক্ষ্মী অচলা হয়েছেন, নদীর গতি এঁর আজ্ঞায় পরিবর্ত্তিত হয়েছে, নর্ম্মদা সলিল কমণ্ডলুস্থ করেছেন,—তাই লোভে লোভে এসে পড়েছিলুম; তা কৈ, একটাও তো বিদ্যে দিলেন না। দুটো একটা যদি ঔষধপত্র শেখাতেন, তা হলেও না হোক্, একরকম ক'রে-কর্ম্মে খেতেম। বিফল পরিশ্রম করলেম।

শান্তি। কি হে—তুমি কি আমার পরীক্ষা কচ্চ? ব্রহ্মবিদ্যালাভের প্রয়াস না ক'রে সামান্য চিকিৎসা-বিদ্যার প্রয়াসী? ক্ষুদ্র ভোজবিদ্যা শিক্ষা করা তোমার ইচ্ছা?

গণ। ভোজবিদ্যাটা ক্ষুদ্র হ'ল বুঝি? ওই সনন্দন একটা বিদ্যের চোটে ওর কাজ গুছিয়ে নিলে; পদ্মপাদ নাম রাখিয়ে নিয়েছে। [illegible] রাবে—ওর সম্মান কত? আর ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা কচ্চ, সে আর আমায় দাদাঠাকুর কি—তা বলো না? "তত্ত্বমসি"—"সোঽহম্"—পাঠ নিতে গেলে, এই নিয়ে লাঠালাঠি হানাহানি। ওই সব আসছে, আশ্রমে ছিল, আবার এখানে এসে কিচিমিচি বাধাবে, আমি চল্লুম।

[গণপতির প্রস্থান।

(শঙ্করাচার্য্য, ব্যাস ও সনন্দনের পুনঃ প্রবেশ)

ব্যাস। ভাল ভাল, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা সমাপ্তে আবার আমাদের তর্ক হবে। তুমি সুপণ্ডিত বটে, তোমার তর্কশক্তি অতি প্রখর। আমি তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার সহিত তর্ক ক'রে পরম আনন্দলাভ হয়েছে; এইবার দেখবো—তুমি কিরূপ উত্তর প্রদান করো।

শঙ্কর। প্রভু, আপনি আনন্দলাভ করেছেন, এ অপেক্ষা দাসের ভাগ্য-প্রসন্নতার অধিক পরিচয় আর নাই। আমার ভাষ্যে যদি দোষ থাকে, আপনার দ্বারাই সে দোষ সংশোধিত হবার সম্ভাবনা।

ব্যাস। হাঁ হাঁ, তুমি খুব সাবধানী তার্কিক, এইবার তর্কে তোমার সতর্কতা বুঝবো।

সনন্দন। আপনাদের শ্রীচরণে প্রণাম পূর্ব্বক দাসের নিবেদন, হরিহরের বাদানুবাদ তো কোটিকল্পে অবসান হবে না। গুরুদেব, যদিচ আমি অজ্ঞান, আপনার কৃপায় আমি যেরূপ দৃষ্টিলাভ করেছি, তাতে আমার অনুমান—ইনি স্বয়ং ব্যাসদেব—সাক্ষাৎ নারায়ণ আর শঙ্করাচার্য্য—সাক্ষাৎ শঙ্কর। "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্", আমি উভয়ের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি। আপনাদের উভয়ের বিবাদ, এ স্থলে আমাদের কি কর্ত্তব্য, আজ্ঞা করুন।

শঙ্কর। বৎস পদ্মপাদ, তুমিই ধন্য! আমি অজ্ঞ, বুঝতে পারি নাই, ইনি ব্যাসজী স্বয়ং নারায়ণ নিশ্চয়। হে লোকপালক, হে বিধি কর্ত্তা নারায়ণ, আপনি ঋষিরূপ ধারণ ক'রে অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন করেছেন, বেদবিভাগ করেছেন, ভারতসাগর নির্ম্মাণ করেছেন, [illegible] আপনার

…দের ভাষ্য করতে আমি সাহসী হই।
…গুণে দাসের প্রতি কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক
আমার ভাষ্যের সংস্কার করুন।

ব্যাস। ভাষ্যের সংবাদ তব পাই শিবের নিকটে,
সূক্ষ্ম ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য অন্যে অসম্ভব,
তোমাতেই সম্ভব কেবল।
বেদমর্ম্ম প্রচারার্থে তব আগমন
অভিলাষ পূর্ণ বৎস হইয়াছে মম,
সূক্ষ্ম সূত্রের ভাষ্য করেছ রচনা।

শঙ্কর। প্রভু,
কার্য্য যদি পূর্ণ মম দয়াগুণে,
পরমায়ু অবসান হয়েছে নিশ্চয়।
কৃপায় করুন সাক্ষী অপেক্ষা ত্যজিয়ে,
জাহ্নবী-সলিলে আমি করি তনু ত্যাগ।

ব্যাস। অষ্টবর্ষ পরমায়ু করিয়ে গ্রহণ
এসেছিলে ধরাতলে,
অষ্টবর্ষ বৃদ্ধি আয়ু সন্ন্যাস-গ্রহণে—
ষোড়শ বৎসর পূর্ণ জীবন তোমার,
হয় নাই কার্য্য অবসান।
মায়া-আবরণ করি উন্মোচন—
দেবলীলা কর দরশন,
কেবা তুমি, এসেছ কি কাজে,
সর্ব্বাগ্রে তোমায় কে বলে দেবগণ।
শিষ্যত্ব গ্রহণ তব প্রেরণা সবার,
কলিতে হবে সবে সহায় তোমার।
হের দেখ দেবে—
বৌদ্ধগণ বিনাশ কারণ,
…কবিতে প্রচার,
কার্ত্তিকেয় অবতার শঙ্কর-আদেশে,
বিখ্যাত ধর্ম্মজগতে কুমারিল নামে।
যবে তুমি দেবে দরশন,
করিবেন কলেবর স্বধামে গমন,
শক্তিদেব রয়েছেন তব প্রতীক্ষায়।
স্বয়ং ব্রহ্মা মিশ্র তাঁর …,
কর্ম্মশ্রেণীমাঝে শ্রেষ্ঠ আচার্য্য প্রধান,
গার্হস্থ্যের প্রবর্ত্তক—
নিবৃত্তিতে অনাদর তাঁর।
পরাজয় করি তাঁর,
শুদ্ধ সত্ত্ব 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান করি দান,
জ্ঞানকাণ্ড মাহাত্ম্য প্রকাশ' যতীশ্বর!
জ্ঞানলাভে কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয় কেবল,
মুক্তিপ্রদ কর্ম্ম কভু নহে,
করহ প্রমাণ—
শিষ্যে করি 'তত্ত্বমসি' দিব্যজ্ঞান দান।
নারীরূপে সরস্বতী গৃহিণী তাঁহার,
মর্ত্ত্যধামে বদ্ধ দেবী তব প্রতীক্ষায়।
আয়ুবৃদ্ধি মম বরে হউক তোমার,
ষোড়শ বৎসর রহ অধিক সংসারে।
নাস্তিকতা পুণ্যভূমে হোক বিদূরিত,
…বেদব্যাখ্যা হোক নাশ,
দুর্নীতি দমন, পাপাচার-নিবারণ
হ'ক বৎস প্রভাবে তোমার;
জ্ঞান-সূর্য্য হোক প্রকটিত,
ভারত উজ্জ্বল হোক গৌরব-প্রভায়।

শঙ্কর। প্রভু, বর প্রদান করুন, আপনার শক্তি… আমার ভাষ্য যেন লোকসমীপে গৃহীত হয়।

ব্যাস। তথাস্তু।

(অন্তর্দ্ধান

শঙ্কর। কৃতার্থোঽহম্—কৃতার্থোঽহম্!—(শিষ্যগণে… প্রতি) বৎস, তোমরা প্রস্তুত হও, অদ্যই আম… প্রয়াগধাম যাত্রা করবো।

শান্ত। প্রভুর যেরূপ আজ্ঞা।

সনন্দন। যদি অনুমতি হয়, একবার নগর-প্রান্ত… দর্শন করি। অতি মনোহর স্থান, যে… তপোবন।

শঙ্কর। বৎস, ওরূপ কৃত্রিম তপোবন এক্ষণে ভারত… মধ্যে অসংখ্য, এই সকল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদিগে… আবাস। ব্যভিচার, অনাচারের বিলাসভূমি… তুমি অগ্রসর হও, আমরা ঐ পথেই গম… করবো।

সনন্দন। প্রভু, যদি ঐরূপ কুৎসিত স্থান, ত… আমাকে একক অগ্রসর হ'তে আজ্ঞা কচ্ছে… কেন?

শঙ্কর। বৎস, কি বিরাট্ অত্যাচার-দমনে… নিমিত্ত দেবদেব আমাদের উপর ভারার্প… করেছেন, তা একাকী গমনে তুমি প্রত্য… করবে। আমি সত্বরে তোমার পশ্চাৎ যা… চ্ছি।

[সনন্দনের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

প্রচ্ছন্ন পীঠাশ্রম।*

বৃদ্ধ বৌদ্ধ-কাপালিক ও শিষ্যগণ।

শিষ্য। আপনার কি অদ্ভুত ক্ষমতা! এ কুমারী যে আপনার করগত হবে, তা আমরা স্বপ্নেও বিবেচনা করি নাই। আর সর্ব্বোপায়ে, আপনি সকলই বা কিরূপে করলেন?

কাপা। বাপু, অন্তরে—অন্তরে, ক্রমে ঐ সকল শক্তি তোমাদেরও আমি প্রদান করবো। তোমরাও কত শত রমণী লীলায় বশীভূত করতে পারবে।

শিষ্য। অদ্য জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, যদি আজ্ঞা দেন, ফুলশয্যা প্রস্তুত আছে, কুমারীকে লয়ে প্রভু আজই বিহার করুন।

কাপা। আমার অশীতিবৎসর বয়ঃক্রম অতীত হয়েছে। যেই সকল বালকের হৃৎপিণ্ডে যে সমস্ত সুরা প্রস্তুত হয়েছে, সে সুরা উপর্য্যুপরি একপক্ষ পান ক'রেও আমি প্রকৃত যৌবন লাভ করতে পারি নাই। আজ যে সমস্ত শিশু তাদের মাতার সহিত আনীত হয়েছে, তাদের বক্ষের উষ্ণ শোণিতে সুরা প্রস্তুত ক'রে পান করি, দেখি—যদি সবল হই।

শিষ্য। কেন প্রভু, চণ্ডালের হৃৎপিণ্ডে যে নূতন সুরা প্রস্তুত করেছিলেন, তার তো আশ্চর্য্য শক্তি আস্বাদ করেছেন। অদ্য সেই সুরা পান করুন, আমরা আপনার প্রসাদভোজী, কুমারীর আলিঙ্গনতৃষা দিন দিন বড়ই প্রবল হয়েছে।

কাপা। কুমারীকে আজও আমাদের কার্য্যতৎপরতা করা হয় নাই। যদি তোমরা নিতান্ত ব্যগ্র হয়ে থাক, দেখি সুরা ও সঙ্গীতপ্রভাবে আমার আলিঙ্গনে কুমারী সম্মতা হয় কি না। নর্ত্তক-নর্ত্তকী ও উদ্দীপক সুরা লয়ে এসো, আর কুমারীকেও আনয়ন করতে বল।

শিষ্য। প্রভু, আমরা সকল [illegible] করেছি, কেবল আপনার আজ্ঞা অপেক্ষা।

(বাঁশরীর দ্বারা সঙ্কেতকরণ)

(দুই জন স্ত্রীলোকের এক কুমারীকে লইয়া প্রবেশ)

[নর্ত্তক ও নর্ত্তকীগণের সুরাপাত্র হস্তে আগমন]

১মা স্ত্রী। (কুমারীর প্রতি) বসো, এইখা বসো, এখনই দেবী-শরীর লাভ করবে। তোমার প্রতি প্রভুর বড় কৃপা, সেই জন্য তোমায় প্রধান সঙ্গিনী করবেন।

কুমারী। কি বলছ? আমি ইষ্টদর্শনের নিমিত্ত এসেছি। আজ পূর্ণিমা, আজ ইষ্টদর্শন করাবেন—যোগিবাক্য আমার নিকট প্রতিশ্রুত। সঙ্গিনী করবেন, এরূপ অনুচিত কথা কি জন্য বলছ? আমি চিরকুমারী-ব্রত অবলম্বন করেছি, ইষ্টধ্যানে চিরজীবন অতিবাহিত করবো।

২য়া স্ত্রী। বালিকা! পূজার বিধি জানে না, দেহ দানে যেমন পূজা হয়, সেরূপ কি অপর পূজা হ'তে পারে? ইনি তোমার ইষ্ট, এখনই বুঝবে যে, ইনি মনুষ্য নন, নররূপী দেবতা, চরণামৃত পান কর।

কুমারী। না, আমি ইষ্টদর্শন ব্যতীত চরণামৃত পান করবো না।

কাপা। ব্যস্ত হয়ো না, আমার প্রসাদ পান কর।

(নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণের নৃত্যগীত)

ফুলকাননে—

চোখে চোখে মুখে মুখে থাকি দু'জনে।
ধরি আদর ক'রে, কত রাখি আদরে,
তারই সোহাগে মাতি হৃদয়বাগে—
কত আশ-পিয়াস জাগে;
দোঁহে দোঁহা চাহি কত সাধ মনে।
রসরঙ্গ তরঙ্গিত তারই সনে।

কাপালিক। (কুমারীর প্রতি) প্রসাদ পান কর।

কুমারী। এ কি কুৎসিত সঙ্গীত! এ কি কুৎসিত নৃত্য! আমি এ কোন স্থানে এসেছি?

শিষ্য। (জনান্তিকে) প্রভু, সহজে হবে না, সহজে হবে না। বিভীষিকা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

কাপা। মাতার সহিত সমস্ত বালককে নিয়ে এসো, মাতৃহস্তে বালকের বক্ষঃশোণিতে সুরা

---

* ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময় এইরূপ কুৎসিত-প্রকৃতি অনেক কপটাচারী বৌদ্ধ ভারতের নানাস্থানে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করিয়া জগতের অকল্যাণকর সাধনায় নিযুক্ত থাকিত।

মহাপুরুষ এই শোণিতের ফোঁটা ললাটে [illegible] পূর্ণ হবে। আর সেই চণ্ডাল-[illegible] এনে সম্মুখে বধ করো।

[জনৈক শিষ্যের [illegible]।

(নৃত্য গীত চলিতেছে, এমন সময়ে মাতার সহিত বদ্ধশিশু ও চণ্ডাল-বালককে লইয়া শিষ্যের পুনঃ প্রবেশ)

[illegible]। নাও, চরণামৃত পান করো।

(বদ্ধশিশু-মাতাকে চরণামৃত [illegible])

তোমার সন্তান রক্ষা হবে না, সেই [illegible] প্রভু তোমার প্রতি কৃপা ক'রে এই [illegible] সন্তান বলি গ্রহণ করবেন। এই [illegible] শোণিতে তোমার [illegible] প্রায় [illegible] এই দণ্ডেই উদ্ধার হবে, সে [illegible] কোন কালে ক্ষয় নাই। নাও, এই ছুরি [illegible] দ্বারা তুই শিশুর বক্ষ বিদীর্ণ করো। (চণ্ডালের প্রতি) এই নে, ছুরি নে [illegible] সম্মুখে [illegible] রক্ত [illegible] —চণ্ডালের বুকে [illegible] [illegible] [illegible]।

চণ্ডাল। [illegible], আমায় ছেড়ে দাও, আমি বুকে ছুরি মারতে পারবো না।

শিষ্য। [illegible] বধ করবো।

কাপা। [illegible], [illegible] কার্য্য সমাধা হোক্।

শিষ্য। (বদ্ধ শিশুমাতার প্রতি) নাও মা, সন্তান বলি [illegible]।

কাপা। যুবতীকে [illegible] আমার কোলে [illegible] করো, [illegible] হবে।

কুমারী। কি [illegible]! এ যে [illegible] ব্যভিচারী কাপালিক!

শিষ্য। (বদ্ধ শিশু-মাতার প্রতি) নে—বলি দে।

মাতা। না বাবা, আমার সন্তান না বাঁচে না বাঁচুক, আমি সন্তান বলি দিতে পারবো না।

চণ্ডাল। ও বাবা! মেরো না—মেরো না—

কুমারী। (আকর্ষিতা হইয়া) [illegible], আমায় স্পর্শ করিস্ নে—

কাপা। [illegible], [illegible]—[illegible]।

কুমারী। মহাদেব—মহাদেব, রক্ষা কর—

(বেগে সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। ভয় নাই—ভয় নাই। (কাপালিকের প্রতি) আর ভয়াচার কাপালিক—

কাপা। [illegible] ও? সন্ন্যাসী!—তোমার মস্তকের প্রয়োজন। (শিষ্যগণের প্রতি) বন্ধন ক'রে বধ করো।

সনন্দন। আমায় বধ করতে চাও করো, এদের পরিত্রাণ দাও।

(সকলের উচ্চ হাস্যকরণ)

কাপা। [illegible] ক'রে আগে সন্ন্যাসীকে বধ কর।

(শিষ্যগণসহ শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। সন্ন্যাসীকে বধ করা [illegible] সহজসাধ্য নয় [illegible]। ([illegible] হইতে জল নিক্ষেপ-পূর্ব্বক) [illegible] [illegible] হও।

(কাপালিক ও তৎশিষ্যগণের জড়বৎ প্রাপ্ত হওন)

(সৈন্যসহ সুধন্বা রাজ সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি। এই যে, মহারাজ! আমরা মহারাজ [illegible] [illegible], [illegible] বহির্গত হয়ে [illegible] আপনার [illegible]।

শঙ্কর। বীরবর, মহাদেবই আমার রক্ষাকর্ত্রী। মহারাজকে আমার আশীর্ব্বাদ প্রদান করবে, আর আমার অনুরোধ জ্ঞাপন করবে যে, এই ব্যভিচারীদিগকে যেন ভারতবর্ষ হ'তে বহিষ্কৃত করেন। এদের বন্দী ক'রে লয়ে যাও।

(রাজসৈন্যগণ কর্ত্তৃক কাপালিক ও তৎশিষ্যগণকে বন্ধনকরণ)

(বদ্ধ শিশু-মাতার প্রতি) মা, তোমার পুত্রদ্বয় শঙ্করের পরমায়ু লাভ করবে। (কুমারীর প্রতি) কুমারী জননি, অচিরে তোমার ইষ্টদর্শন হবে। (চণ্ডালের প্রতি) যুবক, তুমি কায়মনে ব্রাহ্মণসেবায় রত হও, তোমার চণ্ডালত্ব দূর হবে যোগি-গৃহে জন্ম হবে।

সকলে। জয় যতীশ্বর শঙ্করাচার্য্যের জয়!

শঙ্কর। সেনাপতি, এদের নিজ নিজ স্থানে লয়ে যাও।

[সশিষ্য শঙ্করাচার্য্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বৎস, স্বচক্ষে অবলোকন করলে, কিরূপ অত্যাচার! পণ্ডিত কুমারিলভট্ট বৌদ্ধগণের

সম্পূর্ণ বিনাশসাধন করতে পারেন নাই। অনেকেই কৃত্রিম তপোবন নির্ম্মাণ ক'রে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান কচ্চে। এদের প্রক্রিয়া দ্বারা দানবীর শক্তিলাভ হয়, সেই জন্য অনেক ভ্রান্ত জীব এই দুরাচারদিগের অনুগামী। এই দুরাচার-দমনভার মহাদেব তোমাদের উপর স্থাপন করেছেন। তোমরা সকলে মহাবাক্য গ্রহণ করো, বলো, শিবোঽহং—শিবোঽহম্।

(সকলের গীত)

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদি নাহং,
ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা ন চ ঘ্রাণনেত্রম্।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
অহং প্রাণসংজ্ঞো নচ পঞ্চ বায়ু-
র্ন বা সপ্তধাতু র্ন বা পঞ্চকোষাঃ।
ন বাক্যানি পাদো ন চোপস্থপায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা,
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ,
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ,
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো,
বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতি-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কুমারিলভট্টের আশ্রম

তুষানলে তনুত্যাগাভিলাষী তুষরাশোপরি উপবিষ্ট
কুমারিলভট্ট, সম্মুখে প্রভাকর
প্রভৃতি শিষ্যগণ।

কুমারিল। যাই বৎস, তোমা সবে করিল কল্যাণ।
পূর্ব্বকৃত মহাপাপ-প্রায়শ্চিত্ত কারণ,
তুষানলে দেহত্যাগ বিধান কেবল।
শোক পরিহর, কর্ত্তব্যে না হও পরাঙ্মুখ।
প্রভাকর। প্রভু, অকৃতী এ অভাজনগণে,
বঞ্চনা করিছ কি কারণে!—
পাপ কি পরশে কভু এ দেব-শরীরে?
তবে কেন সঙ্কল্প দারুণ—
তুষানলে তনু সমর্পণ?
হেন কঠিন ব্রত কোন্ প্রয়োজনে?
সংসার আঁধার হবে তব অদর্শনে।
প্রভু, তব আজীবন কঠোর সাধনে
কর্ম্মকাণ্ড বেদের হয়েছে প্রবর্ত্তিত;
যোগ্যব্রত সংস্থাপিত পুনশ্চ তাহাতে।
বিহনে তোমার—
কর্ম্মকাণ্ড লুপ্ত দেব, হবে পুনর্ব্বার।
শিষ্য প্রতি তব স্নেহ জননীর প্রায়,
পুত্রগণ-মুখপানে চাহ করুণায়,
ক্ষান্ত হও মহাত্মন্, পুত্রের মায়ায়!
কুমারিল। চিন্তা দূর কর বৎসগণ!
ছিল যেবা প্রয়োজন শরীরধারণে,
সে কার্য্য হয়েছে সমাধান।
যন্ত্রমাত্র জেনো এ শরীর;
কার্য্য অবসানে কিবা যন্ত্রের আদর?
কর্ম্মকাণ্ড বিলুপ্ত না হবে কদাচন।
বেদবিধি উদ্ধার কারণ, হইয়াছে মহান্ উদয়,
বালসূর্য্য প্রায় তাঁর কিরণমণ্ডল
দশদিক্ প্রকাশিছে;
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-জ্যোতি সবে বিকশিবে,
ভ্রান্তি-তম কোথাও না রবে—
ভারতে হইবে পুনঃ উচ্চ বেদধ্বনি।
প্রভাকর। প্রভু, কেন হেন ছলনা এ দীনগণে?
নির্ম্মল শরীরে দেব, প্রায়শ্চিত্ত কিবা।

কুমারিল। জানো না জানো না বৎস,
পাপের প্রভাব!
একমাত্র নিরঞ্জন নির্গুণ কেবল,
সকল সকলি আর এ তিন ভুবনে,
কেবল আপাপবিদ্ধ বিভু সনাতন।
শুন বৎস, যৌবন যখন,
বৌদ্ধদলে করিতে ছলনা,
করিলাম শিষ্যত্ব স্বীকার।
শিষ্যত্ব না করিলে গ্রহণ
গুরু বৌদ্ধ-তত্ত্ব নাহি কয় কদাচ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সাধিয়াছি বৌদ্ধের সংহার।

২য় শিষ্য। [illegible] বৌদ্ধগণে
পাপস্পর্শ হইল কেমনে?

কুমারিল। [illegible]
এক বর্ণ শিক্ষা যার নিকট করিবে,
[illegible] সেই শাস্ত্রের [illegible]।
বৌদ্ধগণে [illegible] পাপ!
[illegible]
[illegible] করিতে [illegible],
[illegible] বৌদ্ধগণ [illegible],
[illegible] বৌদ্ধ [illegible] রাজার [illegible],
[illegible] বৌদ্ধ মম প্রাণ [illegible],
[illegible] করিলাম [illegible]
[illegible]
বেদ যদি সত্য হয়, তবে [illegible]।
[illegible]
কিন্তু সংশয়াত্মক বাক্য করি উচ্চারণ,
"বেদ যদি সত্য হয়"—হেন দ্বিধা ভাবে
পাপস্পর্শে হইলাম কলঙ্কহীন।
"যদি" বাক্য উচ্চারণে সংশয় বুঝায়,
সে মহাপাতকী, যার বেদেতে সংশয়।
[illegible] কর শেষ [illegible] গ্রহণ,—
সংশয় [illegible] হেন বাক্য কভু—
বেদেতে সংশয় [illegible] না [illegible]।
[illegible],
[illegible]

প্রভাকর। প্রভু, মার্জনা করুন, সন্তানগণকে [illegible]
কঠোর আজ্ঞা প্রদান করবেন না!

কুমারিল। দেখ বৎস, পাপ-তাপ তীব্র কি প্রকার।
পাপানল সেই দহে দেখহ আমায়।

(অকস্মাৎ কুমারিল ভট্টের দেহে অগ্নি উদ্দীপ্ত হওন)

শিষ্যগণ। প্রভু কি করলেন—হায় হায়, কি হলো!

কুমারিল। রোদন সংবরণ করো, আমার ধৈর্যচ্যুতি
ক'রো না। প্রভু, কোথায় তুমি! এখনো তো
দর্শন দিলে না? এখনি তো দেহ-নাশ [illegible],
আর কিরূপে তোমায় দর্শন করবো! কই প্রভু—
এখনো তো দয়া হলো না! ঐ যে, ঐ যে
দয়াময়, কৃপা ক'রে উদয় হয়েছেন।

(শিষ্যগণের শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। [illegible]

কুমারিল। প্রভু, আজ্ঞা করুন, অনলে দেহ আহুতি
[illegible] তোমায় দর্শন
ক'রে [illegible]।

শঙ্কর। [illegible]
[illegible]
[illegible],
[illegible]!
[illegible]
'[illegible]' বাক্যে তাপ [illegible]।
[illegible],
[illegible] পাপচয়!
[illegible] পাপ না রহিবে আর।
হে ধীমান্ [illegible]।

কুমারিল। মহাভাগ, অবধান [illegible],
তবে আর পঞ্চভূত-নির্মিত [illegible]
[illegible], কোন্ প্রয়োজনে?
মায়াধীশ তুমি প্রভু তব যোগীশ্বর,
মায়ার প্রভাব কি প্রকার
দেখ [illegible] মানব-শরীরে।
মহামায়া [illegible], [illegible],
মুক্ত কর দারুণ বন্ধনে।
তাই নিজ বলে, করিয়াছি আদেশ সাধন
পড়িতে পবন সেই আজ্ঞা দেহ দাসে।
অভ্যুদয় তব [illegible] করিতে প্রচার;
[illegible]

তাহে নাহি হবে কভু মোদের প্রয়োজন ;
মণ্ডন নামেতে সুধী মিশ্রকুলোদ্ভব,
কর্ম্মকাণ্ড অধ্যয়ন করি মম স্থানে,
কর্ম্মশ্রেণী-মাঝে সেই আচার্য্য প্রধান,
গার্হস্থ্যের প্রবর্ত্তক, নিবৃত্তিতে অনাদর তার।
পরাজয় কর প্রভু তায়
গুরুতত্ত্ব 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান করি দান,
জ্ঞানকাণ্ড-মাহাত্ম্য প্রকাশ' যতীশ্বর !
জ্ঞানলাভে কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয় কেবল ;
মুক্তিপ্রদ কর্ম্ম কভু নহে,
করহ প্রমাণ—
মিশ্রে করি 'তত্ত্বমসি' দিব্যজ্ঞান দান।

শঙ্কর। কহ বীর, কোথা সেই মিশ্রের আশ্রম,
কোন্ মহাশয় সেই জন,
কিবা কার্য্য সিদ্ধ হবে পরাজয়ি তাঁরে ?
মম সহ দ্বন্দ্বে বা কি হেতু প্রবেশিবে,
বেদ-দ্বন্দ্বে মধ্যস্থ কে হবে ?
জয় পরাজয় কেবা করিবে নির্ণয় ?

কুমারিল। রেবাতটস্থিত মাহিষ্মতীপুরবাসী ;
পরাজয়ে তাঁর, গুনে তব মহৎকার্য্যোদ্ধার,
প্রধান অদ্বৈত পন্থা মানিবে সকলে।
শাস্ত্র-দ্বন্দ্ব তব সনে বাধিবে যখন,
মধ্যস্থ স্বীকার ক'রো পত্নীরে তাহার ;
সরস্বতী শাপগ্রস্তা হয়ে ব্রহ্মলোকে
মিশ্র-পত্নীরূপে আছেন ভূতলে ;
মধ্যস্থের পরাজয়ে মানিবে বিশ্বয় ;
লোকশ্রুতি তথা সেই সাধু সদাশয়,
আদরে অদ্বৈত পন্থা করিবে আশ্রয়।
কহি শুন সেথানের আবাস-লক্ষণ,—
তথা বেদমন্ত্রগান করে পক্ষিগণ,
কর্ম্ম হেতু পুনঃ পুনঃ বেদ উচ্চারণে
বেদবাক্য শিখিয়াছে বন্য পক্ষিগণে।
যজ্ঞধূম সতত উত্থিত সেই পুরে,
কার্য্য সিদ্ধ হবে বশে আনি কর্ম্মবীরে।
যাবং এ পাপ তনু ভস্ম নাহি হয়,
কৃপায় এ স্থানে স্থির দেব দয়াময় !

(শিষ্যগণের প্রতি)

শুন মম প্রিয় শিষ্যগণ,
ত্রাণকর্ত্তা হের, কর আশ্রয় গ্রহণ।

শঙ্কর। তথাস্তু, বৎস ! শিবোঽহম্ —
কুমারিল। (শিষ্যগণের প্রতি মহাবাক্য গ্রহণ করো, বলো—শিবোঽহম্ শিবোঽহম্—
সকলে। শিবোঽহম্ শিবোঽহম্।

(সকলের গীত)

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং ইত্যাদি।

তৃতীয় অঙ্ক

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বনপথ।

উভয় পার্শ্বে তাল, নারিকেল ও খর্জ্জুরবৃক্ষশ্রেণী।

(কাস্তেহস্তে জনৈক শিউলীর প্রবেশ)

শিউলী। (একটি তরুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া) এইবার তোকে দেখছি, তুই খুব সেয়ানা, আবার খুব পাতা ছেড়েছিস্। আয়, মাথা নামা। (তরুর মস্তক অবনতকরণ ও শিউলীর পাতা কর্ত্তন) কেমন, আবার পাতা ছাড়বে ? এই কাস্তান আমার কাছেই রইলো, যা—খাড়া হোস্।

(মস্তকত্যাগ ও তরুর পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তি)

পাতা কটা গুছিয়ে নিই, মাগী রাঁধবে।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য বিদ্যা, এঁর নিকট বিদ্যা গ্রহণ করি। (প্রকাশ্যে) প্রভু, অকিঞ্চনের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করুন।

শিউলী। আরে কে রে ? তুই কাকে বল্‌ছিস্ ? এই দড়াগাছটা দেখে বুঝি বামুন ঠাওরালি ? তোদের গাঁয়ে বুঝি বামন নাই, পৈতে চিনিস্ নি ? তোদের গাঁ-খানি তো বেশ, বামুনের দৌরাত্ম্যি নাই ! আমাদের এখানে বামুনে হাড় জ্বালিয়ে খায়, আর যেগুলো জটা রাখে —সেগুলো ডাকাত। ছোটলোকের ঘরে বউ-ঝি থা'র জো নেই—বউ-ঝি বা'র করে। তোদের গাঁখানি বেশ, বামন নেই, শুনেছিস।

শঙ্কর। প্রভু, আমার প্রতি কৃপা করুন।

শিউলী। আ মোল যা, আমি বলছি—আমি বামুন নই বামুন দেখবি তো,—দেখাই গে। তোর কাঁথাকে কাঁথা কেড়ে নিবে। আমি তাই ভয়ে বামুনের ছাই মাড়াই নি। আর যদি জোয়ান বউ-ঝি দেখেছে তো অমনি নোলা সক্সকিয়েছে। বউ-ঝিরা রাত ক'রে সব জলকে যায়, নইলে টেনে নিয়ে চ'মো। মদ খাওয়ালে, জবা ফুল পরালে, এই এমন বাধায়ের বাবারে এই বামুনগুলো। * [বুঝলি—জাত জন্ম আর রাখে নি।

শঙ্কর। আপনার বিদ্যা আমায় দান করুন।

শিউলী। আরে ওই—এ কোন্ গাঁয়ের ছোঁড়া। আমার সাত পুরুষে লাগাপড়া করে নি। যদি বিদ্যে চাস, একটা বামুন দেখে ধরগা যা, তবে জল ছুঁইয়ে দিবে, কাঠ কাটিয়ে নিবে। আর দেখ, তোর বাড়ীতে যদি তোর বুন-টুন থাকে, কোলে নিয়ে—দেখাস নি, জবার মালা গলায় দিয়ে নিয়ে যাবে। এই তো তোকে বলছু, বামুন দেখেছি কি বউ-ঝি সরিয়েছি। আর আমরা তো সব পালাছি, চাঁড়ালগুলোর বউয়ের জাত থাকবে, মদ খেলেটা হটো পিঁড়ের মাঝে মেয়ে ফেলে যাবে, আঁকিয়ে তার উপর ব'সে মদ খাবে, বলবে পদ্মে ব'সে মধু খাচ্ছে।] * কিচ বেটারা কেলে কেলে জোয়ান, আর জোয়ান চাঁড়াল পাত ছিঁড়ে দেখেছে কি ঠেঙ্গিয়ে মেরেছে।

শঙ্কর। শিব—শিব—শিব! কি কদাচার! দেব, শক্তি প্রদান করুন, এই কদাচার দমন করি। দেবদ্বেষী লোক, মানব-অহিতকর কুৎসিত শক্তি-অর্জ্জনের জন্য এইরূপ কুৎসিত আচারে প্রবৃত্ত হয়।

শিউলী। তুই কি চাঁড়াল? তো স'রে যা। জোয়ান চাঁড়াল মেরে হাড় নেড়ে নিয়ে মালা গাঁথায়, আবার মদে বুড়িয়ে রাখে।

শঙ্কর। প্রভু, দয়া করুন, আমি আপনার শরণাগত।

শিউলী। তুই মদ-টদ খাস্ না কি? তা আয়—তোরে ঠোঙ্গা ক'রে ঢেলে দেবো। আর মন্ত্রই হচ্ছে, ছাগরাম খেতে দিস্ তো খেয়ে নিবি।

শঙ্কর। প্রভু, আমি এ সকল প্রার্থী নই।

শিউলী। তুই কি শিউলীর ছা? আমার কাছে খানা নিবি?

শঙ্কর। না, আপনি যে মন্ত্রে বৃক্ষের মস্তক অবনত করলেন, আবার পূর্ব্ববৎ হ'তে আদেশ দিলেন, সেই মন্ত্র প্রদান করুন।

শিউলী। ও! তুই দেখেছিস্ না কি? মাগী বুকতে পারে, ওই ভরে তো রাত ক'রে কামাতে আসি। কেউ যদি দেখে তো বলবে, ভুতুড়ে মন্ত্র শিখেছে। বামুনগুলো ধ'রে নিয়ে গিয়ে বলি দেবে।

শঙ্কর। দিন প্রভু, আমাকে কৃপা ক'রে মন্ত্র দিন।

শিউলী। তুই কি শিউলীর ছা?

শঙ্কর। না বাবা, আপনার দাস—আপনার পুত্র।

শিউলী। ও রে পরাণটা জুড়িয়ে দিলি রে। আমার ঘরে 'বাবো' বলবার ছাওলো, সেটা মরে গিয়েছে। যাঃ, মন্ত্র তোরে শিখুচ্চি, যত দিন এ গাঁয়ে থাকবি, এক একবার আমায় বাবা বলবি, আর তা না বলিস্—মাগীকে এক একবার মা বলিস্। মাগী বাটাটার জন্যে বড় কাঁদে, জানিস্। তোর চাঁদমুখে মা বাক্যি শুনলে তবে মনটা একটু সামাই থাকে। আর, মন্ত্র নিয়া।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মণ্ডন মিশ্রের বাটী।

মণ্ডন মিশ্র ও উভয়ভারতী।

মণ্ডন। নিরক্ষ ক'রে তুলেছে—নিরক্ষ ক'রে তুলেছে। কোথা হ'তে এক সম্প্রদায় শাস্ত্রজ্ঞানহীন পাষণ্ডেরা এসেছে, পরিচয় দে সন্ন্যাসী, মূঢ়েরা অবগত নয় যে, কলিতে সন্ন্যাস নিষেধ।

উভয়। একপ সন্ন্যাসগ্রহণ তো কলিতে বিধি আছে?

মণ্ডন। কে বলে বিধি আছে?—তারা বেদ বোঝে না, সেই জন্য বলে বিধি আছে। আর সন্ন্যাসপন্থা, বিধি থাকলেও সে পন্থা-গ্রহণ কদাপি উচিত নয়। তারা এক প্রকা

বৌদ্ধের ন্যায় নাস্তিক, কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রাহ্মণের প্রতি আস্থাহীন। ঈশ্বর, জ্ঞান, এই সমস্ত অযৌক্তিক কথা সর্ব্বদাই আলোচনা করে। ভগবান্ জৈমিনি মীমাংসা-শাস্ত্রে দৃঢ়রূপে প্রতিপন্ন করেছেন, মন্ত্ররূপ ঈশ্বর ব্যতীত "ঈশ্বরো নাস্তি।"

উভয়। তুমি বুঝি, আজ তর্ক করতে পণ্ডিত পাও নি, তাই আমার সঙ্গে তর্ক করতে এসেছ?

মণ্ডন। এক প্রকার যথার্থই অনুমান করেছ।

উভয়। কেন—এত লোকের সঙ্গে বক্ বক্ ক'রে মন ঠাণ্ডা হ'ল না?

মণ্ডন। আরে নাও, একটা যুক্তি খণ্ডন করবার শক্তি কারো নাই, তাদের সঙ্গে তর্ক ক'রে কি তৃপ্তি হয়?

উভয়। না, আমার মার্জ্জনা করো, আমি তোমার সঙ্গে ব'সে সমস্ত রাত বকাবকি করতে পারব না। কল্য তোমার পিতৃশ্রাদ্ধ, ভোরেই আয়োজন করতে হবে।

মণ্ডন। কি অযৌক্তিক কথা সব বল্লে, শুনে তুমি হাস্য সংবরণ করতে পারবে না। আরে মূর্খ, অযৌক্তিক কথা কি মণ্ডন মিশ্রের সঙ্গে চলে! ঈশ্বর ফলদাতা, এ অযৌক্তিক কথা শিশুকে বোঝা যে না। নিত্য প্রত্যক্ষ দেখে কর্ম্মফল মানে না, একটা ঈশ্বর এনে ফলদাতা উপস্থিত করে। আরে মূর্খ, অগ্নিতে হস্তক্ষেপ করলেই দগ্ধ করবে। কর্ম্মফল প্রত্যক্ষ, যুক্তিসাপেক্ষ নয়। যা প্রত্যক্ষ, তার বৈপরীত্য যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করবার প্রয়াস পায়।

উভয়। একটু স্থির হও ঠাকুর, আমি তো আর তর্ক কচ্ছি না যে, তুমি আমার কাছে হার-মুখ পাচ্ছ।

মণ্ডন। আঃ শোনো না—শোনো না—কথাটাই শোনো না, আমি ভগবান্ জৈমিনি হ'তে শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে একেবারে সকলকে নিরস্ত করলুম।

উভয়। আর বলায় কাজ নাই—থামো।

মণ্ডন। তুমি বড় স্বার্থপর। এই তুমি যখন গণনাদি করো, আমি তোমার আনন্দের নিমিত্ত তোমার নিকট গিয়ে জ্যোতিষ আলোচনা করি। আর আমি আমোদ ক'রে বলতে এসেছি, তুমি আমার তর্কের কথা শোনো না। আজ হতে আমার ভক্তিতে তোমার জ্যোতিষ শুনবো না, বীণাবাদন শুনবো না, তোমার অঙ্কবিচারও দেখবো না। হ্যাঁ, আমি এমন মিশ্র নই, আমার এক কথা, তখন বুঝবে। হ্যাঁ—আমোদ ক'রে বলতে এসেছি, উনি শুনবেন না, কেন বল দেখি?

উভয়। তুমি আমার বীণা না শোনো নেই শুনবে, আজ আমি তোমার তর্ক শুনবো না।

মণ্ডন। তবে থাকো, আমার নিদ্রা হরলে, কাল আমি আহার করবো না। কাল পিতৃশ্রাদ্ধ, চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে শয়ন করি।

উভয়। না না, রাগ করো না, জানো যে কি, তুমি অকারণ রাগ করছ, বলো, আমি শুনবো।

মণ্ডন। যাচ্ছি,—যাচ্ছি শোনো না, শোনো না—

উভয়। এসো এসো সব প্রস্তুত, নষ্ট হবে।

মণ্ডন। ঈশ্বর এক মহা বিঘ্ন, ভগবান্ জৈমিনি তাঁদের দৌরাত্ম্যে কেন অস্তিত্ব প্রদান করেন নি, আমি তাই ভাবি।

উভয়। এসো এসো—

মণ্ডন। অতি মূর্খের ন্যায় কথা, কর্ম্মফল প্রত্যক্ষ—

[মণ্ডন মিশ্রের হস্তধারণপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া উভয়ভারতীর প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শিউলী-পল্লীর অপরাংশ।

শিউলিনী উপবিষ্টা ও সম্মুখে তৎপ্রতিবেশিনীগণ।

প্রতিবেশিনী। সর্ব্বনাশী, তুই [illegible] কাঁদবি? আহা! কেনে কি করবি। ঘরকে যা।

শিউলিনী। আমার ঘর আর কোন্খানকে মা আমার ঘর যে আঁধার হয়ে গিয়েছে।

প্রতিবেশিনী। তা মা, সাবধান হয়ে এসো, ইহাদের ব'সে কি করবি? যা, সবাই সেটে আসবে তার খাওয়া-দাওয়া দেখবি নি?

শিউলিনী। আর মা, সে কি মুখে [illegible] আমি যে তার [illegible] জানি নি [illegible]

পায়ে বেঁধে রাখি, আমাকে কাদ্‌তে [illegible] সে ভেউ ভেউ ক'রে কাদে, তাই [illegible] কাদ্‌তে এলু! আমার সে চাঁদা গিয়েছে, আমার পরাণটা এখনো রয়েছে! [illegible] সে পালা [illegible] [illegible] [illegible], আবার লেগে ছজ্জুত কর্‌তো, দড় [illegible] ছাড়তো, হল্‌তো খাল হয় নি, ধুন [illegible], [illegible] কর্‌তো, আমি ভুলিয়ে ভালিয়ে মুখে খাবার দিতুম। এই [illegible] পড়ছে, এই [illegible] [illegible], এই [illegible] [illegible], এই [illegible] [illegible] ঘরকে [illegible]! [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] হয়েছি। আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] সে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" আমার সে চাঁদা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] দিলে! [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভাল পড়ছে, বল্লে—"মা, [illegible] রাখতে [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-টা দে, আমার [illegible] জুড়ুক।" [illegible] [illegible] ঘরকে [illegible] না—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]!

প্রতিবেশিনী। [illegible] [illegible], কেন কি করবি? [illegible] হলো না, [illegible] [illegible] দাঁড়িয়েছে। [illegible] [illegible] [illegible], আমার [illegible] [illegible] জুড়ুক!

শিউলিনী। থাক্ মা বল [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] পারা [illegible]!

(শঙ্করাচার্য্যকে লইয়া শিউলীর প্রবেশ)

শিউলী। ওরে মাগী, দেখ্, দেখ্, [illegible] [illegible] নিয়ে এসেছি দেখ্! [illegible] [illegible] [illegible] দেখ্, দেখে পরাণটা জুড়ুবে!

শিউলিনী। আহা! [illegible] [illegible] [illegible]?

শঙ্কর। মা, আমি [illegible] [illegible]।

শিউলিনী। [illegible] [illegible]! [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], আমি বাম্‌নী, আমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]! আহা, [illegible] বাছা, আমায় মা বলো [illegible]।

শঙ্কর। কেন মা, তুমি আমার মা, তোমায় কেন মা বল্‌বো না?

শিউলিনী। ও যে যাদুমণি—বাছুমণি—বাপ্‌ধন—আমার চাঁদামণি, আয় আয় ঘরকে আয়, আমার আঁধার ঘর আলো কর্‌বি।

শিউলী। মাগী, মাগী,—চাঁদা, চাঁদমুখে আমার [illegible] বলেছে!

শিউলিনী। আয়, চাঁদা আয়, ঘরকে বস্‌বি আয়।

প্রতিবেশিনী। (স্বগত) আহা, কার বাছা রে—আহা, কি চাঁদ পারা ছেলেটি রে; মা বাকিয়ে মাগীর পরাণটা জুড়ুলো!

(শিউলী-বালকগণের প্রবেশ)

১ম বালক। সর্দার মাঝি—সর্দার মাঝি! এ কি নূতন চাঁদা দাদা এসেছে?

শঙ্কর। হাঁ ভাই, আমি [illegible] [illegible] দাদা।

বালকগণ। বাঃ বাঃ, বেশ, নূতন চাঁদা দাদা।

১ম বালক। চাঁদা দাদা, তুমি [illegible]?

শঙ্কর। হাঁ।

২য় বালক। তুমি [illegible]?

শঙ্কর। হাঁ।

৩য় বালক। তুমি মোদের আদর কর্‌বে?

শঙ্কর। তোমরা যে আমার ভাই, আদর কর্‌বো না?

বালকগণ। বাঃ বাঃ বাঃ!

শিউলিনী। আয় আয়, তোরাও তোর চাঁদা দাদার সঙ্গে চল্, আমি [illegible] খাওয়াবো, তোরাও [illegible] [illegible] গান গাবি।

(বালকগণের গীত)

[illegible] [illegible] [illegible]—নূতন চাঁদা দাদা পেয়ে খেল্‌বো।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible]—[illegible]॥
খেল্‌বো ছুটাছুটি, খেল্‌বো [illegible],
খেল্‌বো ঝুমঝাঁপ, খেল্‌বো [illegible],
চাঁদাকে কাঁধে নিব, কাঁধে চাপ্‌বো।
চাঁদা দাদা নিয়ে, গাব আমি নিয়ে,
[illegible] দোলায় ব'সে দুল্‌বো॥

(বালকগণের গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

(জনৈক পণ্ডিতের প্রবেশ)

পণ্ডিত। কোথায় কোথায় নীল জবা, নগুন [illegible] যেমন আছেন—শিউলীপাড়ায় নীল জবা—দুর্লভ পুষ্প তাঁর জন্ত এখানে ফুটে থাকবে! আরে! ওই শিউলী ছোঁড়াগুলো কাকে বেষ্টন ক'রে নৃত্য কচ্ছে? মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিক

বস্ত্র পরিহিত, ঐ তো দেখছি একজন সন্ন্যাসী বালক, বৃহৎটা কি দেখতে হ'লো।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম।

শঙ্করাচার্য্য ও সনন্দন।

সনন্দন। অদ্য মণ্ডনের পিতৃশ্রাদ্ধ, দ্বারবানেরা কদাচ প্রবেশ করতে দেবে না। সন্ন্যাসী মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক নিজের পিণ্ড নিজে দান করে, সে নিমিত্ত গৃহে শব থাকায় যেরূপ কার্য্য পণ্ড হয়, সন্ন্যাসীর আগমন সেইরূপ বিঘ্নকর, গৃহস্থের ধারণা। সেই হেতু পিতৃশ্রাদ্ধে সন্ন্যাসীর দ্বারস্থ হওয়ার প্রতি মণ্ডনের বিশেষ নিষেধ। আর শুনলেম, মণ্ডন মিশ্র উগ্রস্বভাব! আপনার আগমনে কার্য্য পণ্ড হ'লে আপনাকে অপমানিত করতে পারেন।

শঙ্কর। বৎস, মহাদেব মহাদেবী দিয়াছেন ভার,
দেবকার্য্য করিব উদ্ধার,
ইথে বিঘ্ন কদাচ না হবে।
স্নেহময়ী জননী যেমতি
রাখেন সন্তানে বক্ষে করিয়ে ধারণ,
সেইমত জগমাতা এ দীন সন্তানে
মহাশক্তি আবরণে রক্ষেন সতত।
দেবকার্য্যে বিঘ্ন অসম্ভব।
করিয়াছি বিদ্যালাভ গুরুর প্রসাদে,
যেই বিদ্যাবলে
মণ্ডনের গৃহ-পার্শ্বে নারিকেল-তরু
করি মোরে মস্তকে ধারণ
মণ্ডন-প্রাঙ্গণ-মাঝে করিবে স্থাপন।
চিন্তা ত্যাগ কর মতিমান্;
মহামায়া প্রসন্ন সন্তানে,—
পুত্র তার কুত্রাপি না পাবে পরাজয়।
পরম পণ্ডিতগণ হ'লে সম্মুখীন,
বিদ্যা তার মহামায়া করেন হরণ;
সেই হেতু সর্ব্বত্র বিজয়, মম শক্তি-বলে নয়,
অজেয় জগতে আমি মায়ের প্রভাবে।

সনন্দন। বুদ্ধিশক্তিহীন এই দীন দাস তব,
সন্দেহ-বাটিকা সদা আলোড়িত হৃদি।
শাস্ত্র-তর্ক হৈল তব ব্যাসদেব সনে,
তাহে মম জন্মেছে ধারণা,
মীমাংসা সম্ভব নহে তর্ক-বলে কভু।
শাস্ত্রজ্ঞান-লাভে তব কিবা প্রয়োজন?
প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্র ঋষি-বিরচিত,
কিন্তু দর্শন বিরোধী পরস্পর;
এ বিরোধে আকুল অন্তর মম।
যদিও চরণাশ্রিত সন্তান তোমার,
তথাপি সন্দেহ মনে হয় নিরন্তর,
ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন কিরূপে হবে মম,
প্রত্যক্ষ কিরূপে হবে সত্যের দর্শন!

শঙ্কর। বৎস, স্থিরচিত্তে করহ শ্রবণ,
তর্কযুক্তি শক্তিহীন সত্য-নিরূপণে,—
তর্কে তাহা হয় নিরূপিত।
তর্ক-বুদ্ধি-নাশ হেতু তর্ক প্রয়োজন,
শুন বৎস,
যে কারণ হইয়াছে দর্শন রচনা।
মানব-কল্যাণ হেতু মহাঋষিগণ,
যে সময় মানবের অবস্থা যেমন,
করেছেন উপযোগী দর্শন রচনা।
বেদমর্ম্ম বর্জ্জিত কুতর্করত জন—
নিরাশ কারণ, দর্শনের প্রয়োজন।
নির্ম্মল হৃদয়ে হয় সত্যের উদয়,
সত্যমূর্ত্তি নাহি হয় দর্শনে দর্শন।

সনন্দন। মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান দাস অকিঞ্চন,
বিমল অদ্বৈতপন্থা বুঝিতে না পারি,
জ্ঞানদাতা, করো জ্ঞান দান।

শঙ্কর। বৎস! অস্তি, ভাতি, প্রিয়—
এই মহা বাক্যত্রয়ে,—
সমুদয় বেদার্থ স্থাপিত।
বিদ্যমান পরব্রহ্ম, নিত্য সপ্রকাশ,
প্রিয় তিনি,—এই সার জ্ঞান।
এই মহা সত্যের আভাস
যে মুহূর্ত্তে পাইবে হৃদয়ে,
অরুণ-উদয়ে যথা হয় তমোনাশ,
সেইক্ষণে হবে তব সন্দেহ দূরিত।
'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ'
হয় বৎস জ্ঞানের প্রভায়।
অস্তি, ভাতি, প্রিয়—মহা আলোক-প্রভাবে
আলোকিত হয় হৃদিস্থল।

তর্ক-যুক্তি দার্শনিক মীমাংসা হেথায়
স্থান নাহি পায়,
প্রেম জ্ঞানে বহু জ্ঞান-ক্ষয়।

সনন্দন। প্রভু! ব্রহ্ম অস্তি, স্বপ্রকাশ,
প্রিয় বস্তু সেই,—
তিনি আমি দ্বৈত বোধ, অদ্বৈত কিরূপ?
এক জ্ঞান জন্মিবে কেমনে—
তিনি আমি ভেদ বস্তু-জ্ঞানে?

শঙ্কর। ধীরভাবে শুন বৎস, মন সন্নিবেশ,
আত্মা হ'তে প্রিয় আর কি আছে আমার?
পুত্র পরিবার—প্রিয় বস্তু যা আছে সংসারে,
প্রিয় তাহা আমার কারণে।
ব্রহ্মবস্তু প্রিয় মম আত্মার সমান,
জন্মিবে এ জ্ঞান—
আমি তিনি ভেদ নাহি রহে,
প্রিয় জ্ঞানে এক জ্ঞান জন্মে ব্রহ্ম সনে।
এই প্রিয় জ্ঞানে ক্ষুদ্র অহম্ বিনাশ,
ক্ষুদ্রত্ব ত্যজিয়া হয় অসীম অহম্।
ব্রহ্মজ্ঞানে বিলুপ্ত অহম্,
উদয় সোহহং-ভাব অহং বর্জনে!
মনোবৃত্তি অহঙ্কার লয় সমূলে,
আত্মজ্ঞানে অবহান ক্ষুদ্রাহং ক্ষয়ে।
সাধন সাপেক্ষ এই মহা জ্ঞানার্জন,
সাধন নিবৃত্তি,—সেই সন্ন্যাস-গ্রহণ।

সনন্দন। নিবৃত্তি সাধন যদি এই জ্ঞানার্জনে,
তবে কেন আপনি সবে দেন কার্য্যভার?
কি হেতু বা কার্য্যভার করেন গ্রহণ?
মণ্ডনের সনে বাদ কিবা প্রয়োজন?

শঙ্কর। দেহধারী মাত্র বৎস, মায়ার অধীন।
মায়া, কার্য্যে নিয়োগ করিছে নিরন্তর;
সদসৎ কার্য্য বিভেদ
অসৎ কার্য্যে ক্রমে আবরিত,
কার্য্য ক্ষয় হয় সৎ কার্য্য অনুষ্ঠানে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য বিদ্যাদান,
যে কার্য্য-প্রভাবে,
অবিদ্যা বিনাশে হয় মহা বিদ্যালাভ;
শুন সবে ভ্রাতৃবৃন্দ, একত্র বিশ্রাম,
চিন্তা কর দূর—
করিবে মণ্ডন মম শিষ্যত্ব গ্রহণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

পথ।

উগ্রভৈরব ও গণপতি।

গণপতি। দেখ গুরুজি, তোমার জন্যে যে প্রকৃতি দাগিয়ে রেখেছি, যদি তুমি হাত করতে পার।

উগ্র। কোথায়—কোথায়?

গণ। দেখ গুরুজি, দেখলেই তোমার মুণ্ডু ঘুরে যাবে।

উগ্র। বটে বটে—কোথায় বল্ দেখি?

গণ। এই সহরেই বেড়াতে দেখেছি, সে একো ব'লে।

উগ্র। তবে কোন সামান্যা বনিতা

গণ। না গুরুজি—না, পিরীতবাজ—পেশাদার অন্যে এরা। মনের মানুষ পায় না ব'লে কেঁদে বেড়ায়।

উগ্র। তবে যোগাড় করো বাবা, যোগাড় করো।

গণ। যোগাড় কি আমার কর্ম্ম গুরুজি? তা হ'লে তো আমি বাগিয়ে নিতুম। বাগিয়ে তোমায় নিতে হবে।

উগ্র। গায় কিছু আছে টাছে?

গণ। আছে না আছে, কেমন ক'রে জানবো গুরুজি? অষ্টালঙ্কার-ভূষিতা! সে দিন গজ-গমনে আমার সামনে ঝম্-ঝম ক'রে চ'লে গেল, আমি হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে গিয়েছি। (অদূরে মহামায়াকে দেখিয়া) ঐ—ঐ—

উগ্র। আহা হা! দেখ শিষ্য, আমি একটি ফুল প'ড়ে দেবো, তুমি যোগাড় ক'রে ঐ ফুলটি ওর নাকের গোড়ায় ধরতে চাও।

গণ। সে খুব সোজা, এ দিকে খুব মোলায়েম মেয়েমানুষ।

উগ্র। তুই আলাপ করেছিস্ না কি—আলাপ করেছিস্ না কি?

গণ। খুব আলাপী—ভারি মেয়েমানুষ, আমার সঙ্গে যেচে আলাপ করেছে।

(অবিদ্যারূপিণী মহামায়ার প্রবেশ)

মহা। কি রে ছোকরা—কি দেখছ?

[illegible] ঝরঝরে সোনার পায়া রাও।

মহা। উনি তোমার কে? গুরুজী না কি? এগিয়ে আসুন না।

উগ্র। এগিয়েই তো আছি—এগিয়েই তো আছি, এই তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

মহা। আমিও তোমার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি। তোমার মতন লোক পেলে আমি প্রেম ক'রে প্রাণ ঠাণ্ডা করি।

গণ। তা দেখ মেয়েমানুষ, আমার গুরুজী খুব রসিক।

মহা। শুধু রসিকের কর্ম্ম নয়, আমার একটি কাজ করতে হবে।

উগ্র। কি হুকুম করো—কি হুকুম করো;

মহা। দেখ, মনের কথা তোমায় খুলে বলি, আমি বড় দুখিনী।

উগ্র। তোমার কিসের দুঃখ, শান্তি করতে হবে, হুকুম করো?

মহা। আমি শত্রুর জ্বালায় অস্থির হয়েছি, আমার নিষ্কণ্টক রাজ্য, হঠাৎ শত্রু উপস্থিত হয়ে বুঝি আমার রাজ্য কেড়ে নেয়।

উগ্র। বল না, বল না,—কথাটা কি বল না?

মহা। আমি সত্যই বলেছি। আমার শত্রু প্রবল হয়ে দিন দিন আমায় রাজ্যচ্যুত করচে, তাই তোমার আশ্রয় নিতে এসেছি।

উগ্র। কি, তোমার যৌবনরাজ্য না কি?

মহা। হ্যাঁ—ধন-জন-যৌবন-সৌভাগ্য—সমস্তই আমার অধিকারে।

উগ্র। এ্যাঁ!

মহা। তুমি মিথ্যা বিবেচনা করো না। এই আমার অলঙ্কার দেখ—এ বহুমূল্য, তোমার মনে হয় কি? আর তুমি কি চাও, আমায় বলো—আমি এখনি তোমায় দেবো।

গণ। (জনান্তিকে) গুরুজি, কিছু টাকা আদায় করো না?

মহা। কি—টাকা চাও? নাও—এই এক থলে মোহর নাও, আমার যা কিছু আছে, সব তোমায় দিতে প্রস্তুত, যদি তুমি স্বীকার পাও—আমায় তুমি প্রাণ দিবে।

গণ। (জনান্তিকে) গুরুজি, দিয়ে ফেলো—দিয়ে ফেলো।

উগ্র। চুপ কর্ গুরু বেটা, মনের কথা হচ্ছে। (মহামায়ার প্রতি) হাঁ, তোমায় দিলুম, কায়মনপ্রাণ তোমায় দিলুম।

মহা। অমন না—চন্দ্র-সূর্য্য সাক্ষী ক'রে বলো যে, তুমি আমার।

উগ্র। (স্বগত) কি বলে বেটী!

গণ। (জনান্তিকে) গুরুজি, ধোঁকা খাচ্চ কেন? ব'লে ফেলো না!

মহা। তুমি পেছুচ্চো, আমি চল্লুম। আমি আর এক জায়গায় মনের মতন লোক দেখি গে।

উগ্র। না না—পেছোবো কেন—পেছোবো কেন, কায়মনোবাক্যে আমি তোমার।

মহা। তবে আমার শত্রু দমন করো। আমার প্রধান শত্রু শঙ্করাচার্য্য।

গণ। কেন—কেন—তিনি তোমার শত্রু কিসে?

মহা। তুমি ছেলেমানুষ—তুমি কি বুঝবে? ঐ শঙ্করাচার্য্য-সহায়ে আমার শত্রু মাথা ঝাড়া দিয়েছে, নইলে কোথা তারে এক কোণে ঠেসে রেখে দিয়েছিলুম! এত দিন শঙ্করাচার্য্য না হ'লে হয় তো সে মারা পড়তো।

উগ্র। কে সে?

মহা। সে আমার ভগ্নী। এক মায়ের পেটে আমরা যমজ সন্তান। ঠিক আমার মতনই দেখতে—আমার ঐশ্বর্য্য আছে, তার বিনা ঐশ্বর্য্যতেই ঐশ্বর্য্য; আমার শক্তি আছে, তার বিনা শক্তিতেই শক্তি, আমার ভোগ আছে তার বিনা ভোগেই আনন্দ!

উগ্র। আচ্ছা, তোমার এত ঐশ্বর্য্য, তুমি তারে দমন করতে পারো না?

মহা। না—সে দুর্দ্দম। তারে দমন করতে যদি পারে—সে একজন বোধ হয়, তুমি।

উগ্র। কিসে জান্‌লে?

মহা। আমায় দেখছ সুন্দরী, কিন্তু আমি তোমার মা'র চেয়ে বড়; তুমি আমার সঙ্গে প্রেম করতে আসছ!

উগ্র। ও শাস্ত্রে আছে, রমণী জননী—জননী রমণী।

মহা। এইজন্যেই তুমি আমার প্রাণের পতি। তুমি শঙ্করাচার্য্যকে বধ করো, তোমার এই শাস্ত্র জগতে প্রচার করো; তা হ'লেই আমার শত্রু দমন হবে।

উগ্র। আমিও তো তাই খুঁজচি—আমিও তো তাই খুঁজচি। শঙ্করাচার্য্যকে বলি দিলে আমি তো অষ্টসিদ্ধি লাভ ক'রবো।

মহা। দেখ, তুমি আমার প্রিয় সন্তান!

গণ। (জনান্তিকে) ও গুরুজি, এ যে বেয়াড়া বাতিক আছে?

উগ্র। তুই কি বুঝবি চেলা? এ খুব রসিকা।

গণ। এরা আবার সব ঝম ঝম ক'রে কারা আসছে গো?

মহা। ওরা আমার সখী, ব'লছি; যখন তুমি আমার হ'লে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমরা থাকবো।

(অবিদ্যা সহচরীগণের প্রবেশ)

গীত।

হেসে হেসে কাছে আসি মনমোহিনী মন মজাই।
যে রসে যে জন রসে, সে রসে তারে ভোলাই॥
কারো প্রেমিকা সখী, কা'র' করে দিই জপমালি,
মানের কাছে কেউ আনাড়ী;
কারুকে বা নিই মনে, ভুলিয়ে আনি প্রাণের টানে,
পায় বা না পায় মনের ফেরে,
আশা দিয়ে যায় ফেরে,
দেখে না বুঝতে পারে, ধরতে গেলে ধরা ছাড়াই॥

(মহামায়া ও অবিদ্যা সহচরীগণের প্রস্থান।

উগ্র। কিলো হলো? চ'লে যাচ্ছ যে, কিরূপ হয়ে চ'লে যাচ্ছে যে?

[উগ্রভৈরব ও গণপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মণ্ডন মিশ্রের কক্ষ।

পিতৃশ্রাদ্ধোদ্যত মণ্ডনমিশ্র ও পুরোহিত।

(সহসা নভঃপথ নারিকেলাদি হইতে মুণ্ডিতমস্তক ও কন্থাধারী শঙ্করাচার্য্যের অবতরণ)

মণ্ডন। এ কি বিঘ্ন! আরে অস্পৃশ্য শবদেহ-স্বরূপ কার্য্যহন্তা মুণ্ডিতমস্তক কোথা হ'তে?

শঙ্কর। আপনার তো চক্ষু আছে, দেখছেন—এই মুণ্ডিতমস্তক গলদেশ হ'তেই হ'য়েছে।

মণ্ডন। আরে গর্দ্দভ, শিখা সূত্র, যজ্ঞোপবীত বুঝি তোমার ভার হয়েছে, তাই ত্যাগ ক'রেছ। কিন্তু দেখছি গর্দ্দভের ন্যায় কন্থাবহনে বেশ পটু।

শঙ্কর। কিন্তু তোমাদের পুরুষানুক্রমে প্রবৃত্তি নিবৃত্তিমার্গ ভার বোধ হয়ে আসচে। গর্দ্দভ যদ্রূপ কেবল অন্নবস্ত্র-বহনে অক্ষম, সেইরূপ নিবৃত্তিমার্গ তোমাদের বংশে অসহ্য; সেই নিমিত্ত নারী-সেবার জন্য কর্ম্মী গৃহস্থ হয়ে শিখা ও যজ্ঞোপবীত ইন্দ্রিয়পরতার আবরণ করেছ।

মণ্ডন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বোঝা গেছে, বোঝা গেছে,—স্ত্রীর ভরণপোষণে অক্ষম হয়ে তাকে পরিত্যাগ ক'রে এসেছ। এ দিকে শিষ্য করেছ, পুঁথির ভার বহন ক'রে লোককে ব্রহ্মনিষ্ঠা দেখাচ্ছ।

শঙ্কর। আর তোমারও কর্ম্মনিষ্ঠা কর্ম্মকাণ্ড বুঝতে আমার কিছু বাকী নাই। ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ ক'রে গুরুসেবায় অক্ষম হয়ে স্ত্রী সেবা করতে এসেছ; আর মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ ঘৃত দাহন ক'রে কর্ম্মবীর নামে আপনাকে প্রচার কচ্চ।

মণ্ডন। আরে কৃতঘ্ন মূর্খ, স্ত্রীলোকের গর্ভে বাস করেছিস, স্ত্রীলোকের দ্বারা পালিত হয়েছিস, আবার সেই স্ত্রীলোকের নিন্দা কচ্ছিস্? অকৃতজ্ঞ পামর!

শঙ্কর। আর তুমি পণ্ডিত! স্ত্রীলোকের স্তন্যপান করেছ, স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মেছ, আবার স্ত্রীলোককে ভার্য্যারূপে গ্রহণ ক'রে ইন্দ্রিয়-লালসা তৃপ্ত কচ্চ।

মণ্ডন। তুই ব্রাহ্মণ হয়ে অগ্নি ত্যাগ করেছিস্, শাস্ত্রমতে এতে ইন্দ্রহত্যার পাতক হয়, তা জানিস্?

শঙ্কর। আমি ইন্দ্রহত্যার পাতকী হ'তে পারি, কিন্তু আত্মহত্যার অপেক্ষা মহাপাপ আর শাস্ত্রে নাই। তুমি ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের চেষ্টা না ক'রে আত্মনাশে প্রবৃত্ত হয়েছ, তুমি আত্মঘাতী। যে আত্মঘাতী, তার অসূর্য্যতমোময় লোকে বাস হয়।

মণ্ডন। তুই চোর, তুই দ্বারবানদের প্রতারিত ক'রে চোরের ন্যায় এ স্থানে প্রবেশ করেছিস্।

শঙ্কর। গৃহস্থের অন্নে ভিক্ষুকের অংশ আছে। তুমি ভিক্ষুককে বঞ্চিত করবার জন্য দ্বারপাল

আবদ্ধ রাখো এবং চোরের ন্যায় সেই ভিক্ষুকের অংশ ভক্ষণ করো।

মণ্ডন। দূর হোক—ইনি আবার ব্রহ্মবিৎ সেজেছেন! কোথায় ব্রহ্ম আর কোথায় তোমার মত মূর্খ! কোথায় সন্ন্যাস আর কোথায় কলি। পরিপাটী ভোজন ক'রে বেড়াবে ব'লে সন্ন্যাসী সেজেছ।

শঙ্কর। কোথায় স্বর্গ আর কোথায় তোমার মত দুরাচার; কোথায় অগ্নিহোত্র যজ্ঞ আর কোথায় ঘোর কলিকাল; তুমি নারীর সহিত বিহার করবার জন্যে কর্ম্মীর ভাণ করেছ।

পুরোহিত। বৎস মণ্ডন, আমি তোমার পুরোহিত, তোমার হিতার্থে বলছি, ইনি যতিবেশধারী তোমার গৃহে আগত, এ ভেকের সম্মান নৃপতি হ'তে সামান্য ব্যক্তিরও করা কর্ত্তব্য। ইনি কপট ব্যক্তি হ'তে পারেন, কিন্তু ইনি যিনিই হোন, পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে সমাদরে ভিক্ষাগ্রহণের জন্য তোমার অনুরোধ করা উচিত; এরূপ কটূত্তর করা উচিত নয়। দেখ, তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ, কিন্তু এই বালক সন্ন্যাসী—পরিহাসচ্ছলে তোমার কথার উত্তর প্রদান কচ্চেন, তিলমাত্র বিচলিত নন। তুমি সুবোধ, ক্রোধ পরিহার ক'রে এঁর অভ্যর্থনা করো। আমার অনুমান হয়, ইনি সামান্য ব্যক্তি নন, এঁর ব্যঙ্গপরিহাসও শাস্ত্রসঙ্গত; এতে বোধ হয়, ইনি শাস্ত্রজ্ঞ।

মণ্ডন। ব্রাহ্মণ, আপনি যথার্থ আজ্ঞা করেছেন। (শঙ্করাচার্য্যের প্রতি) হে যতি, অদ্য আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করুন।

শঙ্কর। পণ্ডিতপ্রবর, আমি সামান্য ভিক্ষার জন্য আপনার নিকট আগত নই, আমি সদ্‌ভিক্ষার কামনায় সমাগত। আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হোন, এই আমার প্রার্থনা। কর্ম্মকাণ্ড আপনার প্রিয়, কিন্তু বেদান্তসিদ্ধান্ত আমার জীবন। আমার বাঞ্ছা, তর্কে পরাজিত ক'রে আমায় কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত করুন; আর আপনি যদি পরাজিত হন—আমার ব্রহ্মাদ্বৈতমত আশ্রয় করুন। পণ্ডিতবর, বিচারে প্রবৃত্ত হোন, নচেৎ আমার নিকট আপনি পরাজিত—স্বীকার করুন, আমি প্রত্যাবর্ত্তন করি।

মণ্ডন। যতিবর, অনুমান হয়, আপনি এ প্রদেশে আগত। যদি অনন্তদেব, কণাদ, গৌতম প্রভৃতি আমার সহিত বাদানুবাদে ইচ্ছুক হন, আমি পরাজিত, এরূপ বাক্য কখনও আমার মুখ হ'তে নিঃসৃত হবে না। আমি উপযুক্ত তার্কিক, চিরদিনই তর্ক করি। সামান্য ব্যক্তির সহিত তর্কে আমার তৃপ্তি হবে না। যোগ্য পণ্ডিত উপস্থিত হ'লে প্রকৃত বেদমার্গ কি, তা প্রতিষ্ঠিত করবার নিমিত্ত আমি সর্ব্বদাই ব্যাকুল। মধ্যস্থ স্থির করুন—আমি বিবাদে প্রস্তুত।

শঙ্কর। পণ্ডিতবর, এক নিবেদন, বিবাদে যাঁর পরাজয় হবে, তিনি নিজ মত পরিত্যাগ ক'রে বাদীর মত গ্রহণ করবেন। যদি আমি পরাজিত হই, আমি সন্ন্যাস আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক শিখা ও যজ্ঞোপবীত পুনর্ব্বার ধারণ ক'রে আপনার ন্যায় গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করবো। আর যদি আপনি পরাজিত হন, শিখামুণ্ডনপূর্ব্বক আমার নিকট সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করবেন। যে ব্যক্তি পরাজিত হবেন, তিনি অপরের শিষ্যত্ব-গ্রহণে কুণ্ঠিত হবেন না, এরূপ পণ করতে আপনি প্রস্তুত?

মণ্ডন। নিশ্চয়। আপনি বালক, অনভিজ্ঞতাবশতঃ কলিতে নিষিদ্ধ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেছেন। আপনি মেধাবী দেখছি, আপনাকে সংসারী করতে পারলে সমাজের হিতসাধন করা হবে। কারে মধ্যস্থ স্থির করবেন বিবেচনা করেছেন?

শঙ্কর। আপনার গৃহিণী।

মণ্ডন। উত্তম—উত্তম। আপনি কি আমার গৃহিণীর গুণব্যাখ্যা শুনে আছেন?

শঙ্কর। হাঁ—তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতী, আমার এইরূপ ধারণা।

মণ্ডন। বিচারের দিন স্থির করুন।

শঙ্কর। আমি সর্ব্বদাই বিচারের জন্য প্রস্তুত, যদি আপনার অভিমত হয়, কল্যই বিচার আরম্ভ হোক।

মণ্ডন। উত্তম। আসুন—অদ্য কৃপা ক'রে ভিক্ষা গ্রহণ করুন।

[শঙ্করাচার্য্য ও মণ্ডন মিশ্রের প্রস্থান।

পুরোহিত। এ কি, এই কি শঙ্করাচার্য্য? শুনেছি,

শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং ব্রহ্মাকে পরাজয় করতে সমর্থ। কে জানে, বিচারের ফল কিরূপ হয়।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

বনপথ।

(দুইজন পণ্ডিতের প্রবেশ)

১ম পণ্ডিত। আর কোথায় যাচ্চ—কি দেখ্‌বে? মণ্ডনের গলদেশের মালা শুষ্কপ্রায়; মণ্ডন নিশ্চয় পরাজিত হবে।

২য় পণ্ডিত। মালা শুষ্কপ্রায় কি?

১ম পণ্ডিত। মণ্ডনের গৃহিণী উভয়ভারতী মধ্যস্থা নিযুক্ত হন। তিনি সুযোগ্য মধ্যস্থই বটেন। মণ্ডনের স্ত্রী বলেন যে, একপক্ষে তেজঃপুঞ্জ যতি নারায়ণস্বরূপ, আর অপরপক্ষে স্বামী সতী স্ত্রীর সাক্ষাৎ নারায়ণ; এই জন্য কার জয় কার পরাজয়—তিনি মুখে প্রকাশ করতে অসম্মত। যতির গলায় একটি মালা প্রদান করেছেন, স্বামীর গলায় অপর একটি প্রদান করেছেন। যাঁর গলদেশের মালা আগে শুষ্ক হবে, তিনিই পরাজিত প্রতিপন্ন হবেন। আমি মণ্ডনের গলদেশের মালা শুষ্কপ্রায় দেখে এসেছি। দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশ হ'লো, লজ্জা রাখ্‌বার আর স্থান নাই, একজন বালক এসে সমস্ত প্রদেশ জয় ক'রে যাবে, এ অতি অসহ্য; বিশেষ মণ্ডনের পরাজয়ে জ্ঞানকাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হবে, তা হ'লে আর আমাদের সম্মান কোথায় থাক্‌বে?

২য় পণ্ডিত। চ'লে এলেন কেন? চলুন না, দেখা যাক—শেষ কি হয়।

১ম পণ্ডিত। শেষ যা, তা আমি দেখে এসেছি। দুর্দ্দম বালক—বোধ হয় যেন স্বয়ং জৈমিনিকে পরাস্ত করতে পারে।

২য় পণ্ডিত। তবে কি উপায়?

১ম। দেখি কি উপায় করতে পারি। যদি কোনরূপে ওর শরীরে পাপ প্রবেশ করে, তা হ'লে নিস্তেজ হবে। যাতে ও কোন অজ্ঞানজনিত মহাপাপে লিপ্ত হয়, তাই চেষ্টা এসেছি।

২য় পণ্ডিত। আপনি এ যতির বিদ্যাবুদ্ধি যেরূপ বর্ণনা করছেন, তাতে এরূপ মহাপাপে লিপ্ত হবার তো কোন সম্ভাবনা নাই।

১ম পণ্ডিত। আছে।

(শিউলী ও শিউলিনীর প্রবেশ)

শিউলিনী। আরে মিন্সে, এখানে তো চাঁদাকে দেখ্‌ছি নি. তবে কোন্ দিগে গেল রে? তোকে বল্লু, আমি ফুল্‌কো বানাচ্চি, তুই বাছার সঙ্গে যা। তুই গেলি নি—তুই নড়্‌তে লাড়্‌লি।

১ম পণ্ডিত। আরে তুই কাকে খুঁজছিস?

শিউলিনী। আমার চাঁদাকে খুঁজছি। হাঁ বাবাঠাকুর, ছেলে বুদ্ধিতে কোন্ দিগে গিয়েছে, বলতে পার?

১ম পণ্ডিত। (দ্বিতীয় পণ্ডিতের প্রতি জনান্তিকে) কাকে খুঁজছে জান?—শঙ্করাচার্য্যকে। (শিউলিনীর প্রতি) চাঁদা তোর কে? তারে খুঁজছিস্ কেন?

শিউলিনী। বাবাঠাকুর, সে আমার বাপ্‌ধন, আমার পরাণের পরাণ, সে চাঁদমুখে আমায় মা বলেছে গো, আমার পরাণ জুড়িয়ে গেছে! আমি তার জন্য মোর ফুল্‌কো বানিয়েছি, সে খায় নি বলে, আমার পরাণ কং কং কচ্চে।

২য় পণ্ডিত। সে তোর ছেলে না কি?

শিউলিনী। হুঁ গো, সে আমায় চাঁদমুখে মা বলেছে, আমার বুক-জুড়ানো চাঁদা।

শিউলী। বাবাঠাকুর, আমি দু কেঁড়ে রস দেবো, আমার চাঁদা কোথায় ব'লে দাও।

শিউলিনী। আরে চাঁদা রে চাঁদা—খেয়ে আয়, খেয়ে তবে খেলাতে যাবি।

১ম পণ্ডিত। তোর চাঁদা তো এখানে নাই।

শিউলী। তবে কোন্ দিগে গেল বাবাঠাকুর—কোন্ দিগে গেল; ছেলে বুদ্ধি গো—খাবার দাওয়া দাওয়া মনে থাকে নি।

১ম পণ্ডিত। তোরা আমার সঙ্গে আয়, তোদের চাঁদাকে দেখিয়ে দিই গে।

শিউলিনী। চলো বাবাঠাকুর—চলো। মিন্সে তোমায় দু কেঁড়ে রস দেবে। আমি তার চাঁদমুখে খানা ফুল্‌কো তুলে দিয়ে পরাণটা জুড়োব।

১ম পণ্ডিত। আয়। (স্বগত) শঙ্করাচার্য্য, এইবার তোমায় বুঝে নেবো।

২য় পণ্ডিত। (জনান্তিকে) এ আবার কি কাণ্ড ?
এদের নিয়ে কোথায় যাবে ?
১ম পণ্ডিত। চল না, তোমায় বলছি।
[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

মণ্ডন মিশ্রের বাটীর বিচার-মণ্ডপ।

মণ্ডন মিশ্র, শঙ্করাচার্য্য ও পণ্ডিতগণ এবং
কাণ্ডার-অভ্যন্তরে উভয়ভারতী।

মণ্ডন। মালা শুষ্ক কণ্ঠে মম প্রত্যক্ষ নেহারি,
পরাজয় বুঝিয়াছি অন্তরে অন্তরে।
তর্কশাস্ত্র-সিদ্ধ তুমি বেদজ্ঞ পণ্ডিত,
প্রতি ছত্রে যুক্তি মম করেছ নিরাস,
অংশে অংশে করি মম তর্ক-বিশ্লেষণ।
মহাশয়, জেনেছি নিশ্চয়,
সামান্য মানব তুমি নও ;
মান হত, দম্ভ বিদূরিত
প্রভাবে তোমার যতীশ্বর।
শঙ্কর। কহি আমি সভাস্থলে হে পণ্ডিতবর !
তর্ক যুক্তি-শক্তি তব অতীব প্রখর,
বিদ্যাবুদ্ধি শাস্ত্রজ্ঞানে অদ্বিতীয় তুমি।
পণ্ডিতসমাজ মাঝে কহি সত্যবাণী,
পরাজিত নহ কোন মতে ;
তর্ক-যুদ্ধে জিনে তোমা নাহিক ভুবনে।
কিন্তু—
মম সনে তর্কযুদ্ধে বাক্ বিগ্রহিত ;
বুঝ চিত্তে পণ্ডিতপ্রবর,
তর্ক-যুক্তি—বুদ্ধি শক্তিবলে,
জ্ঞান মাত্র হৃদয়ের ধন !
জ্ঞান—দীপ্ত নহে কদাচন,
বৈরাগ্য না করিলে আশ্রয়।
বুদ্ধিবলে বুদ্ধি পরাজয়—
নিত্য হের শত শত হয় ;
কিন্তু জেনো বৈরাগ্যের অমোঘ প্রতাপ।
হৃদি-মাঝে ধরে যে বিষয়-অনুরাগ,
তর্কযুক্তি বলে চাহে করিতে স্থাপন ;
শ্রেয়োমাত্র বিষয় অর্জ্জন।
স্বার্থ তারে করে প্রতারণা—
যাগ-যজ্ঞে মতি স্বর্গসুখের কামনা ;
যুক্তি-ভরে অন্ধ দৃষ্টি তার।
বিবেক আশ্রয়ে হয় স্বার্থ বিদূরিত,
করে সত্য প্রত্যক্ষ অন্তরে।
যুক্তি-বলে প্রত্যক্ষ না হয় পরাজয়,
বৈরাগ্যে বিজিত তব তর্ক-যুক্তি-বল।
প্রতিশ্রুত ছিলাম দুজনে—
পরাজয় হইবে যাহার,
সে করিবে গ্রহণ আশ্রম অপরের।
মান' যদি পরাজয় হইয়াছে তব,
পণে তুমি বাধ্য মম আশ্রম-গ্রহণে ;
কিন্তু পণে মুক্ত করি তোমা সবার সম্মুখে।
মণ্ডন। যতিবর !
হীনজ্ঞান কোন হেতু কহ আমায় ?
পণে মুক্ত কর যদি তুমি,
কেন তাহা করিব গ্রহণ ?
নিরাশ করেছ, আমি বদ্ধ আছি পণে,
এখনি প্রস্তুত তব আশ্রম গ্রহণে।
শঙ্কর। হে পণ্ডিতবর !
স্বার্থের স্বভাব জেনো এতই প্রবল,
পরাজয়ে অভিমান নহে বিদূরিত,
অভিমানে পণে মুক্ত না কর গ্রহণ ;
কিন্তু জেনো—মমাশ্রম অভিমানহীন ;
অভিমানহীন বিনা নাহিক কাহার
মম পন্থা—সন্ন্যাস-গ্রহণ অধিকার।
মণ্ডন। যতীশ্বর, রুষ্ট নাহি হও মম ভাবে।
দম্ভ অভিমান পূর্ণ নেহারি তোমায় ;
দম্ভে মোরে কর ক্ষমা দান,
অভিমানে মম সনে তর্কে প্রার্থী তুমি,
অভিমানে সর্ব্বস্থানে করহ ভ্রমণ,
শিক্ষাদান অভিমানে হয়েছ নিশ্চয়।
শঙ্কর। যদ্যপি জানিতে তুমি অভিমান কিবা,
অভিমান হৃদে স্থান না পাইত আর।
ঈশ্বর-প্রসাদে—
তুমি আমি সমজ্ঞান জন্মেছে আমার।
ব্যথা পাই হেরি বৃথা অজ্ঞান-তিমির,
সাধ্য তথা ঘোর তম হরণ কারণ ;
সেই হেতু তব সনে মম প্রয়োজন ;
স্থিরচিত্তে কর মতিমান,
অজ্ঞবৎ মম জ্ঞান কামনা।

কর্ম্মজন্ম স্বর্গলাভ নশ্বর নিশ্চয়।
ঐহিকের স্বর্গভোগে তাহে কিবা বল!
ঐহিকসম অন্তে যদি ভোগ শেষ হয়,
দুঃখ সুনিশ্চয়—
পুনরায় কার্য্য-প্রবর্ত্তনা;
স্বর্গলাভ স্বর্গক্ষয় পুনঃ পুনঃ হয়—
ভাসে জীব অশান্তির স্রোতে অবিরত।
কিন্তু জ্ঞানদীপ্তি পাইলে হৃদয়ে,
সেই জ্ঞান আবরিত মায়ার প্রভাবে,
স্ব-স্বরূপ পায় দরশন,
লভে তায়—
নিত্যানন্দ অনন্ত বিরাম।
যেন শান্তি চাহে যদি জন,
কর মম আশ্রয় গ্রহণ;
অন্য নাহি জানে, যেবা জ্ঞান-পথ-গত,
বোঝে মাত্র সেই জন।
অবিবেকী জন,
স্বার্থ তারে করে প্রলোভন
নির্বাণ মরণ সম।
কিন্তু সেই ত্রিতাপ-দহনে
বুঝিয়াছে মনে
শান্তিলাভ বিনা শান্তি কভু না মিটিবে,
সেই এই পথ-গামী হবে;
যদি ত্রিতাপ-জ্বালায়
শান্তি তব চায়—
কর বিবেক আশ্রয়।
স্বার্থ হবে ক্ষয়,
আবরিত জ্ঞান-জ্যোতিঃ হবে উদ্দীপিত,
শান্তি দেবী আসিবেন হৃদয়ে তোমার।

মণ্ডন। গুরু— কল্পতরু!
অহেতুকী কৃপার আধার।
এত কৃপা সন্তানে তোমার?
মহাকষ্ট করি অঙ্গীকার,
সহি তিরস্কার,
এসেছ মঙ্গলদাতা মঙ্গল-প্রদানে!
চল দেব, যাবে যবে শান্তিময় স্থানে।

২য় পণ্ডিত। মিশ্র! তুমি কুহকীর কুহকে কেন মুগ্ধ হচ্ছ? অনাচারী ভণ্ড সন্ন্যাসী ভোজবিদ্যা দিয়ে তোমায় পরাজয় করেছে। এখনি প্রমাণ দিতে পারি ও সামান্য ব্যক্তি।

মণ্ডন। হাঁ, কুহকী বটেন! যাঁর কুহকে ত্রিভুবন মুগ্ধ, সেই কুহকী। আর সামান্য কি বলছেন, সামান্য হ'তেও সামান্য; —এবং আমার ন্যায় দীনের দ্বারে উনি প্রার্থী হন। (শঙ্করাচার্য্যের প্রতি) প্রভু, কৃপা ক'রে অদ্বৈতজ্ঞান দান করুন।

শঙ্কর। বৎস, এ জ্ঞানবিকাশের পূর্ব্বে একটি কার্য্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন। সে কার্য্য কাহারও নিকট অতি সহজসাধ্য, কাহারও পক্ষে অতি কঠিন। কার্য্য—গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তত্ত্বমসি বাক্য, গুরুবাক্যে মহাবিশ্বাস ব্যতীত কদাচ ধারণা হয় না। কেননা, ভব-সংসারে গুরুই একমাত্র সার বস্তু। জ্ঞানদাতা, মুক্তিদাতা, পরমৈশ্বর্য্যদাতা—গুরু ব্যতীত আর কেহই নাই। গুরুবাক্যে উপলব্ধি হয় যে, আমি মুক্ত, বদ্ধ নই; আমি বদ্ধ এ কল্পনামাত্র; মুক্ত অবস্থাই আমার স্বরূপ অবস্থা। গুরুবাক্যে এই পরম অবস্থা দর্শন হয়। মানবের হিতার্থে মায়াধীশ ঈশ্বর, নিজমায়ায় নরদেহ ধারণপূর্ব্বক গুরুভাবে সংসারে বিচরণ করেন। অদ্বৈত-জ্ঞান-বিকাশের একমাত্র উপায় গুরুবাক্যে বিশ্বাস। অদ্বৈত-জ্ঞানবিকাশের পথ গুরু অবগত হন। ভ্রম মোচন করা গুরুর কার্য্য। সেই কার্য্যাবসানে নিত্য সত্য নিরঞ্জন গুরুদেব তাঁর স্ব স্বরূপে অবস্থান করেন। শিষ্যও তখন দ্বৈত অবস্থা পরিত্যাগ ক'রে স্বরূপ-দর্শনে অদ্বৈততত্ত্ব উপলব্ধি করে।

(শিউলী ও শিউলিনীদের লইয়া প্রথম পণ্ডিতের প্রবেশ)

১ম পণ্ডিত। আরে মাগী, এই দেখ্ না, তোর চাদা ব'সে আছে।

শিউলী। হই গো—সব টিকিবাজ ভট্চায দেখাচ্চ না! তা দেখ ঠাকুর, আমার বড় কিছু নেই, আমার কাছে কিছু পাবে নি; তবে রসের কেঁড়েটা, ভেঁড়ের হাঁড়ীটে আর গুড়ের এটা কর্বার ডিমেটা। আর দেখছো ত—পাতা শিরোনো কাপড় পরনে। জোয়ান বউ বিটীও নেই যে, তোমাদের পূজো কর্ত্তে দেবো। তা উখানকে আর কাদ্নে নিয়ে যাচ্চ?

২য় পণ্ডিত। আরে দেখ্ না—ওই তোর চাঁদা ছেলে।

শিউলিনী। আরে হ—হই বটে রে—হই তো চাঁদা ব'লে বটে! (নিকটবর্ত্তী হইয়া) আরে বাপধন—এ বামুনগুলোর ইখানে এলি ক্যানে? আহা বাছা কা'ল থেকে তো কিছু খাসনে, নে—এই বসেতে একটু গলা ভিজো,—এতে বেশী নেশা হবে নি, এক এক চুমুক দে আর গলা ভিজো। খা রে—তিন্ দে—কা'ল থেকে ডাক ক'রেছি রে—

শঙ্কর। কেন মা, তুমি এত কষ্ট করেছ? আমি তো ভিক্ষা করেছি।

শিউলিনী। ক্যানে? তোর ভিক্ মাগ্‌তে কি শখ লেগেছে? য' দিন এই বুড়ো-বুড়ী আছে, ত' দিন তুই ব'সে ব'সে খা ক্যানুনা? পাখি-পাখালি যা খেতে চা'বি, তাই পাবি। বুড়ো ফাঁদ পেতে পাখি-পাখালি খুব বাগিয়ে ধরে। কেনে গাছতলায় ব'সে থাকিস্? আমার ঘর-আলো ক'রে ঘরকে এসে থোস্, আর বা মনকে চায়, বল্—বেঁধে দিই—খা।

শঙ্কর। আমি গৃহী নই, আমি সন্ন্যাসী!

শিউলিনী। ওরে বাছা, স্যাসানিসিতে তোর কাজ নাই। ছেলেবয়সে স্যাসাটাসা করিস নি। এই স্যাখ্‌না—মিছে স্যাসা ক'রে ভোগা মেরেছে, কাউকে পারে নি।

শঙ্কর। মা! তোমার আর বাবার পৃথিবীতে তো আর কাজ নাই। তোমাদের কর্ম্ম অবসান হয়েছে।

শিউলিনী। দেখ্ দেখ্ মিন্‌সে! ছেলেবুদ্ধি—কি বলে শোন্? বলে, কাজে কাজ নি। কাজকম্ম করবো নি বাবা তো খাব কি বল্? ঘরে কি পোঁতা কড়ি আছে?

শিউলী। নে মাগি! বকবি না খাওয়াবি? ছেলেটা কা'ল রাত থেকে কিছু খায় নি, তার হুঁশ রাখিস্? আর আমার বলছিস্ স্যাসা খায়,—স্যাসা খাস তুই।

শিউলিনী। আ আমার পোড়া মু! মউয়োর ফুলকো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। নে বাছা—খা! (শঙ্করকে স্পর্শকরণ) ও মিন্‌সে—ও মিন্‌সে সব ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। তুই আমি—আমি তুই। ও মিন্‌সে আমি—আমি—আমি।

শিউলী। [illegible] কোথায় কে রে—কে তোর কে? (শিউলিনীকে [illegible]) আরে নেই নেই রে! [illegible]।

১ম পণ্ডিত। [illegible] তোমার কে এসেছে? তোমার পাণ্ডাকারা [illegible] সব এসেছে দেখ্‌ছি—তুমি [illegible]। বোধ হচ্ছে, তোমার আত্মীয়।

শঙ্কর। পরম আত্মীয়! দেখ্‌ছেন না প্রভু, সাক্ষাৎ স্বরূপদর্শী! গুরুদক্ষিণারূপে আমায় কৃপা করেছেন! যাঁর বাক্যের প্রভাবে—জড় নারিকেল বৃক্ষ মস্তক অবনত ক'রে আমার মণ্ডপের আলয়ে উপস্থিত করেছে। কিন্তু তুমি [illegible] হয়েছিলে, দারবানেরা কেন আমায় আসতে বাধা দেয় নি। তোমার [illegible] নারিকেল-বৃক্ষ মস্তক অবনত ক'রে তোমার প্রাঙ্গণে আমায় উপস্থিত করেছে। [illegible] উপস্থ অবিদ্যা-নাশক আমি এই গুরুর কৃপায় [illegible] হয়েছি।

শিউলী। অদ্বিতীয় অখণ্ড সচ্চিদ্‌ সুখরূপ।

শিউলিনী। শিবোঽহম্ শিবোঽহম্ এই তো স্বরূপ।

১ম পণ্ডিত। একি! একি কেন বুঝতে না কি? সামান্য শিউলী-শিউলিনীর মুখে এ কি উক্তি? তবে তো এই মহাপুরুষের অহিত-ইচ্ছায় মহা-পাপে লিপ্ত হয়েছি। প্রভু, প্রভু—ক্ষমা করুন!

শঙ্কর। কেন মহাশয়—আমার কি [illegible] অহিত করেছেন?

১ম পণ্ডিত। গুরুদেব, আমায় পায়ে ঠেলবেন না। আমার ন্যায় মহাপাপীকে উদ্ধার করাই আপনার প্রশংসা। শুনুন—আমি [illegible]। আপনি শিউলীর নিকট যে বৃক্ষ অবনত করবার মন্ত্র শিক্ষা করেছিলেন, তা আমি জানতে পারি। যখন মণ্ডন [illegible] তখন এই শিউলীর উদ্দেশে গিয়ে—এই শিউলীকে ল'য়ে এসেছি। আমার মনে মনে কল্পনা ছিল যে, এই ব্রাহ্মণ-মণ্ডলে আপনি এই শিউলীর সম্মান করতে পারবেন না। [illegible] শিক্ষাদাতার সম্মান না করলেই আপনি [illegible] হবেন। এই অভিপ্রায়েই আমি [illegible] শিউলী-শিউলিনীকে [illegible]। কিন্তু [illegible]

[illegible]

মুক্তাত্মা পুরুষ-প্রকৃতি—শিউলী-শিউলিনী রূপে অবস্থিত; সকল আপনার শিক্ষাদাতা—ইহাঁরা সামান্য নন—এ জ্ঞান আমার হোয়েছে। এক্ষণে আমার নয়ন উন্মীলিত; এ সমস্ত আপনার কৃপা; যখন কৃপা ক'রে দেখা দিয়েছেন, তখন পদে স্থান দিন। (পদতলে)

সকলে। জয় শঙ্করাচার্য্যের জয়! (শঙ্করকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

মণ্ডন। প্রভু, দাসকে গ্রহণ ক'রে সেবায় নিযুক্ত করুন।

শঙ্কর। উঠ বৎস, সকলে একত্রে পরমানন্দ উপভোগ করি।

সকলে। মহিমা দেখাও ... পরমানন্দ নিয়োজিত হ'ল।

(উভয়ভারতীর প্রবেশ)

উভয়। যতীশ্বর! আমার স্বামীকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন? পণ রক্ষা করিতে হইবে।

শঙ্কর। (স্বগত) কিব বিদুষী সরস্বতী বিচার ... উপস্থিত করলেন।

উভয়। যতিবর! আমি সহধর্ম্মিণী, আমার স্বামীর পূর্ণ পরাজয় হয়নি। আমার স্বামী পরাজিত, কিন্তু শাস্ত্রমত আমি তাঁর অর্দ্ধাঙ্গ, আমাকে পরাজয় ক'রে আমার স্বামীকে নিয়ে যান।

শঙ্কর। স্ত্রীলোকের সহিত তর্ক কিরূপে সম্ভব?

উভয়। যতীশ্বর, আপনি তো অবগত আছেন, যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর সহিত ও জনক সুলভার সহিত বাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

শঙ্কর। হাঁ মা, যথার্থ বলেছেন। যিনি অদ্বৈতমতের বাদী, তিনি পুরুষ হন আর স্ত্রী হন, তাঁর সহিত আমি তর্কে প্রস্তুত। আপনি প্রশ্ন করুন, আমি যথাসাধ্য উত্তর প্রদানে প্রস্তুত আছি।

উভয়। সুন্দর কাকে বলেন?

শঙ্কর। এক সচ্চিদানন্দই সুন্দর; অপর সুন্দর কি?

উভয়। রমণীতে কি সৌন্দর্য্য নাই?

শঙ্কর। সেই অতুল সৌন্দর্য্য বিকাশে; যে সেই তাঁরই প্রভাবে সৌন্দর্য্য। স্ত্রী, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, সমস্তই সেই সুন্দর সত্তার আভাস মাত্র—আর কোথাও ত কিছুই নাই।

উভয়। তবে নারীর হাবভাব—নারীর সৌন্দর্য্য কিছুই উপলব্ধি করেন নাই?

শঙ্কর। সামান্য বিষয়—ওর উপলব্ধি তো বিশেষ প্রয়োজন নাই। একের উপলব্ধিতেই ত সমস্ত উপলব্ধি হয়। আমরা বৃথা সময় ব্যয় করছি। আপনার কি শাস্ত্রীয় প্রশ্ন আছে—করুন।

উভয়। আমার স্বামীর সহিত বিচারে আপনি যে সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞ, এই ধারণা আমার জন্মেছে। তবে কামশাস্ত্রের আলোচনা আমার সহিত করুন। বলুন—কামকলা কিরূপ ও কয় প্রকার এবং তার আধার কি? নর-নারীতে তার কিরূপ অবস্থান?

শঙ্কর। (স্বগত) সন্ন্যাসিদের কামবিষয়ে প্রশ্ন। কিন্তু পরাজয় স্বীকার করা হবে না, এঁকে নিরস্ত করা আবশ্যক। (প্রকাশ্যে) দেবি! মাসান্তে আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবো। আমায় একমাস কাল সময় প্রদান করুন। আপনি শাস্ত্রের মর্য্যাদা, শাস্ত্রানুসারে আপনার প্রথা প্রচলিত আছে।

উভয়। ভাল, আপনি সময় গ্রহণ করুন।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থানোদ্যম)

মণ্ডন। প্রভু, সন্তানকে ভুলবেন না।

শঙ্কর। চিন্তা দূর করো, সকলই সময়সাপেক্ষ; সময়ে দেবদেব তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বত-শৃঙ্গ।

শঙ্করাচার্য্য, সনন্দন, শান্তিরাম প্রভৃতি শিষ্যগণ।

শঙ্কর। সন্ন্যাস আশ্রম, মণ্ডন না করিলে গ্রহণ,
জ্ঞানকাণ্ড হবে না প্রচার।
কিন্তু মহাবিঘ্ন তাহে বাগ্‌দেবী!
মণ্ডনগৃহিণীরূপে দেবী সরস্বতী,

কামশাস্ত্র লয়ে দ্বন্দ্ব মম দেবী সনে।
কিন্তু কামচিন্তা যোগিদেহে অতি অনুচিত,
তয় তায় সন্ন্যাস-পতন।
করি পরকায় আশ্রয়গ্রহণ
কামশাস্ত্র করিয়ে অর্জ্জন,
পরাজিব মণ্ডন-পত্নীরে ;
তাহে হবে মিশ্রের সম্পূর্ণ পরাজয়।
কর্ম্মকাণ্ড করিলে খণ্ডন
জ্ঞানকাণ্ড ধরামাঝে হইবে প্রচার।

(নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া)

যোগদৃষ্টে করি বিলোকন,
আসি ওই নরপতি মৃগয়া কারণ—
মহা শ্রমে হইয়াছে তনু-ত্যাগ তার।
ওই দেহে এখনি পশিব।
চল বৎস, অদূরস্থ পর্ব্বত-কন্দরে,
সাবধানে রক্ষা কর যতি-দেহ মম।
মাসান্তে এ দেহে পুনঃ করিব প্রবেশ।

*[সনন্দন। প্রভু, পরকায়-প্রবেশ-শ্রবণে হয় মম
আতঙ্ক উদয় ;
পশি পরকায়—
যোগিশ্রেষ্ঠ মীননাথ মুগ্ধ হন তায়,
কামরূপা কামকলা রমণী-প্রণয়ে।
যোগীশ্বর শিষ্য তাঁর গোরক্ষনাথ নাম,
বিশেষ প্রয়াসে মুক্তি লভেন গুরুরে।

শঙ্কর। ত্যজ ভয়, না কর সংশয়,
মুগ্ধ না হব কদাচন।
বাঞ্ছা মম বিদ্যা-উপার্জ্জন,
কামতৃপ্তি-বাসনাবর্জ্জিত চিত।
যেই জন বাসনা-বর্জ্জিত,
কদাচিৎ না হয় মোহিত ;
ব্রজধামে কৃষ্ণলীলা দৃষ্টান্ত তাহার।

সনন্দন। প্রভু, শুনেছি শ্রীমুখে,
মহা বলবান্ কাম মোক্ষপথে অরি।
কামচর্চ্চা কাম-আলাপনে জন্মে সংস্কার,
বহু জন্ম-গ্রহণের হেতু তায় হয়।

শঙ্কর। শাস্ত্রমত বাক্য তব হে ধীর সন্ন্যাসী।
কিন্তু বৎস, কর্‌হ শ্রবণ,—
দেব-প্রয়োজনে মম ধরা আগমন,
কায়মনোবাক্যে যাচি জীবের কল্যাণ।
করেছি উদ্যম,
যদি তার দৈব-বিড়ম্বনে
কোনক্রমে বিঘ্ন হয় মম,
যদি পশি পরকায়, সংস্কার পরশে আমায়,
বুঝিব অন্তরে,
দেবকার্য্য উদ্ধারের তরে—
করিবারে মানবের হিত—
সহি যথোচিত মহামায়া-ছলনা-প্রভাবে।
শুন বৎস, নিজ স্বার্থ দিয়ে বিসর্জ্জন,
যে হয় সে হয়, কামবিদ্যা করিব অর্জ্জন।
দেবকার্য্য-সাধনের তরে
না হব পশ্চাৎপদ আত্মবিসর্জ্জনে।
হয় বৎস, হৃদয়ে উদয়
দেবাদেব-পদাশ্রিত আমি,
সংস্কার কভু না পশিবে, কার্য্যসিদ্ধি হবে ;
নির্ব্বিঘ্নে পশিবে পুনঃ এ যোগি-শরীরে,
বিমল অদ্বৈত-পন্থা করিব প্রচার।
এস বৎস, গুপ্ত স্থানে রাখিব শরীর,
সাবধানে গৌরবে রাখিও সবে মিলি।] *

সনন্দন। হৃদিকম্প হয় প্রভু সংকল্পে তোমার!

শঙ্কর। চিন্তা কর দূর, চল পর্ব্বত-গহ্বরে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বনস্থলী।

সজ্জিত চিতা-পার্শ্বে অমরুক নৃপতির মৃতদেহ।
উভয় পার্শ্বে সরমা, অম্বালিকা প্রভৃতি রাণীগণ,
সম্মুখে মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

সরমা। (মন্ত্রীর প্রতি) বাবা, তুমি সুযোগ্য মন্ত্রী, রাজ্যভার তুমিই গ্রহণ করো ; আমি রমণী, রাজ্যপরিচালনা তো আমাতে সম্ভব নয়। আমি উদ্বাহের দিন পণ করেছিলাম যে, আমি জীবনে-মরণে মহারাজের সঙ্গিনী। মহারাজ আমায় ছেড়ে যাবেন, তা তো কদাচ হবে না! আমি সহমরণে যাবো, তার উদ্যোগ করো।

অন্যান্য রাণীগণ। দিদি, আমরা তোমার দাসী, আমাদের ছেড়ে যেও না।

মন্ত্রী। হায় হায়! কি কুক্ষণেই মহারাজ মৃগয়া যাত্রা করেছিলেন।

সরমা। বাবা, প্রাতঃকালে হাসিমুখে বিদায় নিয়ে এলেন, সূর্য্যাস্ত না হ'তে চন্দ্রমুখে ছায়া পড়লো। হায় হায়, আমাদের মত অভাগিনী কি কেউ জন্মগ্রহণ করেছে! এ জ্বালা কেবল অনলে নির্ব্বাণ হওয়া সম্ভব।

ব্রাহ্মণ। মন্ত্রিমহাশয়, আর কেন—শবদেহ চিতায় উত্তোলন করুন।

সরমা। বাবা, অপেক্ষা করো, আমি সহমৃতা হব।

ব্রাহ্মণ। মন্ত্রিমহাশয়, যা হয়, শীঘ্র করুন! দ্বাদশ দণ্ড অতীত হয়েছে, আর শবদেহ রাখা উচিত নয়। বিলম্ব হ'লে প্রেত আশ্রয় করতে পারে।

মন্ত্রী। (সরমার প্রতি) মা, দেখুন দেখুন—মহারাজ যেন চক্ষু উন্মীলন করলেন! দেখুন দেখুন—মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন দেখছি। মা, আপনি মুখে একটু জল দেন তো!

সরমা। মা দুর্গে দুর্গতিনাশিনি, মা, রক্ষা করো।

রাজদেহে শঙ্কর। এ কি—কোথায় আমি—এরা কে?

সরমা। মহারাজ, দেখুন, আমি আপনার চরণের দাসী।

শঙ্কর। মহামায়ার কি প্রভাব! কি ছিলেম, এ তো আমার স্থান নয়! নিদ্রাবস্থা কি জাগ্রত অবস্থা! (প্রকাশ্যে) তোমরা কে?

সরমা। মহারাজ, চিনতে পারছেন না? আমরা দাসী।

শঙ্কর। হাঁ, সত্য সত্য, আমি কে?

সরমা। মহারাজ, স্থির হন, আপনি মৃগয়ায় শ্রান্ত হয়ে মূর্চ্ছাপন্ন হয়েছিলেন।

শঙ্কর। হুঁ, রাজকার্য্যে রাজা—চলো, গৃহে যাই। জীবের গর্ভবাসের পর স্মৃতি থাকা অসম্ভব। চলো চলো—আহা, মহামায়ার কি ভীষণ প্রভাব!

* (মৃতরাজার প্রেতাত্মার প্রবেশ)

কে তুমি? মৃত রাজার প্রেতাত্মা! এ দেহে আর তোমার অধিকার নাই।

সরমা। মহারাজ কি বলছেন?

শঙ্কর। না, কিছু না। (প্রেতাত্মার প্রতি) দেহের মমতা এখনো পরিত্যাগ করো নি! যাও, দেবদেবের কৃপায় প্রেতদেহ পরিত্যাগ ক'রে দিব্যদেহ ধারণ করো; যত দিন তোমার দেহ ভোগ করি, তত বৎসর তুমি স্বর্গভোগ করো। কি হ'লো—কে আমি? আমি রাজা, এই সকল রাজ্ঞী। এসো এসো প্রেয়সি, গৃহে যাই চলো। (উপবেশন)

সরমা। মহারাজ, স্থির হোন—স্থির হোন।

শঙ্কর। চিন্তা করো না, আমি সবল হয়েছি, এসো প্রিয়ে। (গাত্রোত্থানকরণ)

অপালিকা। (জনান্তিকে সরমার প্রতি) দিদি, এ কি কোন প্রেত আশ্রয় করেছে?

শঙ্কর। না না, প্রেত দেহমমতা ত্যাগ ক'রে স্বর্গলাভ করেছে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের বাটীর সম্মুখ।

জগন্নাথ ও মহামায়া।

জগন্নাথ। হাঁ রে, তুই কেমন পেত্নীটে বল্? মাসীর কান্নাটা দেখছিস্? তবু তোর মনে দুঃখু হয় নেই? মরবার আগে এক দিনকে খুড়ো-দাদাকে নিয়ে আয়।

মহামায়া। সে এখন রাজা হয়েছে, তাকে আনবো কি ক'রে?

জগ। তবে তুই কিসের পেত্নী? তুই না বল্লি, মায়ের কাছে আনবে?

মহা। সময় হ'লে আসবে?

জগ। তোদের আবার কেমন সময়? মাসী ম'লে এনে কি কর্‌বি?

মহা। আমি থাকতে মরবে কেন?

জগ। তুই থাকতে বদি মরে নি, তবে তুই মলি কিসে?

মহা। আমি তো মরি নি, আমি অনাদি।

জগ। তুই তো ভারী মিছকুড়ে, তোর কথায় প্রত্যয় আর থাকবে নি।

মহা। কি ক'রে জানলি—আমি মরেছি?

জগ। জ্যান্ত মানুষ আর কে কোথায় পেত্নী হয়?

মহা। আমি তো পেত্নী নই।

জগ। তোর বাপ পেত্নী।

ছে। আমার তো বাপ নাই।

জগ। না থাকে নেই, আমার কথা একটা শুন্‌বি?

ছে। কি বল?

জগ। বুদেদাদা কোন্‌খানে আছে, আমায় ব'লে দে।

ছে। সে এখন অমনক রাজা হইয়াছে।

জগ। ভূতে চিন্‌তে পারে?

ছে। তা পারে।

জগ। তবে শোন্‌, আমার বাড়ীর মুড়ুতে ধ'রে মেরে ফেলে ভূত ক'রে দে।

ছে। কেন—ভূত হ'লে কি কর্‌বি?

জগ। কি করবো, তা তখন তোকে শুনোবো। বুদেদাদাকে এনে মাগীকে দেখাবো।

মহা। ছিঃ ছিঃ, ভূত হ'তে আছে!

জগ। তা তোর কি বল্‌ না—আমার যদি এমন সখ হয়। তোর কি তাতে আর কাজ নেই। আমায় ভূত ক'রে দে, মাগীর মুড়ু আর আমি দেখ্‌তে পার্‌চি। আমি বুদেদাদাকে বাড়ীতে আনবো।

মহা। তোর কথায় সে আসবে কেন?

জগ। এসবে, এসবে,—আমি তার কাছে গিয়ে বল্‌বো, "আয় তোর জগাদাদা, আমার কাঁধে চেপে সেখানে একবার বেড়াবি চল্‌!" চোখাচোখি হ'লে সে আমার কথা আর ঠেল্‌তে নারবে। ধর্‌ ধর্‌—ঘাড়টা মুড়ুতে ধর।

মহা। জগন্নাথ, তোমার যে প্রেম, তুমি মহাত্মা; তোমার উপর আর আমার অধিকার নাই।

জগ। যাদে, তুই ও সব কি বলিস বল্‌ তো? বুদেদাদার কাছে শিখিস্‌ না কি?

মহা। সে না শেখালে আমায় কে শেখাবে বল্‌।

জগ। আচ্ছা, তার মা-মাগীর উপর তোর দরদ হয় কি কারণে?

মহা। না হ'লে আমি সেবা কর্‌তে আসবো কেন?

জগ। তোর ছাই দরদ! মাগীর আকারটা দেখ্‌ছিস্‌? তবু একবার ছেলেটাকে এনে দেখাতে পারিস্‌?

মহা। কেন আমি না আনো? যে দিন ছেলের সঙ্গে মাগীর দেখা হবে, সে দিন মা'র শরীর থাকবে না।

জগ। না থাকে না থাকবে, বেঁচে আর কি করছে, না হয়, একবার চাঁদমুখখানা দেখে মরবে!

মহা। সময় না হ'লে সে, আর দেখা হবে না।

জগ। [illegible]

বল্‌?

বিশিষ্টা। মা, তুমি কেন আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা কর না। তুমি মানুষ নও, দেব কৃপা ক'রে দর্শন দিয়েছ, পরিচয় দিয়ে কৃতার্থ করো।

মহা। কেন মা, আমি তো তোমায় বলেছি, আমি তোমার মেয়ে।

বিশিষ্টা। না, মা, আমার [illegible] আমি স্বপ্নে দেখেছি, তুমি আমার শঙ্করের [illegible]। [illegible] কে বলে বলেছে, আমার মনে আর তুমি ভিন্ন নও। [illegible] না দাও, [illegible]—সত্যই কি দেবদেব আমার উদরে জন্মগ্রহণ করেছেন?

মহা। মা, দেবদেব তো [illegible] এ কথা বলেছেন।

বিশিষ্টা। [illegible] কেন মা, [illegible] [illegible] জেনে কেন আমি [illegible] একদণ্ড ভুলতে পারি [illegible] [illegible] আচ্ছন্ন? [illegible] মা! আমি তো দেহ [illegible] হয়েছি, কেন দেহ ছেড়ে যেতে পাচ্ছি না?

মহা। মা, তোমার যে বাসনা, তোমার পুত্রের হাতে অগ্নি নিয়ে, দেহ ভস্ম করবে।

বিশিষ্টা। সত্যই কি আমার বাসনা পূর্ণ হবে?

মহা। দেবমন্দিরে চল মা, দেবতা স্বয়ং তোমায় এ কথা বল্‌বেন।

বিশিষ্টা। [illegible] মা, [illegible] কথাতেই [illegible], তোমার কথা দেববাক্যের কথা [illegible] নয়, তোমার কথাতেই আমার [illegible] উদ্দীপিত হয়েছে। [illegible] [illegible] [illegible] কেন ভাব্‌ছি, [illegible] আমার একটি সাধ পূর্ণ [illegible] হয়েছে [illegible] [illegible] ধরে এসো।

মহা। তুই পেত্নী পেত্নী কচ্ছিস, [illegible] আমার কাছে!

[illegible]। না না, বাবা—তুই পেত্নী নস্।

[বিশিষ্টা ও [illegible] প্রস্থান।

[illegible]। এটা কে বটে? খুদে দাদা [illegible] না, এ তো বাড়ী মাগী! [illegible] ওই—যেন সেন—মনে মনে [illegible] না [illegible]—মহামায়া? অ্যাঁ! [illegible] খুদে দাদা [illegible] পূর্ণপাকে খাওয়ায়। মা থাকে [illegible], পরের মেয়ে [illegible] [illegible] বল্‌বো—বল্‌ বেটী, তুই কে?

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অমরুক রাজার অন্তঃপুর-সংলগ্ন উপবন।

অমরুক রাজদেহে শঙ্করাচার্য্য।

শঙ্কর। কিবা [illegible]—
স্বপ্নাচ্ছন্ন রয়েছি কোথায়?
দিবানিশি কি যেন রয়েছি ভুলে!
সৌদামিনী-[illegible];
[illegible] আলোকিত প্রাণ,
যেন কোন জ্যোতির্মূর্ত্তি হেরি বিদ্যমান,
হয় তায় আকুল অন্তর।
আছি যেন [illegible] দিবসে!
[illegible] শরীরে,
[illegible],
[illegible];
এ কি! [illegible]—
[illegible] এই [illegible]।
[illegible] মম প্রাণ!

(সরমা, অম্বালিকা প্রভৃতি রাণীগণের [illegible] সহচরীর প্রবেশ)

সরমা। এ কি মহারাজ, এইখানে পালিয়ে এসেছ? তা যাও—আর তোমার সঙ্গে কথা কব না—আমরাও চল্লুম।

শঙ্কর। শুন সুবদনি, হয়ো না মানিনি,
কামকলা-বিহারকুশলা,
নারি পরিহরি, [illegible] তব নই।
[illegible] কারণে, এসেছি এ স্থানে
দীক্ষা পুনঃ করিব গ্রহণ।
[illegible] কিবা [illegible] দেখিব রশ্মি!
[illegible] হতেছে স্মরণ—
[illegible]—কোথা—এ কি ঘোর আবরণ?

সরমা। (অম্বালিকাকে) বোন্, তোরা মহারাজকে [illegible] উপাসনে যা। আমি মন্ত্রিমহাশয়কে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি, মহারাজের বনে মূর্চ্ছাভাব হয়ে [illegible] অবস্থা হয়েছিল, এখন মাঝে মাঝে আবার সেই অবস্থা দেখ্‌ছি।

অম্বালিকা। দিদি, দিবারাত্র অন্তঃপুরবাসে হয় তো মহারাজের মস্তিষ্ক ক্ষীণ হয়েছে। [illegible] মহারাজকে রাজকার্য্যে পাঠান যাক্।

সরমা। না দিদি, এর [illegible] আছে। আমরাই [illegible], [illegible] কি [illegible]? অবশ্যই এর কোন গুহ্য কারণ আছে। মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করবার প্রয়োজন।

শঙ্কর। [illegible]
কই—কোথা—[illegible]।

[শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থান।

অম্বালিকা। এ কি! এ যে কোন যোগীর পূর্ব্বস্মৃতি [illegible] হচ্ছে!

সরমা। আমারও সেইরূপ অনুমান হয়। [illegible] উদীপক [illegible] আমার ঘরে আছে, [illegible]।

অম্বালিকা। তাতেই বা কি ফল হবে, বুঝ্‌তে পারি না। স্বভাবতঃ মহারাজের তো ক্ষণিক চঞ্চলতাও কখন দেখি নাই।

সরমা। যাও যাও, মন্ত্রী আস্‌ছে।

[অম্বালিকার প্রস্থান।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। জননী রাজরাণি, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন।

সরমা। মন্ত্রি, মহারাজের প্রকৃতি লক্ষ্য করেছেন? যে দিন মহারাজ মূর্চ্ছাগত হন, তার পর হ'তে মহারাজকে কি পূর্ব্ববৎ দেখ্‌ছেন?

মন্ত্রী। মা, আমরা রাজকর্ম্মচারিগণ মিলিত হয়ে গোপনে এই পরামর্শ করেছিলেম। পূর্ব্বে রাজকার্য্যে মহারাজ এরূপ [illegible] ছিলেন না,

শাস্ত্রালাপে পণ্ডিতমণ্ডলী পরাজিত। রাণী,
আপনি কিরূপ লক্ষ্য করেছেন ?

রাণী। নহ ইনি পূর্ব্ব-নৃপবর।
—বিপদসময়
তাই কহি মন্ত্রিবর লাজ পরিহরি—
যদিচ বিলাসে মগ্ন দিবা-যামিনী,
রঙ্গরস-কৌতুক-কলাপে রত,
কিন্তু কোন আসক্তি হেরিনে কভু।
পূর্ব্বে নৃপবর,
ব্যথিত হতেন চারু কটাক্ষ-প্রহারে।
এবে যেন শিক্ষার কারণ,
শিক্ষাপ্রিয় বালক যেমন,
অবিচল কটাক্ষ-ঈক্ষণ করে।
অঙ্গস্পর্শে নাহি শিহরণ,
সুরুয়-উচিত নাহি আগ্রহ এখন,
মুগ্ধচিত্ত নহে সুরাপানে।
আসক্তিবিহীন,
কামিনীর গর্ব্ব হয় ক্ষীণ,
শত নারী ঈর্ষাহীন প্রভাবে রাজার।
নহে কুলবতী, গোপিনী যুবতী,
শ্রীপতির রাসলীলা বিহারের প্রায়,
নারী সনে বিহার রাজার;
জনে জনে মানি পরাজয়;
ঈর্ষ্যানেত্রে না চায় যুবতী
পরস্পর প্রতি,
পূর্ণমনোরথ সবে রাজার সেবায়।
কভু নৃপমুখে শুনিয়ে বচন
কাঁপে প্রাণ মম!
যেন কোন পূর্ব্বস্মৃতি হয় উদ্দীপন,
বিষণ্ন সতত হেরি!
তেঁই জ্ঞান হয়,
বুঝি যতীশ্বর কোন মহাশয়,
পশি মৃত নৃপতির কায়
ভোগ ইচ্ছা করেন খণ্ডন।

মন্ত্রী। বুদ্ধিমতী সরস্বতী সম তুমি রাণী,
করেছ যথার্থ অনুমান।
তবে কি উপায়
যোগিবরে আমুক্ত রাখিতে নৃপদেহে?
রহিয়াছে বুঝি শব স্থানে,
ভোগ অবসানপ্রায়,
ভোগ অন্তে
প্রবেশিবে নিজদেহে।

সরমা। কর, কর, উপায়বিধান,
আত্মহারা মোরা সবে.
নিশিদিন আশঙ্কায় বিকল অন্তর।

মন্ত্রী। মা, আমরা মন্ত্রণা ক'রে চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করেছি, যথায় শবদেহ পাবে, তখনই তা দগ্ধ করবে। প্রতি শবদেহের মূল্য শত মুদ্রা, আর যোগীর শবদেহের মূল্য সহস্র মুদ্রা ঘোষণা করেছি। উপস্থিত এ উপায় ভিন্ন অপর কোন উপায় তো লক্ষিত হচ্ছে না।

সরমা। বাবা, এ কার্য্য আমাদের পূর্ব্বেই করা উচিত ছিল। যেরূপ লক্ষণ দেখ্‌ছি, বহুদিন সে যোগীশ্বর এ দেহে অবস্থান করবেন, এরূপ সম্ভব নয়। পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হ'লেই যোগিবর নিজদেহ গ্রহণ করবেন। তৎপর হউন, অধিক দূত নিযুক্ত করুন।

মন্ত্রী। হাঁ মা, সত্বর হওয়াই কর্ত্তব্য। কয়দিন কয়েকজন যোগিপুরুষ মহারাজের অনুসন্ধান কচ্চে, আমি তাদের রাজপুরে আসা নিবারণ করেছি; বোধ হয়, এই যোগিবরেরই তারা শিষ্য, গুরুর সন্ধানে এসেছে, যেরূপ গোরক্ষনাথ মীননাথের অনুসন্ধানে এসেছিলেন।

সরমা। সতর্ক থাকুন, কোনরূপে না রাজদর্শন পায়।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

নগরপ্রান্তে পথিপার্শ্বস্থ বটবৃক্ষতল।

শান্তিরাম প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ।

(গণপতির প্রবেশ)

শান্তি। দেখ দেখ, আমাদের সেই সহযাত্রী গণপতি নয়? ওহে গণপতি—গণপতি—

গণ। (স্বগত) এই মজালে! সেই শালে বেটা

শান্তি। কি হে গণপতি, চিন্‌তে পাচ্ছ না না কি

গণ। তুমিও চলেছ, আমিও চলেছি, চেনাচিনিতে কাজ কি?

শান্তি। কেমন আছ?

গণ। তোমরা কেমন আছ? বাবা, আমি সাত

ঘুরে চ'লে এসেছি, কিছু পেলে? না জল ঘোলা আর পা টেপাই সার!

শান্তি। ভরপুর পেয়েছি, গুরুদেবের সংসারে অভাব কিসের?

গণ। তা তো বটে, অভাব অন্নবস্ত্রের!

শান্তি। তুমি কোথাও কিছু পেলে না কি?

গণ। কোথাও কিছু নেই— বুঝলে? বুদ্ধির জোরে যে যা ক'রে নিতে পারে।

শান্তি। তোমার তো বুদ্ধি কিছু কম নয়, কিছু বাগালে?

গণ। বাগালো কি, তেমন বাগমারিক চেলা পাচ্ছিনে, নইলে এখানে যোগাড় ক'রে নিতেম!

শান্তি। বল না, আমরাই না হয়, তোমার চেলা হচ্ছি।

গণ। ভাই তা যদি হও, তা হ'লে বাপের কাজ করো।

শান্তি। কি যোগাড়টাই বলো;

গণ। দেখ, এ দেশের রাজা বেটা ম'রে গিয়েছে মনে ক'রে চিতেয় চড়াতে যাচ্ছিল, ধমকা বেঁচে উঠেছে। এই না—মনের দিবারাত্র আনন্দ চলেছে; সন্ন্যাসি-ফকিরের খুব আদর, রাণীদের কাছে পর্য্যন্ত যেতে পারে! আর আমি এখন খুঁজছি, কিসে রাজাকে বশ করতে পারে। রাণীরা প্রায় এক হাজার—পরমা সুন্দরী। খাওয়া-দুধি লাগাতে পারলে, রাজার বেটী হওয়ে লাগিতে পারি! তোমরা যদি আমার শিষ্য হয়ে আমায় জাহির করো, তা হ'লে দেখ কত [illegible] থাকা যায়। কামিনী চাও— কামিনী, কাঞ্চন চাও কাঞ্চন, সব রকম মজা চলে। আর পরম মজা, রাজার মাথায় গিয়ে পা দাও।

শান্তি। তা আমরা শিষ্য হব কেন, তুমি কেন আমাদের শিষ্য হও না?

গণ। আরে শোন না, শান্তি যে কেমন তোমাদের সব মন দিয়ে [illegible] তাই মনে কচ্ছি, আমি থাকবো যোগী, তোমরা সব বুলি ঝাড়বে; এই এক বাটি [illegible] বেশী চাও, তাও নিও।

শান্তি। রাজার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

গণ। সে জো নাই বাবা! রাজা রাতদিন অন্দরে রাণীদের নিয়ে আছে; দিনরাত সরাপ চলচে— আমোদ চলচে—গান চলচে।

শান্তি। রাজার সঙ্গে কেউ কি দেখা করতে পারে না?

গণ। দু একটা গাইয়ে গুণীকে কখনো ডাকে। সন্ন্যাসি-ফকিরের রাজার কাছে ঘেঁসবার যো নাই; মন্ত্রী বেটারা খেদিয়ে দেয়। বড় মজায় দেশ চলচে, একটা মড়া—একশো একশো টাকায় বিকোয়, সন্ন্যাসী-মুদ্দোরের দাম হাজার টাকা।

শান্তি। মুদ্দোর নিয়ে কি করে?

গণ। কি জানি, বেটা বাপের পিণ্ডি চড়ায়! তেপান্তর মাঠে রাজাদের চিতের মত চুলি জ্বলচে, খুঁজে খুঁজে দিনরাত মড়া এনে ফেলচে।

(সনন্দনের প্রবেশ)

শান্তি। (সনন্দনের নিকটবর্ত্তী হইয়া জনান্তিকে) সনন্দন, গুরুদেব এই স্থানে নিশ্চয় আছেন।

সনন্দন। (জনান্তিকে) আমারও তাই অনুমান হয়; নগর ভ্রমণ ক'রে দেখলেম, পুরবাসীরা নিরন্তর আনন্দে মগ্ন,—কোথাও রোগ, শোক, দৈন্য নাই। অতি সুব্যবস্থায় রাজ্য পরিচালিত। প্রজাগণ পরস্পর ঈর্ষাদ্বেষবর্জ্জিত, যেন এক পরিবারের ন্যায় একত্র বাস কচ্চে। উদ্যানে, উপবনে দেখলেম—সাময়িক শস্য, সাময়িক ফলপুষ্প অপর্য্যাপ্তরূপে ধরণী উৎপাদন করেছেন।

গণ। (স্বগত) কি শোবলি কচ্চে! (প্রকাশ্যে) কি হে, তোমাদের আচার্য্য এখানে এসেছেন না কি?

সনন্দন। তিনি কামরূপী, সর্ব্বস্থানেই বিরাজমান। (জনান্তিকে শান্তিরামের প্রতি) এসো, রাজার সহিত কোনরূপে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন।

গণ। ওহে সনন্দন—ওহে সনন্দন! না—পদপাদ না বল্লে বুঝি উত্তর দেবে না?

সনন্দন। না, তুমি পদপাদ বলো নাই, তোমার সঙ্গে আলাপ করবো না। (জনান্তিকে শান্তিরামের প্রতি) এসো, রাজার সহিত সাক্ষাতের কিরূপ উপায় হয়, দেখি। বোধ হয়, মহাপুরুষ যে রাজদেহে প্রবেশ করেছেন, কোন বিচক্ষণ

ব্যক্তি তা অনুমান করেছেন, এই জন্য শবদেহ দাহন কচ্চে। শীঘ্র গুরুদেবের স্বশরীরে না প্রত্যাগমন কল্লে বিপদের আশঙ্কা আছে।

[গণপতি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ব্যাটারা কি বলাবলি করলে, কি খাওয়ে ফিরচে। এই সেই তান্ত্রিক ব্যাটা, যে ব্যাটা শঙ্করাচার্য্যের তত্ত্ব করে। গুরুজি, গুরুজি, শোনো শোনো—

(উগ্রভৈরবের প্রবেশ)

গ্র। কি বলছ?

। যদি দুটো একটা বিদ্যে ছাড়ো, তুমি যা খুঁজ্‌চ, আমি ব'লে দিই।

গ্র। আমি কি খুঁজ্‌ছি? কি ব'লে দেবে?

। আরে, আমায় চিনতে পাচ্ছ না? কাশীতে তোমার সঙ্গে দেখা। আমি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য ছিলেম, তুমিও তল্পী বইয়ে নিয়েছ। তবে তোমার কাছে ঢং-ঢাংটা শিখে নিয়েছি বটে, তাইতে একরকম চ'লে যাচ্ছে।

। না, আমি আর তাঁর অনুসন্ধান করি না।

। বাবা, আমার চেয়েও সাফ্‌ মিথ্যা ঝাড়্‌তে জানো! তা শোনো, শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যেরা সব এসেছে, এইখানেই শঙ্করাচার্য্য কোথায় আছে।

। আচ্ছা, তুমি আমার নিকটে কি বিদ্যা চাও?

। ঐ ভেল্‌কি বিদ্যা—ধূলোকে সোনা করা শেখাবে?

। হাঁ, শেখাবো। তুমি যদি আমি যেরূপ বলি, সেইরূপ ক'রে আমার কার্য্যের সহায়তা করো।

। কি করতে হবে, বলো?

। কিন্তু দেখো, যদি আমার সহিত প্রতারণা করো, কি আমার মন্ত্রণা প্রকাশ করো, তা হ'লে তোমার নিস্তার নাই; স্বয়ং শিবও তোমায় রক্ষা করতে পারবেন না। আমার শক্তি দেখো—(ধূলিমুষ্টি লইয়া সম্মুখস্থ বটবৃক্ষে নিক্ষেপ ও বৃক্ষের জ্বলিয়া উঠা, পুনর্ব্বার ধূলি-নিক্ষেপ ও বৃক্ষের পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তি)

। তুমি আমার পরম-বাবা, তুমি যা বলবে, আমি তাই শুনবো।

। এই পুষ্পটি নিয়ে রাণীর কাছে যাও—

গণ। বাবা, মহারাজ তো হুকুম দিলে, আমায় ঢুকতে দেবে কেন?

উগ্র। এই তোমার মস্তকে সিন্দুরের টিপ দিচ্চি, কেউ তোমায় নিবারণ করবে না।

(টিপ দেওন)

গণ। (স্বগত) বাবা! এ বেটা আচ্ছা বুজরুক তো! বেটার কাছে থাকতে হ'লো! তবে মল-মূত্র ঘাঁটে, মড়া খায়, এতেই বেটার কাছ থেকে স'রে পড়েছিলুম।

উগ্র। কি ভাবছো?

গণ। বাবা, তোমার গোলাম বাবা, তোমায় প্রাণ স'পে লুম বাবা। আমি সোনা করা বিদ্যে-টিদ্যে চাই না—ঐ সিন্দুর-পড়াটা শিখিয়ে দিও। যেখানে সেখানে যেতে পারলেই আমি এক-রকম চালিয়ে নেব। এখন কি করতে হবে, বল?

উগ্র। রাণীকে এই ফুলটি দাও গে। (পুষ্প প্রদান) বলো,—এই ফুল রাজাকে শুঁকতে দিলে রাজা তাঁর বশীভূত হবেন, আর কয়েকটি রমণী তাঁর নিকট পাঠাবো, তারের অষ্টপ্রহর যেন রাজার সঙ্গে থাকতে দেন। বলো, তা হ'লে আর রাজশরীর ত্যাগ ক'রে যোগী নিজশরীরে যেতে পারবে না।

গণ। বাবাঠাকুর, ব্যাপারখানা কি?

উগ্র। পরে জানবে, যাও—আজ্ঞামত কার্য্য করো।

[গণপতির প্রস্থান।

নিশ্চয় রাজশরীরে শঙ্করাচার্য্য প্রবেশ করেছেন। রাজাকে বলি দিতে পারলেই যোগিবরকে বলি প্রদান করা হবে, আমি অষ্টসিদ্ধি লাভ করবো। এখন যাই, অবিদ্যা-শক্তির নায়িকাগণকে আহ্বান ক'রে রাজসমীপে প্রেরণ করি। তারা অমাবস্যা পর্য্যন্ত রাজাকে মুগ্ধ ক'রে রাখতে নিশ্চয় পারবে।

[প্রস্থান।

(সনন্দন, শান্তিরাম ও শিষ্যগণের প্রবেশ)

সনন্দন। ভাই, সর্ব্বনাশ! কোন প্রকারে তো রাজদর্শন পাওয়া গেল না। সন্ন্যাসীর রাজার নিকট যাওয়া একেবারেই নিষেধ। গুরুদেব

তো দেখ্‌ছি, মহামায়ার প্রভাবে রাজশরীরে আবদ্ধ হয়েছেন। এ দিকে তো শবদেহ দাহনের আজ্ঞা প্রচার হয়েছে। কি জানি, যদি কোন গুপ্তচর দূত গুরুদেবের দেহের সন্ধান পায়,—তা হ'লে তো দেহ দগ্ধ হবে। আমাদের মধ্যে যারা দেহরক্ষার্থে নিযুক্ত আছে, তারা তো রাজশক্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না। বিষম সঙ্কট উপস্থিত। গুরুদেব স্বয়ং না উপায় করলে তো উপায় দেখ্‌ছিনে। প্রভু, আশ্রিত সন্তানগণের প্রতি বিরূপ হবেন না! প্রভু, স্বয়ং উপায় উদ্ভাবন করুন।

(মহামায়ার প্রবেশ)

মহা।— (গীত)

পর্‌লে পায়ে সাধের বাঁধন, খুল্‌লে খোলে না।
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা কথায় চলে না॥
সোনায় লোহায় ঘসে ঘসে,
তবে লোহার শেকল খসে,
যত্নে গড়ে সোনার শেকল ছিঁড়তে মিলে না॥
সে শেকল শক্ত লোহার, আঁতে আঁতে বাঁধুনি তার,
হার ব'লে পরেছে গলে, অমনি ফেলে না॥
লোহার শেকল মনে হ'লে,
কখন তোর সে শেকল খোলে;
[illegible] না [illegible] না॥

সনন্দন। দেখ—দেখ ভাই, এ তো সামান্যা রমণী নয়! সঙ্গীতের ভাবে বোধ হয়, যেন সাধন পথ সম্পূর্ণভাবে অবগত। সঙ্গীতচ্ছলে আমাদের উপদেশ প্রদান করলে, যেন—বিদ্যামায়ার সংযোগে বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া পরস্পর সংযোগ না হ'লে জীবের চৈতন্যলাভ হয় না। (মহামায়ার প্রতি) মা, তুমি কে গা?

মহা। তোমাদের মা।

সনন্দন। যদি মা, এ মহা বিপদে আমাদের উপায় করুন।

মহা। তাই তো এসেছি। এ দেশে রাজদর্শন পাবে না, এস, তোমাদের গায়ক ও যন্ত্রী সাজিয়ে দেই।

সনন্দন। মা, আমরা তো যন্ত্রবিদ্যা ও সঙ্গীত-বিদ্যা কোন বিদ্যাই অবগত নই।

মহা। এসো, আমি তোমাদের শিখিয়ে দেবো।

সনন্দন। (অন্যান্য শিষ্যগণের প্রতি) এসো ভাই।

শান্তি। কি হে, এ উন্মাদিনীর সঙ্গে কোথায় যাবে? আমাদের একদিনে সঙ্গীতবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা লাভ হবে না কি? অপর উপায় করা কর্তব্য।

সনন্দন। তাই তোমরা প্রত্যক্ষ মহাদেবীকে চিন্‌তে পাচ্ছ না? ইনি ব্যতীত উপায় নাই।

শান্তি। তবে চলো। তুমিই আমাদের নেতা, যেরূপ বলবে, তাই করবো।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

অমরুক রাজার বিলাস-গৃহ।

সরমা ও অম্বালিকা।

সরমা। রাজাকে ফুলটি শুঁকুতে দেবো কি না ভাবচি, কি জানি যদি কিছু অনিষ্ট হয়। আমার ও সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস হয় না।

অম্বালিকা। ফুল শুঁকে কি আর অনিষ্ট হবে?

সরমা। * অবশ্য কোন অবিদ্যাশক্তির প্রভাব এই ফুলে আছে। এ সন্ন্যাসী শক্তিসম্পন্ন, আমার ধারণা হয়েছে; কিন্তু এ শক্তি সংসারের অহিতসাধক। যদি কোন যোগিরাজ মহারাজের শরীরে সত্যই প্রবেশ ক'রে থাকেন, তিনি রাজদেহে অবস্থান করুন, এই আমাদের কামনা; কিন্তু তাঁর কোন অনিষ্ট না ঘটে। যোগীর অনিষ্টসাধনে মহাপাপের সঞ্চয় হয়।

অম্বালিকা। দিদি, যে পথে চলেছ, সেই পথেই চলো। যোগিরাজকে রাজদেহ হ'তে বহির্গত হ'তে দেওয়া কোনরূপেই উচিত নয়। তা হ'লে আমাদের বৈধব্য ঘটবে, রাজ্য ছারখারে যাবে। যদি উপায় থাকে, কেন না করবে? তোমার যদি ভয় হয়, আমায় দাও, আমি ফুল শোঁকাচ্ছি।

সরমা। কিন্তু] * এই যোগীর নিকট কি পণ করেছি, জানো? যদি আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হয়, মহারাজকে নিয়ে ঘোর শ্মশানে উপস্থিত হ'তে হবে। দাস-দাসী কারেও সঙ্গে নিতে পারবে না।

অম্বা। সে তখন দেখা যাবে।

সরমা। * ফুল শোঁকাতে চাও শোঁকাও। কিন্তু [illegible]

সন্ন্যাসী—কাপালিক। কাপালিকদের
রাজবলি, যোগিবলি প্রয়োজন হয়।

মা। না না, তোমার ভাই সকলেই সুন্দর।
আমরা কেঁদে কেটে ধরেছিলুম, তাই আমাদের
প্রতি কৃপা করেছেন।

মা। আচ্ছা ভাই, তোমার কথাই শুনি, ফুল
শোঁকোবো।

(অমরক রাজদেহাশ্রিত শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

র। দেখ দেখ স্বপ্নের সংসার,
স্বপ্ন বিনা কিছু নহে আর!
ভোজবাজি প্রায়
এই আছে এই কোথা যায়,
নির্ণয় না হয় কিছু তার!
বুঝ কিবা স্বপ্নের প্রভাব!
স্বপন-গঠিত বহে অনন্ত সময়
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল—অনন্ত এ স্থান,
নিত্য স্বপ্ন-বিনির্ম্মিত।
ব্যোম সমীরণ স্থল জল চন্দ্রমা তপন,
অনন্ত অনন্ত বিশ্ব স্বপনে সৃজিত।
ধার স্বপ্ন—
প্ন নয়—স্বপ্ন বুঝি—স্বপন সকলি!
ত্য কিবা কে জানে সন্ধান!
কে জ্ঞানবান্
ত্য-তত্ত্ব করিবে প্রচার;
মনে এ স্বপ্নঘোর হবে বিদলিত!

মহারাজ, দেখুন, কেমন সুন্দর ফুল—
মন সুন্দর আঘ্রাণ!

(ফুল লইয়া আঘ্রাণপূর্ব্বক) কে বলে
!—এই তো, এই তো সব বিদ্যমান—এই
সুন্দর সংসার!

মহারাজ, ফুলটি সুন্দর নয়?

ফুল নহে সুন্দর সুন্দরী—
করস্পর্শে সুন্দর কুসুম,
মার অধর-রাগে রঞ্জিত প্রসূন,
ন্ত—পরশি তব কর,
র্য্য-গঠিত তব কায়।
। প্রিয়ে বিলম্ব না সয়,
-সুধার আশে তৃষিত এ প্রাণ,
য় অনল খেলে কটাক্ষে তোমার.
আলিঙ্গনে কর সুশীতল।
আন সুরা—আন সুরা—জ্বলুক অনল,
ভোগতৃষ্ণা-হলাহল হউক প্রবল,
ভোগমাত্র সার বস্তু মানব-জীবনে!

(নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি)

মরি মরি! বামাকণ্ঠ-বিনিঃসৃত কি সুন্দর গান!
অনিলে মিশিল যেন!
সঙ্গীতনিপুণা কেবা সহচরী তব?
বিমুগ্ধকারিণীগণে আন সন্নিধানে।

অম্বালিকা। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া সরমার প্রতি
জনান্তিকে) দিদি, বোধ হয়, সন্ন্যাসী যাদের গান
করতে পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেন, তারা
আসচে।

(উগ্রভৈরব-প্রেরিত অবিদ্যা-সঙ্গিনীগণের প্রবেশ)

(নৃত্য-গীত)

চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে, বইছে মলয়-বায়।
সোহাগে গাইছে পাখী, চকোর উধাও ধায়।
অবশে এলোকেশে, অরুণ-আঁখি চায় আবেশে,
কাঁচলী পড়ে খসে, কাতর পিপাসায়।
ভব লাবণ্য-জালে, তরঙ্গ রঙ্গে চলে,
হিল্লোলে কমল দোলে, উথলে মধু যায়।

শঙ্কর। মাত প্রাণ, কর পান আনন্দলহরী,
গাও গাও, সুরাপাত্র দেহ বিধুমুখি!
তোল তান—মত্ত কর প্রাণ—
বয়ে যাক বিলাস নির্ঝর।

(বিদ্যাসঙ্গিনীগণ সহ মহামায়া ও যষ্টিহস্তে সনন্দন,
শান্তিরাম প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণের প্রবেশ)

(গীত)

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥
মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং,
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা,
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥
নলিনীদলগতজলমতিতরলং,
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥

যাবজ্জননং তাবন্মরণং,
তাবজ্জননী-জঠরে শয়নম্,
ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষঃ,
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥
দিনযামিন্যৌ সায়ংপ্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥
সুরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ,
শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ,
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥
অষ্ট কুলাচলাঃ সপ্ত সমুদ্রাঃ,
ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোক-
স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥

শঙ্কর। এ কি এ কি, ঘোর আবরণ!
সত্য বোধ অনিত্য স্বপনে!
কি ঘোর ছলনে—
ছিলাম আবদ্ধ এই স্থানে;
নিরঞ্জন আত্মা বদ্ধ এই ক্ষুদ্র দেহে!

(অবিদ্যাসঙ্গিনীগণের গীত)

রমণী রমণকুশলা!
করে সুধা পেয়ালা ভরা মধুর সিরাজী,
শিয়রে আবেশভরে মুরছিত শিলা॥

শঙ্কর। যাও যাও—
নাহি আর মাধুরী এ গীতে,
জ্ঞানারুণে বিকসিত চিত্ত-শতদল;
বিদূরিত অবিদ্যা-আঁধার।
আর বদ্ধ রাখিতে নারিবে।
দেহ হ'তে পৃথক্ তো আমি।
কিন্তু কোথা পথ?
কোন্ পথে হব বাহির্গত?

অবিদ্যাসঙ্গিনীগণ। মহারাণি, মহারাণি,—এদের তাড়িয়ে দেন, নইলে সর্ব্বনাশ হবে।

মহামায়া। (অবিদ্যাসঙ্গিনীগণের প্রতি)
এসো, মেশো আমার শরীরে,
আর কার নাহি অধিকার।
দিন গত, সুদিন আগত,
নাহি রবে মায়ার প্রভাব আর।
এসো বিদ্যারূপে হই পরিণত;
ভক্তি স্থান নাহি যথা অধিকার।

[বিদ্যা ও অবিদ্যাসঙ্গিনীগণের পরস্পর মিলিত হইয়া মহামায়ার সহিত প্রস্থান।

শঙ্কর। সত্য সত্য, এই তো নেহারি—
মন নিজ স্থান পরিহরি
ভ্রমে গুহ্য-লিঙ্গ-নাভিস্থলে,
কামপূর্ণ স্থান,—পাশবীয় ইচ্ছার প্রসূতি।
এই কলুষিত স্থানে ভ্রমে সদা মন।
সামান্য মক্ষিকা যথা পুরীষ-প্রয়াসী,
সেইরূপ নিম্ন-পদ্মদলে ভ্রমে মন,
জড়প্রায় নাহি কোন জ্ঞান।
হৃৎপদ্ম—যথা ব্রহ্মজ্যোতি দীপ্তিমান্—
বারেক না উঠিবারে চায়!
উঠ মন! তুমি মধুমক্ষিকার প্রায়,
হৃৎপদ্মে বসি হের
ঊর্দ্ধে পদ্ম কণ্ঠমাঝে রাজিত ষোড়শদলে,
শুন শুন ব্রহ্মগাথা হইতেছে গান,
অন্য শব্দ স্তব্ধ সমুদয়!
উঠ উচ্চতর—ভ্রূদ্বয়-মাঝে,
নেহার দ্বিদল-পদ্ম দামিনী-গঠিত যেন,
জ্যোতির্ম্ময় স্থান।
হও স্থির; হের মন—
কিবা ব্যবধান
তুমি আর সহস্রার পদ্মমাঝে।
কর ষট্‌পদ্ম ভেদ,
ব্রহ্মরন্ধ্রে হের মুক্তিপথ
ব্রহ্মরন্ধ্রে পথ—ব্রহ্মরন্ধ্রে পথ।
হে পদ্মপাদ—

[ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের অমরকরাজদেহ পরিত্যাগকরণ এবং শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণের প্রস্থান।

অম্বা। সর্ব্বনাশ হ'লো, সর্ব্বনাশ হ'লো! কে আছ, রাজবৈদ্যকে সংবাদ দাও।

মদন। কাকে সংবাদ দেবে? যোগিরাজ রাজদেহ পরিত্যাগ করেছেন। এসো, আমরা প্রস্তুত হই, চিতানলে বৈধব্য-যন্ত্রণা নিবারণ করবো। চলো, রাজদেহ তুলসীমঞ্চে লয়ে যাই।

মণ্ডন মিশ্রের বাটী।

মণ্ডন মিশ্র।

মণ্ডন। এতদিন এক স্রোতে বহিত সময়,
অন্তরের দ্বন্দ্ব মম না ছিল কখন ;
এবে সন্ধিস্থলে উপনীত জীবন-প্রবাহ।
*[অজানিত বিস্তৃত সম্মুখে পন্থাদ্বয়,—
একদিকে টানে বাসনায়,
অন্যদিকে বৈরাগ্যের আকর্ষণ।
আকর্ষণে ছিন্ন হয় বাসনা-বন্ধন,
কিন্তু বাজে বেদনা হৃদয়ে।
সত্য জ্ঞান করিতাম যাহা,
সুশোভিত সুন্দর সংসার,
বিবেক দেখায় তাহা প্রপঞ্চ কেবল!
মহা দ্বন্দ্ব—হয় তাহে আকুলিত মন!
সত্যমূর্ত্তি হেরি হয় ভয়ের সঞ্চার।
প্রপঞ্চ সকলি!
জ্ঞানালোক-ঝলকে ব্যথিত হয় প্রাণ!
সত্য মূর্ত্তি মনোহর বিবেক-নয়নে,
বাসনা-জড়িত চিত্ত করে বিচলিত।]*

(উভয়ভারতীর প্রবেশ)

উভয়। কি মিশ্রমশায়, আমায় ছেড়ে যেতে চান—যাবেন, তার আর ভাবনা কি? কিন্তু আচার্য্য আমায় না পরাজিত করলে আমি ছেড়ে দেব না। আমার সহিত মাসান্তে বিচার করবেন বলেছিলেন। কিন্তু কই, একমাসের অধিক তো অতীত হয়েছে। তবে আর কেন, এসো—যেমন ছিলুম, তেমনি থাকি।

মণ্ডন। আমার ইচ্ছা বটে, কিন্তু যেমন ছিলুম, তেমন আর থাকবার উপায় নাই। ইচ্ছা হয়, আবার বিশ্বাস করি—সকলই সত্য, কিন্তু উপায় নাই। যখন স্থির চিন্তায় রত্তি আচার্য্য স্মরণ ক'রে চিন্তাপ্রবাহ যে কোথায় যায়, তা নির্ণয় করতে আমি অক্ষম। আনন্দময় অসীম সাগরের আভাস যেন চক্ষে নিপতিত হয়! মনে হয়, বার্গাদি তুচ্ছ কামনা লয়ে কি প্রকারে এতদিন কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত ছিলেম! ভেবেছিলেম, কর্ম্মই সর্ব্বস্ব, কিন্তু কেন—কিসের—আমার কর্ম্ম কি? কিন্তু যেই আবার তোমার কণ্ঠস্বর শুন্তে পাই, আবার নয়ন-পথে পতিত হও, তখনি ব'লে—কেন, এই তো তোমার মোক্ষ, অপর মোক্ষ কি?"

উভয়। অমন গম্ভীর হয়ে কথাবার্ত্তা কইলে আমি কিন্তু তোমার কাছে থাকবো না। হায় রে, কি ভয়ই দেখালুম! আমি চ'লে গেলে যেন তুমি বাঁচো।

মণ্ডন। তোমার আজ এ কৌতুক-কলাপ কি নিমিত্ত? দেখ্‌ছি, তোমার চিত্ত অতি প্রসন্ন; বোধ হয়, আমার প্রতি দোষ দিয়ে, তুমি ইচ্ছা করেই চ'লে যেতে চাচ্ছো।

উভয়। কোথায় চ'লে যাব? আমার যাওয়া ইচ্ছা? এতদিন বিচ্ছেদের আশঙ্কা ছিল, সে আশঙ্কা আর থাকবে না।

মণ্ডন। তোমার কথার ভাব ত আমার অনুভূতি হচ্ছে না। তোমার মুখে কদাচ অসঙ্গত কথা নির্গত হবে না। তুমি এই মৃত্যুর আগার সংসারে বল্‌ছ—চিরদিন অবিচ্ছেদে থাকবো? যদি বিচ্ছেদ না হয়, সে তো কেবল মরণাবধি।

উভয়। জীবন-মরণ আমাদের তো নাই; আমরা পরস্পর প্রেমে আবদ্ধ, সে বন্ধন মৃত্যুতে ছিঁড়তে পারবে না। আজ এই অনিত্য বন্ধন-মুক্ত হয়ে সেই চির-বন্ধনে পরস্পরে এক হয়ে থাকবো।

*[মণ্ডন। উভয়ভারতি—উভয়ভারতি, তুমি কি আমায় ছেড়ে যাবে?

উভয়। দিন দিন তুমি ত ভারি পণ্ডিত হচ্ছ? অবিচ্ছেদের নাম বুঝি ছেড়ে যাবে! তুমি মনে কচ্ছ, বুঝি সন্ন্যাস নিয়ে আমায় ছেড়ে পালাবে? তা ছাড়্‌বো না—পালাতে পারবে না। আর পালাবেই বা কোথায়? তোমার আচার্য্য আর আমার সঙ্গে বিচার করতে আসবে না। আমার আড়ি কঠিন শাস্ত্রের তর্ক, এ প'ড়ে শেখে না, ঠেকে শেখে।]* মিশ্র, মিশ্র—গুরুকণ্ঠ উপস্থিত, এই যে তোমার আচার্য্য।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

বাবা, আমি পরাস্ত।

শঙ্কর। মা, তবে বর দেন যে, যত দিন আমার [illegible] প্রচলিত থাক্‌বে, তত দিন আপনি [illegible] মহলক্ষ্মী হবেন। মা বিদ্যারূপিণি, তুমি না সংসারে বিদ্যমান থাক্‌লে আমার [illegible] পৃথিবীতে লুপ্ত হবে।

উভয়। বৎস, তোমার কার্য্যে আমি সহায়বান, তোমার ইচ্ছা কদাচ অপূর্ণ থাক্‌বে না।

মণ্ডন। উভয়ভারতি, উভয়[illegible] —তুমি কে? এত দিন তোমায় চিনি নাই। [illegible] পরিচয় দাও নি! পরিচয় দ[illegible] —তুমি কে? [illegible] আমার গৃহিণী হয়েছিলে?

উভয়। গোলোক [illegible] ব্রহ্মলোকে [illegible] বেদগান কাচ্ছেন, আমি [illegible] পার্শ্বে ছিলেম। [illegible] বেদবাক্য [illegible] হওয়ায় [illegible]। সে নিমিত্ত [illegible]। [illegible] হয়ে আমায় অভিশাপ প্রদান করেন যে, [illegible] ধরণীতলে অবতীর্ণ হও। অভিশাপে আমার আনন্দ হলো।

মণ্ডন। [illegible] অভিশাপে আনন্দ?

উভয়। [illegible] কি নিমিত্ত [illegible] বেদবাক্য [illegible]। ধরায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার হওয়ায় [illegible] হয়। সেই [illegible] দেবতারাও মলিন [illegible], [illegible] মলিন আবরণে আবৃত হয়। [illegible] আবরণ উন্মোচিত হবে, বিমল অদ্বৈত-পন্থা [illegible] মোহ-ভ্রম নাশ করবে, আমি [illegible] দর্শন করবো। [illegible] কাছে [illegible] হয়; সেই [illegible] —এই আমার আনন্দ হয়েছিল। [illegible] শঙ্করের নিকট পরাজিত হয়ে [illegible] আমি অভিশাপমুক্ত। এই মূর্ত্তিতে তোমার সহিত এই শেষ দেখা; কিন্তু জেনো, আমরা অবিচ্ছেদ। আমি কে জেনেছ, গুরুর প্রসাদে অচিরে উপলব্ধি করবে—তুমি কে।

[উভয়ভারতীর অন্তর্ধান।

মণ্ডন। [illegible]

শঙ্কর। [illegible] দেখ দেখ, এই মা [illegible] শ্বেত পদ্মাসনে [illegible] তুমি মণ্ডন নাম [illegible] আমার [illegible] হও। [illegible] [illegible]

পট-পরিবর্ত্তন

কমলবনে সরস্বতী।

(কলাবিদ্যাগণের গীত)

কবি-রবি-ছবি নখরে ঠিকরে।
রাগ রঙ্গ গুঞ্জরে করে, মোহ-নাশি দেহহাসি অধরে॥
[illegible] শ্বেত-মূরতি, বিদ্যাধরা শ্বেত-জ্যোতি,
[illegible] জ্ঞানজ্যোতি সহস্রারে বিহরে॥
শ্বেতাঙ্গিনী ভারতী, শ্বেত-সরোজে আরতি,
আলোকিত ভ্রান্তি-রাতি, শ্বেত কিরণনিকরে॥

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পল্লী-প্রান্তস্থ পথ।

ক্রীড়ারত বালকগণ।

১ম বালক। বুড়ী হবে কে? [illegible] বুড়ী হ।

২য় বালক। [illegible], মজা দেখ না? [illegible] না, বুড়ী হয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌লে

৩য়। [illegible] —ঐ হাবা আস্‌ছে, ওকে আয়।

১ম বালক। না, না [illegible] ইচ্ছে হয় বল্‌লে [illegible] উঠে কোথা চ'লে যাবে।

২য় বালক। [illegible] ভাই, ও অমন কেন? [illegible] চায় না।

১ম বালক। ওরে আর হাবা কি? [illegible] মা খাবার দিয়েছে, আমি কত দিন ওর হাত থেকে কেড়ে [illegible] না।

২য় বালক। [illegible] ওকে [illegible] মারো।

১ম বালক। [illegible] না, তাই [illegible] করি।

২য় বালক। না ভাই, ওকে [illegible] না।

৩য় বালক। [illegible], ওকে ঘোড়া করবি?

১ম বালক। না, না—কেন বামুনের [illegible] [illegible]?

২য় বালক। তবে আয় না, আয় না—ও কাঁধে [illegible] বেড়িয়ে বেড়াবো এখন।

৩য় বালক। না ভাই, এখন তুমি চোর হয়েছ, খেলা দাও।

(খাবার হস্তে হাবার প্রবেশ ও চুপ করিয়া একস্থানে উপবেশন)

ওই হাবা এসে বসেছে।

১ম বালক। (অন্যান্য বালকের প্রতি) ওরে, খাবার নিয়ে এসেছে, খাই আয়।

২য় বালক। কেন ওর খাবার কেড়ে খাবি ?

৩য় বালক। তোর ইচ্ছা না হয়, তুই খাস্ নি।
(হাবার হস্ত হইতে খাবার লইয়া ২য় বালক ব্যতীত সকলের আহার) হাবা বুড়ী হোক্, নাও চোখ বোজো, চোর হও।

১ম বালক। এই হাবা, চো'খ টিপে ধর না, কিসের বুড়ী হলি ? ধর না চোখ টিপে,— (মাথায় চড় মারিয়া) এটা পারিস্ নে ?

২য় বালক। কেন ওকে মারছিস্ ? নে গেল।

(বালকগণের ক্রীড়া ও গীত)

হয়েছে—টু দিয়েছি, লুকাবো না, ছোঁ দেখি ?
তাড়া দাও, তা হবে না, চোর হয়েছ—চালাকি ?
ছাই জানিস্ লুকোচুরি ;
ছুঁবি ? তোর মুরোদ ভারি,
এক ছুটে ছোঁব বুড়ী, ভাঙ্‌বে তোর জারী,
সাত চাঁদ গায়ে দেব, কাড়বো মাথায় চক্‌খড়ি।

(৩য় বালকের ছুটিয়া আসিয়া প্রথমে হাবা [বুড়ী]কে স্পর্শকরণ এবং তৎপশ্চাৎ ১ম বালকের ৩য় বালককে স্পর্শকরণ)

১ম বালক। আমি তোকে ছুঁয়েছি, তুই চোর হয়েছিস্।

৩য় বালক। আমি বুড়ী ছুঁলে, তার পর তুই আমায় ছুঁয়েছিস্।

১ম বালক। মিছে কথা বলিস নে, আমি আগে ছুঁয়েছি।

৩য় বালক। তুই মিছে কথা বলিস্ নি, আমি আগে বুড়ী ছুঁয়েছি।

১ম বালক। আচ্ছা, বুড়ী বলুক। হাবা, বল্ তো, আমি আগে ছুঁই, নেই ? আমি আগে ছুঁয়েছি, তার পর ও তোকে ছুঁয়েছে। বল্ না —বল না বেটা (প্রহারকরণ)

২য় বালক। কেন ওকে মারিস—কেন ওকে মারিস ?

১ম বালক। ওরে, ওর মা আসছে—পালাই চল্।

[বালকগণের পলায়ন।

(প্রভাকর ও তৎপত্নীর প্রবেশ)

প্রভাকর-পত্নী। দেখ দেখি বাছা রোজ রোজ মার খাচ্ছে। খাবার হাতে দিলে বেরিয়ে আসে, আর ছেলেগুলো কেড়ে নেয়। তুমি তো ছেলেগুলোকে কিছু বলবে না। মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেয়, খাবারগুলো কেড়ে খায়।

প্রভাকর। আমি কিছু বলি নি, যদি ওদের চৈতন্য হয়। এদের সঙ্গে খেলতে খেলতে যদি রাগ হয়,—তা হলেও বুঝ্‌বো যে জ্ঞানসঞ্চার হচ্চে।

প্রভাকর-পত্নী। আর তোমার সার খেলে কাজ নেই। পোড়ারমুখো ছেলেরা!—আমি আর বাছাকে বেরুতে দেবো না।

(জনৈক প্রতিবাসীর প্রবেশ)

প্রতি। ওহে প্রভাকর—প্রভাকর, এই দিক্ দিয়েই মহাপুরুষ যাবেন। তুমি একেবারে পায়ে ধ'রে পড়—আর ছেলেটাকে পায়ে ফেলে দাও। ক্ষমতার কথা বল্‌বো কি হে, আমি স্বচক্ষে দেখলুম, মরা ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দিলে।

প্রভা-পত্নী। হ্যাঁ জ্যাঠা,—সত্যি ?

প্রতি। হ্যাঁগো, মরা ছেলে কোলে ক'রে মা-মাগী কাঁদ্‌চে, তাদের ভাগ্যক্রমে সেই পথ দিয়ে মহাপুরুষ যাচ্চেন ;—দেখে দয়া হলো, বল্লেন, 'কাঁদ্‌চো কেন, তোমার পুত্র ত মরে নাই।' অমনি মৃতপুত্র যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠ্‌লো।

প্রভাকর। আমার প্রতি কি দয়া হবে ?

প্রতি। অবশ্যই হবে, উনি দয়ার সাগর।

(শঙ্করাচার্য্য এবং সনন্দন, মণ্ডন মিশ্র, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, তোটকাচার্য্য, শান্তিরাম প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ)

শঙ্কর। সুরেশ্বর, এ কোন্ দেশ ? যেন কোন মহাপুরুষের আবাসস্থল বোধ হচ্ছে। দেখ দেখ, —মাধব-মালতী পরস্পর আলিঙ্গিত ও পল্লবিত,

...দেবী বিরাজ করছেন; প্রাজ্ঞ [illegible] সন্ন্যাসীরা, পাপীরা অসঙ্কুচিতচিত্তে মনুষ্যের [illegible] নিহার ক'রে পান কচ্ছে, যেন হিংসা-দ্বেষ [illegible] নাই! হেথায় নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ [illegible] করছেন।

প্রভি। (প্রভাকরের প্রতি জনান্তিকে) [illegible] মাঁক—পায়ে ধরো।

প্রভা। (হস্তামলক হস্ত ধরিয়া) [illegible] (শঙ্করাচার্য্যের পদপ্রান্তে রক্ষা করিয়া) [illegible] কৃপা করুন,—বহুদিন অপুত্রক ছিলেম, [illegible] অবস্থায় এই পুত্রসন্তান লাভ হয়, কিন্তু [illegible] আমার ও আমার ব্রাহ্মণীর যন্ত্রণা শতগুণে বর্দ্ধিত। পুত্রের বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর, কিন্তু অদ্যাবধি একটি কথা নিঃসরণ করে নাই, দিবা-রাত্র [illegible]। ভোজ্যবস্তু মুখে দিলে কখনো আহার করে, পরিধেয় বস্ত্র সর্ব্বসময়ে কটিদেশে [illegible] শুচি অশুচি জ্ঞান নাই, যজ্ঞোপবীত দেহ হ'তে [illegible] তার প্রতি লক্ষ্য নাই। সমবয়স্কের সহিত কখন [illegible] না, কোন তুষ্ট বালক যদি কখনো [illegible] অপকার করে, তাতে কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করে না। মানবের [illegible]মাত্র, কিন্তু জড়ের ন্যায় আকার, প্রভু, [illegible] কৃপার মুকবালক জীবন পেয়েছে; —[illegible] এই জড় বালকের উপায় করুন। [illegible] আমার দেহতলে পতিত রয়েছে, যে অবস্থায় রাখুন, সেই অবস্থায় থাকে।

[illegible]। আপনি জড় বলছেন, কিন্তু আপনি আমাকে প্রণাম করতে বললেন, তা কেন বুঝলে?

প্রভাকর। কিছুই বোঝে নাই; আমি আপনার পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করেছি, সেই অবস্থাতেই পতিত রয়েছে। প্রভু, আপনি একে কৃপা করুন।

শঙ্কর। বালক, তুমি কে? [illegible] না [illegible] রূপে অবস্থান কচ্ছ? (বালকের মস্তকে হাত দিয়ে দণ্ডায়মান)

হস্তা। নাহং মনুষ্যো নচ দেবযক্ষৌ, ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ। ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো, ভিক্ষুর্ন চাহং নিজবোধরূপঃ।

[illegible] (প্রভাকরের প্রতি) [illegible] বালক কি অস্পষ্টশব্দ [illegible]?

হস্তা। তপন কিরণে যথা ভুবন প্রকাশ,
সেইরূপ মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি যত
ক্রিয়াবান্ যাহার প্রভাবে,
আকাশের তুল্য শুদ্ধ নিরঞ্জন সেই—
নিত্যজ্ঞানস্বরূপ সে শুদ্ধ-আত্মা আমি। ১
অগ্নির উষ্ণতা যথা বহ্নির স্বরূপ,
নিত্যজ্ঞান স্বরূপ যাহার,
জড়মতি প্রকৃতি যে বিরাট আশ্রয়ে
[illegible] কার্য্যে প্রবৃত্তা,
অধিকার নিত্যজ্ঞান-স্বরূপ অহম্। ২
[illegible] প্রতিবিম্ব দর্পণে যেমন
বদন হইতে নহে পৃথক্ কখন,
বুদ্ধিরূপ মুকুরে বিম্বিত আত্মা তথা
জীবভাব করিছে কল্পন,
ভিন্ন ভাবে [illegible] পরমাত্মা হ'তে—
সেই নিত্য [illegible] পরমাত্মা আমি। ৩
প্রতিবিম্ব নাহি রহে মুকুর বিহনে,
সেইরূপ আত্মবুদ্ধি হইলে বিলীন,
পরমাত্মা বিম্বিত যাহাতে,
[illegible] আত্মা রহে বিদ্যমান,
সেই পরমাত্মা মম [illegible]। ৪
মনের যে মন, যিনি চক্ষুর নয়ন,
ইন্দ্রিয় যাহারে নাহি পায় দরশন,
[illegible] সেই শুদ্ধজ্ঞান আত্মার স্বরূপ। ৫
[illegible] তথা [illegible] বিম্বিত
[illegible] স্বপ্রকাশ—
[illegible] বিদ্যমান,
আমি সেই নিত্যজ্ঞান আত্মার স্বরূপ। ৬
[illegible] রূপ-প্রকাশ কারণ,
[illegible] তাহা [illegible],
[illegible],
[illegible] এক বস্তু হেন,
[illegible] সে নিত্য আত্মা আমি। ৭
[illegible],
[illegible] জ্ঞান করে মূঢ়জন,
[illegible] বস্তু মায়া-আবরণে
বদ্ধ জ্ঞান করে আপনায়,
সেই নিত্য চিৎরূপ স্বরূপ আমার। ৮
জগতে সমস্ত বস্তু যাহাতে প্রকাশ,
অণু হ'তে বৃহতের আধার স্বরূপ

স্বচ্ছরূপ বস্তুগত আকাশ যেমন—
সেই নিত্য জ্ঞানরূপ স্বরূপ আমার।
কৃপাপ্রার্থী হব প্রভু, আশ্রিত তোমার,
হে গুরু, হে বিকার-বিহীন মহাত্মন,
স্ফটিকের পার্শ্বে রক্তজবা সংস্থাপনে
আরক্ত স্ফটিক হয় জ্ঞান,
চন্দ্র-প্রতিবিম্ব যথা চঞ্চল সলিলে
বহু চন্দ্র হয় অনুমান,
পরমাত্মা পরমপুরুষ তুমি দেব,
তেমতি এ বহুভাবে মায়ায় পঙ্কটি,
[illegible] হয় নিবারণ [illegible]!

শঙ্কর। হে বালক, তুমি শ্রীগুরুর [illegible] আমলকীফলের ন্যায় [illegible] তুমি হস্তামলক নামে [illegible] হও। তুমি [illegible] জগতের [illegible] সংস্কার বর্জ্জিত তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ, ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থান করো। (প্রভাকরের প্রতি) [illegible], প্রত্যক্ষ দেখলেন—আপনার পুত্র জড় নয়। আপনি গৃহী; [illegible] আপনার [illegible] প্রয়োজন নাই। এ পুত্ররত্ন আমায় দান করুন।

প্রভা-পত্নী। না-না, আমার যেমন জড় ছেলে ছিল, সেই জড় ছেলে থাকুক, আমার ব্রহ্মজ্ঞানী ছেলে চাই না। আমি এ সন্তান তোমায় দেব না,—আমার বাছা জড় হয়ে আমার [illegible]।

শঙ্কর। মা, [illegible] জড় বলছ? স্মরণ করো, তুমি তোমার [illegible] যমুনায় স্নান করতে গিয়েছিলে; যমুনায় পতিত হয়ে তোমার [illegible] নির্গত হয়। এই সাধু তোমার রোদনে দয়ার্দ্র চিত্ত হয়ে তোমার শিশুর শরীরে প্রবেশ করেছেন। তুমি ভেবেছিলে, তোমার পুত্র মূর্চ্ছাপন্ন হয়েছিল—তা নয়, তুমি এই মহাপুরুষকে গৃহে লয়ে এসেছ। [illegible] সংস্কার স্পর্শ করে, সেই নিমিত্ত জড়ের ন্যায় ইনি অবস্থান করতেন। এই সাধুর প্রভাবে এ প্রদেশ শান্তিপূর্ণ। মা, তোমার গৃহে নারায়ণ আছেন, পুত্রভাবে তাঁর সেবা করো, যশোদার ন্যায় নারায়ণ-পুত্র লাভ করবে।

প্রভা। [illegible], এসো—গৃহীর আবাসে যোগীর প্রয়োজন নাই। পুত্রজ্ঞানে এত দিন যে এই ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষের [illegible]। অপরাধ প্রাপ্ত হয়েছি, [illegible] ভগবানের পাদপদ্মে [illegible] অর্পণ করো।

প্রভা-পত্নী। যতীশ্বর, এ [illegible] সমর্পণ করেছি। পুত্রের [illegible] আপনি যতি, আপনি কি [illegible]? আমি অতি অভাগিনী।

শঙ্কর। মা [illegible] পুণ্যবতী, মুক্তাত্মার সেবা করেছ,—অচিরে [illegible] [illegible] হবে।

প্রভা। যতীশ্বর, [illegible] আপনি গ্রহণ করুন, কিন্তু [illegible] অন্ধকার জ্ঞান হচ্ছে। (পত্নীর প্রতি) এসো গৃহে যাই, [illegible] কে [illegible]।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রতিবাসী। প্রভু, আমাকে [illegible] প্রদান করুন। [illegible] আমি [illegible] মহীন মূঢ় ব্যক্তি।

(শঙ্করাচার্য্যের পদস্পর্শ করিয়া প্রণামকরণ)

শঙ্কর। [illegible] তোমাকে অচিরে দিব্যজ্ঞান লাভ করবে।

প্রতি। প্রভু, আজ আমার পরম ভাগ্য, যতীশ্বরের দর্শন, স্পর্শন ও আশীর্ব্বাদ লাভ করলেম।

[প্রতিবাসীর প্রস্থান।

শঙ্কর। এসো হস্তামলক, তোমার কার্য্য সমাপন হয়েছে। আমাদের এখনও বহুকার্য্য অবশেষ; (আনন্দগিরির প্রতি) আনন্দগিরি তুমি [illegible], তোমার ভাষ্য জনসমাজে পূজ্য ও [illegible] হবে। সনন্দন, চিৎসুখ, তোমাদের [illegible] পাঠেও আমি পরম তৃপ্তিলাভ করেছি।

সনন্দন। প্রভু, আমি অপরাধী, আপনি [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] করলেন, [illegible] করেছে।

শঙ্কর। ভুবনেশ্বর, প্রারব্ধ বলবান্‌; প্রারব্ধে তুমি অমর দেহ ধারণ ক'রে মাতৃপিতৃ মিত্ররূপে তোমার কার্য্য সমাধা করলে। এখন তোমার ভবরোগ [illegible] হবে। [illegible], তুমি কোন [illegible] কি, তুমি কে?

[illegible]। আমি [illegible] আমার পরিচয় মাত্র।

শঙ্কর। [illegible] যোগিরূপে দর্শন করেছি। সেই অবস্থায় তোমার গৃহে আবদ্ধ ছিলে—এখনো তোমার সাক্ষী, অতএব এরূপ ঠিক সামান্য শক্তিতে আবদ্ধ হয় না। (হস্তামলকের প্রতি) হস্তামলক, তোমার তো কর্ম্ম নেই, তুমি সন্ন্যাসাশ্রমে যেরূপ ছিলে এ আশ্রমেও সেইরূপ। তা তোমায় কোন ভাষ্য-রচনায় আদেশ ক'রে তোমার আনন্দের বিঘ্ন করবো না, তুমি নিজ ভাবানন্দে অবস্থান করো।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতোপরি কাপালিকের [illegible] কিরাতোর্দ্ধে বন।

শঙ্কর একাকী।

শঙ্কর। এ কোন্‌ স্থান? প্রকৃতি যেন কোন পৈশাচিক শক্তিতে আচ্ছন্ন। তরুলতা মলিন, বিহঙ্গ রবহীন,—যেন [illegible] আবাসস্থান।

(শান্তিদেবের প্রবেশ)

শান্তি। প্রভু, আজ আপনাকে ছাড়বো না, আমার সকলের সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করে, সবাই হাসবে আর বলবে, কেমন এত আহাম্মুখ! আজ একলা পেয়েছি, ছাড়বো না। আমার বড় গোল বেধে গিয়েছে, আমি মেধাহীন—আমি কিছু বুঝতে পারি না।

শঙ্কর। কি বাপু, কি বুঝতে পারো না?

শান্তি। এই প্রভু বলেন,—অদ্বিতীয়, অসঙ্গ, অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ এক ব্রহ্মই বিদ্যমান—আর সকলের মায়া; আর দেবদেবী, নেড়ানুড়ি যা যেখানে দেখেন, অমনি ছন্দে-বন্দে স্তব রচনা করেন। গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি যে যেখানে নদী আছে, এমন কি, ডোবা নালা বাদ যায় না, তার স্তব আওড়ান,—সকলকেই তো মুক্তিদাতা বলেন। কিন্তু বৈষ্ণব এসে তাকেও খণ্ড ক'রে দিচ্ছেন। শৈব এলেও তাই,—যেখানে যে উপাসক আছে, খুঁজে খুঁজে গিয়ে তো তাদের পরাস্ত করেন। এর কোনটা ঠিক আর কোনটা অঠিক, আমি বুঝবো, বলুন?

শঙ্কর। যত দিন দেহবুদ্ধি রহে,
পূজা, স্তব, যাগযজ্ঞ আদি প্রয়োজন।
মুক্ত-আত্মা প্রভৃতি রহেন পূজারত
যত দিন দেহবুদ্ধি রয়।
সমাধি ব্যতীত নহে দেহবুদ্ধি লয়।
এই হেতু মুক্ত-আত্মাগণে
রত রহেন দেবদেবী-পূজনেতে।
[illegible] সজন, দেবদেবী [illegible] সাধক
[illegible] ;
উপাস্য বস্তুতে থাকে যদ্যে স্থির জ্ঞান,
ধ্যানযুক্ত অহর্নিশ রহে,
ইষ্টমূর্ত্তি হেরে সে হৃদয়ে।
ক্রমে দিব্য জ্ঞানোদয়ে
উপাস্য সহিত হবে অভেদ আপনি;
দেবদেবী উপাসনা তেঁই প্রয়োজন।

শান্তি। প্রভু আপনার কথা ভারি গোলমেলে, যদি এ সব প্রয়োজন, তবে দেশ বিদেশ ঘুরে তর্ক করেন কেন?

শঙ্কর। হীনবুদ্ধি নরে, বিদ্যা-মদভরে
হীনজ্ঞান করে মূঢ় ভিন্ন সাধকেরে;
অহঙ্কারে ধরে ভ্রান্ত [illegible] সম্প্রদায়,
সত্য উপলব্ধি মাত্র কেবল তাহার।

শান্তি। আর আপনিও তো তাই বলেন, বলেন—অদ্বৈতবাদই সত্য, আর সব ঠিক নয়। যে যা বলতে আসে, অমনি মুখ পাকড়ে দিয়ে তো তার মত উল্টে দেন।

শঙ্কর। দিব্যজ্ঞানে [illegible] মনে যেই ভাগ্যবান,
ইষ্ট তার [illegible] ইষ্টের স্বরূপ
নিত্যানন্দময় বিভু ব্যাপ্ত চরাচরে,
ইষ্ট যার প্রিয় নিজ সম,

তবে ত্রাহি বিভো সে মহাত্মন মনে।
ভক্তি, শান্তি, প্রিয়—এই মহাবাক্যত্রয়
করিতে গ্রহণ, মম তর্ক প্রয়োজন,
ইহার অধিক নাহি শাস্ত্রশিক্ষা আর।
সেই প্রিয় [illegible] আশীষ সমান,
[illegible] শান্ত ভক্তে তাঁরে,
[illegible] প্রেমে—প্রিয় যে সম্বন্ধ বার,
যেরূপ সম্বন্ধ করে ঈশবের সনে।

শান্তি। ও বাবা,—আপনার ঐ কথার ভেতর আমি সেঁধোতে পারবো না। আমায় ব'লে দিন—[illegible] পর্যন্ত তো বুঝতে পারি, তারপর আমার স্ব-স্বরূপ আবার কি?

শঙ্কর। মন পর্যন্ত তো জানো? কার মন বল দেখি?

শান্তি। বড় সোজা কথাটি জিজ্ঞাসা কল্লেন কি না! তা জানলে আপনাকে জিজ্ঞেস করতেম কি না, আমিই আচার্য হ'য়ে যেতেম। আপনি মরা মানুষ বাঁচান, বোবা কথা কওয়ান, আমায় একটু বুদ্ধি দিয়ে দিন, যাতে একটু বুঝতে পারি।

শঙ্কর। বৎস, সাধন প্রয়োজন। সাধন করো—সমস্ত বুঝবে।

শান্তি। যা করতে হয়—সে আপনি করুন। [illegible] ক'রে তো মন বশ করতে বলেন? সে আমার কর্ম নয়। সে সব পদ্মপাদ প্রভৃতির [illegible]। আমি চোখ বুজে মন স্থির করতে [illegible] [illegible], মন যেটা বরং সোজাসুজি ছিল তার, চোখ বুজলেই, অমনি গৃহ-সংসার ঘুরতে চললো। এ মন নিয়ে—কি সাধন করবো বলুন? আমি একটা সোজাসুজি বুঝেছি, আমার মিষ্টিও লাগে—

"ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥"
এই মন্ত্র আউড়ে আমি নমস্কার করলেম, যা করাবার—করবেন।

শঙ্কর। বৎস, সার তত্ত্ব তোমার উপলব্ধি হয়েছে, বহু সাধনবলে এ ধারণা জন্মে। ব্রহ্মজ্ঞান তোমার করতলে।

(মস্তকে হস্ত দিয়া আশীর্বাদ)

শান্তি। মশায়, আপনি মাঝে মাঝে [illegible] চাইবেন। কাল সকালে যদি ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, কাল আবার আপনার পায় গোড়াগুড়ি করবো, এইটে মনে রাখবেন।

শঙ্কর। দেখ, এ অতি কল্পিত [illegible]। এ স্থানে আশ্রম করা উচিত নয়। [illegible] প্রভৃতিকে ডাকো, আমরা অদ্যই এ স্থান পরিত্যাগ করবো।

[শান্তির প্রস্থান।

(উগ্রভৈরবের প্রবেশ)

কে আপনি?

উগ্র। আমি আপনার চরণাশ্রিত—ভিক্ষাপ্রার্থী।

শঙ্কর। কি, আজ্ঞা করুন?

উগ্র। আমি আত্মোন্নতির ইচ্ছা করি।

শঙ্কর। আমার উপদেশ-গ্রহণে ইচ্ছুক কি?

উগ্র। না, আমার অন্য পন্থা, অদ্বৈত-পন্থা নয়। আমি শক্তির সেবাদী, [illegible]-অর্জন আমার কামনা।

শঙ্কর। তবে কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন?

উগ্র। আপনার দ্বারা সেই সিদ্ধিই লাভ করবো।

শঙ্কর। কিরূপ, প্রকাশ করুন।

উগ্র। আমি বহুদিন ভৈরবের উপাসনায় রত, তিনি প্রসন্ন হয়ে আমায় আজ্ঞা দেন যে, যদি কোন রাজা [illegible] নির্মলান্তঃ [illegible] মস্তক হোমে আহুতি প্রদান করতে পারিস্, তোর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, অষ্টসিদ্ধি লাভ করবি।

শঙ্কর। মহাশয়, যদি অদ্বৈত-পন্থা অবলম্বন করেন, অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি ঐশ্বর্য [illegible] পদদলিত ক'রে আনন্দধামে উপনীত হবেন।

উগ্র। না, আমার সাধনাই শ্রেয়ঃ—আমার অষ্টসিদ্ধিই বাঞ্ছা। তোমার শিক্ষা, আপনি তাহাদের [illegible] পূর্ণ করুন।

শঙ্কর। আমি কিরূপে আপনার বাঞ্ছা পূর্ণ করবো?

উগ্র। যদি আমার উপকারার্থে [illegible] [illegible]মনেই পারেন। আপনি [illegible] [illegible] থাকেন, এ অনিত্য শরীর [illegible] ক'রে রাখাই কর্তব্য। [illegible] রাজ্যের শরীর [illegible] শরীর রাখা [illegible]

ইচ্ছাও করি, কেবল ত্বরা সেই কার্য্য করুন।

শঙ্কর। আমায় কি কর্‌তে বলেন?

উগ্র। নিবেদন করেছি, এক নির্ম্মল সাধুর মস্তক আহুতি দেওয়া আমার প্রয়োজন। আমি সমস্ত স্থান অন্বেষণ ক'রে পবিত্র সাধু কোথায় দেখ্‌লেম না। বৌদ্ধ তান্ত্রিক অনেক আছেন, কিন্তু উঁদের চিত্ত আমার ন্যায় সমল। অতএব আপনি আপনার মস্তক ভিক্ষা দিন। প্রভু, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার অবিদিত নাই, পরকার্য্যে দধীচি আপনার অস্থি প্রদান করেছিলেন। আমায় মস্তক প্রদান ক'রে জগতে দধীচির ন্যায় যশস্বী হউন।

শঙ্কর। উত্তম! আমি এ ভঙ্গুর দেহ তোমার কার্য্যে প্রদান কর্‌বো। যথার্থ বলেছ—পরকার্য্যে দেহ-অর্পণ মানবের উচ্চ কর্ত্তব্য। কিন্তু নির্জ্জন কোন স্থান ব্যতীত আমার শিষ্যেরা তোমার কার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন করবে।

উগ্র। আসুন—আসুন প্রভু, এখন আপনার শিষ্যেরা উপস্থিত নাই,—আমার আশ্রমে আসুন—সে অতি নির্জ্জন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গণপতির প্রবেশ)

গণ। কি কর্‌বো, কোথায় যাবো! পথ চিন্‌তে পাচ্ছি না, কেন এ দুরন্ত কাপালিকের কাছে এসেছিলুম! আমায় নরবলি দেয় তো নিস্তার পাই। হায় হায়—ইচ্ছা ক'রে আপনার সর্ব্বনাশ করেছি।

(সনন্দন, মণ্ডন মিশ্র, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, হস্তামলক, শান্তিরাম প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ)

সনন্দন। কই—গুরুদেব কোথায় গেলেন?

গণ। পদ্মপাদ,—পদ্মপাদ,—রক্ষা করো।

সনন্দন। কি গণপতি,—কি হয়েছে?

গণ। উগ্রভৈরব নামে এক ঘোর কাপালিকের হাতে প'ড়ে আমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ।

সনন্দন। কেন—কি হয়েছে?

গণ। দেখ, শত শত কুৎসিত কর্ম্ম আমায় করতে হয়,—সতীকে ভুলিয়ে আনতে হয়, কোথায় কোন চণ্ডাল আছে, অনুসন্ধান ক'রে তাকে ভুলিয়ে আনতে হয়। যদি না করি—মারে, খেতে দেয় না। পালাতে পারি না,—পালাতে গেলে—কি যাদু করেছে, পালাতে গেলে পথ ভুলে যাই। সমস্ত দিন ঘুরে ফিরে কের ওর আড্ডানায় এসে পড়তে হয়। যে দিন পালাবার চেষ্টা করি, সে দিন আর যন্ত্রণার শেষ থাকে না। যে সব যুবতী স্ত্রীলোক কুকার্য্যের নিমিত্ত এনেছে, আর এমন কি—যারা জানে যে, তাদের বলি দেবার জন্যে এনেছে, মেয়েই হউক, পুরুষই হউক, যে ধর্পরে পড়েছে, পালাতে পারে না। ভাই, তোরা আমায় রক্ষা কর্।

সনন্দন। সে কাপালিক কোথায় থাকে?

গণ। এখানেই থাকে। কিন্তু সে কোন্ স্থান—আমি চিন্‌তে পারি না। আমি কোথায় রয়েছি, আমি বুঝতে পাচ্ছি নে।

সনন্দন। তোমার কোন চিন্তা নাই, গুরুদেবের শরণাপন্ন হও, আমাদের সঙ্গে এসো।

গণ। শোন শোন,—আচার্য্য এখানে আস্‌বেন, তাই এই পর্ব্বতে কাপালিক এসেছে। সে গুরুদেবকে খোঁজে, ওঁরে বলি দিতে চায়। উনি কোন দাক্ষ-শরীরে যখন ছিলেন, তখন থেকে বলি দেবার জন্যে ঘুরছে। ভাই, তোরা পায়ের ধুলো দে।

(সকলের পদধূলি গ্রহণ)

তোরা কি জানিস্, এ কথা আর কাউকে বল্‌তে গেলে কে যেন আমার গলা টিপে ধর্‌তো, কিন্তু তোদের তো বল্‌তে পার্‌লুম। আমি গুরুদেবের কাছে অপরাধী, তোরা ব'লে ক'য়ে আমার অপরাধ মাপ কর্‌তে বলিস্। (চমকিত হইয়া) এই যে আমার ভূত নেবে গিয়েছে, এই যে আমি পথ চিন্‌তে পাচ্ছি? ও ভাই—ও ভাই—তোরা সবের ধুলো দে, আমার আর পায়ে ঠেলিস নি, আমায় তোদের সঙ্গে রেখে দে!

(পুনরায় সকলের পদধূলি গ্রহণ)

সনন্দন। এসো, তিনি দয়ার সাগর, তোমার মার্জ্জনা করবেন।

গণ। ও ভাই! ও ভাই! আজ কি তিথি, অমাবস্যা কি? হাঁ, আজ অমাবস্যা,—আজ গুরুদেবকে বলি দেবার চেষ্টা পাবে।

সনন্দন। তুমি কি দেখেছো?

শান্তি। ভাই, আমার বড় আশঙ্কা হচ্ছে, যখন তোমাদের আকৃতি দেখে একজন তান্ত্রিক— রুদ্রাক্ষ মালা পরায়, কপালে রক্তচন্দন লেপন করেছে; বোধ হলো, আশ্রমের দিকেই আসছে। গুরুদেব কি তাঁরই সঙ্গে গেলেন? তিনি দয়াময়, যে যা প্রার্থনা করে, তারই প্রার্থনা রক্ষা করেন।

সনন্দন। অ্যাঁ—কি সর্বনাশ! চলো—কোথায় কাপালিকের আশ্রম দেখাবে।

শান্তি। এসো—এসো।

সনন্দন। চলো, সেই কাপালিকই গুরুদেবকে অবস্থিত ক'রে কি ব্যাঘাত করবে। উনি পরকার্য্যে মস্তক দিতেও প্রস্তুত আছেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উগ্রভৈরবের আশ্রম।

শঙ্করাচার্য, ও উগ্রভৈরব।

শঙ্কর। তুমি প্রস্তুত হও, আমি তোমায় মস্তক দেবার জন্য ধ্যানস্থ হচ্ছি।

উগ্র। আমি প্রস্তুত, কেবল খড়্গপূজা ক'রে খড়্গ গ্রহণ করি।

[খড়্গ আনয়নার্থে গমন।

শঙ্কর। মেদিনীতে মৃত্তিকা মিশাও
মিল জলে সলিল দেহের,
অনিলে অনিল, তেজ সহ তেজ,
ঘট নাশে ঘটাকাশ আকাশে মিশাও।

(সমাধিস্থ হওন)

(খড়্গ লইয়া উগ্রভৈরবের পুনঃ প্রবেশ)

উগ্র। এইবার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, এইবার অষ্টসিদ্ধি লাভ করবো। এ সংসারে—ইচ্ছা হয়, অমর হয়ে পর্য্যন্ত জীবিত থাকবো। কেবল ভোগ— কেবল ভোগ! ভোগ অপেক্ষা মোক্ষে কি সুখ! বহু কঠোর করেছি, এইবার কেবল ভোগ। ইন্দ্রাদেরও অপ্রাপ্য বস্তু উপভোগ, ব্রহ্মাণ্ডের সুন্দরী রমণীর সেবা গ্রহণ, ইচ্ছায় সর্বত্র ভ্রমণ, ইচ্ছায় মুক্তি—ইত্যাদি। গুরুদেবকে রক্ষা করিতে সিদ্ধ হবে সমস্ত, কেবল কার্য্যে যোগ দিব। শিব ভৈরবায়! আজো...

(দ্রুতবেগে সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। আরে দুরাচার পাষণ্ড নরঘাতী তোকে!—
(গর্জ্জন করিয়া সনন্দনের নৃসিংহমূর্তিতে প্রকাশ হইয়া কাপালিককে বিদীর্ণকরণ)

(মণ্ডন মিশ্র, আনন্দগিরি, চিৎসুখ, শান্তিরাম, হস্তামলক ও পদ্মপাদের প্রবেশ)

মণ্ডন। এ কি! গুরুদেব কি নৃসিংহদেবের মায়া হন করেছেন! গুরুদেবের কৃপায় আমরা সকলে কৃতার্থ।

শঙ্কর। (নৃসিংহদেবের স্তব)
নির্বিকার নর, কেশরী ঊর্দ্ধে,
প্রকট ভীম তনু অসুর-বিনাশে
নমস্তে নৃসিংহদেব।
হিরণ্যকশিপু-নিপাত-সময়ে
শক্তরূপ বিভু তারিতে নরকে,
মুক্তি-প্রদায়ক এস।
অনাদি এক সৃষ্টিআরম্ভে,
প্রহ্লাদ-বচনে সম্ভব স্তম্ভে,
ভক্তাধীন নমস্তে।
নরক-নিবারণ, সঙ্কট-হরণ,
ভীত-নিরাশক-সঙ্কট শরণ,
চরণ-বর্গপ্রদ হস্তে।
গর্জ্জন-স্তম্ভিত অসুরপ্রবাহে,
গর্ব নিপাতিত ভীষণনাদে,
দুর্জ্জন কম্পিত নাদে।
দয়া-পয়োধি, নিধি-সম্পদদাতা,
অতুল পদ ভব-অর্ণব-ত্রাতা,
দীনতারণ তাপে।
সৃষ্টিস্থিতিলয়-বিধানকারী
ভক্ত-হৃদাসনে নিয়ত বিহারী,
প্রাচীন পুরন্দর-নাশে।
শঙ্খ-সঙ্কল-বিভূষণ শ্রীপতি,
উপনিত শঙ্কর—সাধন মুক্তি,
দীনতারিত জন মাগে।

(নৃসিংহদেবের অন্তর্ধান।

মণ্ডন। প্রভু, দেখুন দেখুন—সংজ্ঞাহীন পদ্মপাদ দণ্ডায়মান।

শঙ্কর। পদ্মপাদ—পদ্মপাদ, প্রকৃতিস্থ হও,—প্রকৃতিস্থ হও, শান্তি—শান্তি!

সনন্দন। প্রভু, আমি কোথায়? এই যে দেখি দুষ্ট কাপালিক! একে কে নিধন করলে? গুরুদেব—গুরুদেব!—তিনি কোথায় গেলেন তিনি কোথায় গেলেন?

শঙ্কর। বৎস, কার অনুসন্ধান করছ—নৃসিংহদেবের? তিনি যাঁর হৃদয়বাসী, আমার শত্রু নষ্ট করে তাঁর হৃদয়েই প্রবেশ করেছেন।

মণ্ডন। তুমি কোথায় ছিলে?

সনন্দন। ভাই, আমি গুরুদেবের বিপদ জেনে নৃসিংহদেবকে স্মরণ করেছিলেম, তার পর আর আমার কিছু স্মরণ নাই।

শঙ্কর। পদ্মপাদ, সাধারণ ব্যক্তির পদরক্ষার জন্য গঙ্গাবক্ষে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় না। তোমার সাধনবলে রক্ষাকর্তা নারায়ণ—নৃসিংহরূপে আমায় রক্ষা করেছেন।

পদ্ম। (সাষ্টাঙ্গ হইয়া) প্রভু, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

মণ্ডন। প্রভু, এই গণপতির দ্বারা আমরা কাপালিকের সংবাদ পেলেম।

শঙ্কর। আমি অবগত আছি। শুন গণপতি, গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ তুমি জান না, এই জন্য আমায় কত ক্লেশ দিয়েছ, তা তুমি অনুভব করতে পার নাই। তুমি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলে, অনিচ্ছায় হয়ে আমার স্থান ত্যাগ করো। তুমি ত্যাগ করেছিলে, কিন্তু নিয়তই আমার অন্তরাত্মা তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত তোমার সহিত অবস্থান করেছে, এতে আমার কিরূপ আনন্দ জানো? যেরূপ কোন সংসারী ব্যক্তির দ্বাদশ বৎসর নিরুদ্দেশ একমাত্র পুত্র গৃহে প্রত্যাগমন করলে তার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়, আমারও সেইরূপ। পাপ-পন্থা কিরূপ ভীষণ, দেখেছ, সকলের নিকট সেই ভীষণ-মূর্ত্তি প্রকাশ ক'রে জীবের কল্যাণসাধন করো।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কাপালিকগণের ক্রকচের আশ্রম

ক্রকচ, কামকলা ও কাপালিকগণ।

ক্রকচ। কে এ শঙ্কর! শুনলেম, আমার প্রিয় শিষ্য উগ্রভৈরব কাপালিককে বধ করেছে! যথায় যায়, তথায় পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত করে। আমার দূত সংবাদ এনেছে যে, কাপালিক-বিনাশে কৃত-সংকল্প হয়ে রাজা সুধন্বা সসৈন্যে সজ্জিত! আমাদের ক্রিয়া-বলে সশিষ্য শঙ্কর ও সসৈন্যে রাজা সুধন্বার বধ সাধন করা সত্বর আবশ্যক।

কামকলা। তোমরা সকলেই বুদ্ধিহীন, একেবারে ভয়ে অভিভূত। সশিষ্য শঙ্করকে বধ কি নিমিত্ত করবে? আমাদের মতাবলম্বী করা যাক, তা হ'লে সমস্ত ভারতবর্ষ আমাদের নিকট অবনত-মস্তক হবে।

১ম কাপা। তুমি কি মনে করেছ, শঙ্কর সামান্য ব্যক্তি, তুমি কটাক্ষে অভিভূত করবে?

কামকলা। কেন, শঙ্কর তো মনুষ্য, স্বয়ং শঙ্কর বিচলিত হয়েছিলেন। আমায় পরীক্ষা করতে দাও। শুনেছিলেম, অঙ্গনা-সম্ভোগের নিমিত্ত শঙ্কর পরদেহে প্রবেশ করেছিল, এ আস্বাদ যে পেয়েছে, তারে বশ করা অতি সহজ। আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি, তারে বশীভূত করবো।

ক্রকচ। যাও, পারো উত্তম।

[কামকলার প্রস্থান।

আমাদের আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। যথায় যে জৈন ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক,—বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি পঞ্চোপাসকরূপে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করছে, তাদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেছি। তারা সব সুসজ্জিত হয়ে আসছে। আমরাও সুসজ্জিত হয়ে অগ্রসর হই, নর্ম্মদানদী প্রবেশ ক'রে রাজা সুধন্বার গতিরোধ করি। পরে ভৈরবদেবকে পূজায় সন্তুষ্ট ক'রে, তাঁর মারণ-শক্তিতে সমস্ত নষ্ট করবো। এসো—আমরা অগ্রসর হই।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বটবৃক্ষতল।

(কামকলার প্রবেশ)

কামকলা। ক্রকচ, তুমি জ্ঞানহীন। আমার নাশের চেষ্টা ক'রেও রমণীর কটাক্ষ-প্রভাব বোঝো নাই। তুমি কাপালিক, মন্ত্রই জানো, রমণীর মন্ত্র অবগত নও। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কে কোথায় শরীরধারী, যে নারীর কটাক্ষে না বিদ্ধ হয়! শঙ্কর তো পরকায়ে রমণীর আস্বাদ পেয়েছে। সে আমার হাবভাব, অঙ্গসঞ্চালন দর্শনে, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুক্কুরের ন্যায় অনুগামী হবে। আরে পুরুষ! নারীর নিকট তোদের দম্ভ কিসের? বুঝি আসছে, আমি সঙ্গিনীবেষ্টিতা হয়ে মাধুরীজাল বিস্তার করবো। দেখি— যোগিবীর আবদ্ধ হয় কি না।

[প্রস্থান।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। বহুকার্য্য এখনো সম্মুখে।
সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসক, ন্যায়,
বৈশেষিক দর্শন প্রভৃতি
হীনজ্যোতি বেদান্ত তপন-অভ্যুদয়ে।
পরাজিত পঞ্চ উপাসক,
আছিল নির্ম্মলচিত্ত যে পন্থী যথায়,
করিয়াছে শিষ্যত্ব গ্রহণ,
প্রধান সকলে রত বেদান্ত-প্রচারে।
একমাত্র অজিত কুটিল কাপালিক।
বৌদ্ধগণ প্রচ্ছন্ন হইয়ে
অদ্যাবধি নানাভাবে আছে নানা স্থানে।
স্বার্থপর পাষণ্ড সকলে
মানব অহিত কার্য্যে নিযুক্ত নিয়ত।
সে সবার বিনাশ ব্যতীত,
শান্তি নাহি হইবে স্থাপিত।
গৃহস্থিত বহ্নি যথা দগ্ধ করে গৃহ,
সেই মত সে সবার সিদ্ধিশক্তি যত,
বিনাশিবে পৈশাচিক-চমূ।

(সঙ্গিনীগণ সহ কামকলার পুনঃ প্রবেশ)

(গীত)

যা হেরে মাধুরী সে দাঁড়ায় অন্তরে।
ছি ছি সখি, ফিরে আসি আর কিসের তরে।
করে না নারীর আদর, এত তার কিসের অহঙ্কার,
কিসের এত গুমর দিয়ে থাকে যে সে অন্তরে।
তার কাছে যেতে কে চায়, যেতে যে বাধে গো পায়,
তার পায়ের ধূলো কি সব পায়?
প্রেমরসে যার প্রাণ গলে না,
শুকিয়েছে প্রাণ জোর ক'রে॥

কামকলা। আহা, মরি মরি। তোমার পূর্ণযৌবন, যুবতীসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে নিঃসঙ্গ কেন ব'সে আছ? তুমি পণ্ডিত, বিচার করেছ, তর্কে পণ্ডিতকে নিরস্ত করতে পারো। কিন্তু খণ্ডানন্দ বিনা যে ব্রহ্মানন্দ লাভ হয় না, তা কি তুমি জান না? আমরা যুবতী, পরস্পর সহোদরা। তোমার সেবার জন্য এসেছি। তুমি ভোগের জন্য পরদেহে প্রবেশ করেছিলে। রাজরাণীরা অশিক্ষিতা অঙ্গনা, তাদের সহিত কি আনন্দ পাবে? আমাদের সেবায় নর-শরীরে নিত্যানন্দের আস্বাদ প্রাপ্ত হবে।

শঙ্কর। স্বাগত জননি,—
এসো এসো অবিদ্যারূপিণি,
মায়াশক্তি স্বরূপিণি—
মহাকার্য্যে হও মা সহায়;
করো সংহারিণী প্রভাব বিস্তার,
অনাচারে নাশ অনাচার,
বিদ্যারূপে বিহর সংসারে,
এসো কুৎসিতারূপিণি,
দুর্জ্জনের শাস্তিবিধায়িনি,
দুর্ম্মতি কাপালীগণে করহ বিনাশ;
রূপ পরিহর—নিজ রূপ ধর,
কুৎসিতা, বিনাশ করো কুৎসিত প্রকৃতি,
হও নিজ সংহার-কারণ।

(কমণ্ডলু হইতে বারি নিক্ষেপ)

কামকলা। দেহে অগ্নিবর্ষণ হচ্ছে, দোহাই শঙ্কর— দোহাই শঙ্কর! রক্ষা করো! আমরা প্রতিজ্ঞা কচ্চি, তোমার শত্রুবিনাশে সহায় হব।

শঙ্কর। যাও মা যাও, দুষ্টগণের শাসনবিধান করো।

কামকলা। শঙ্কর আজ হতে আমি তোমার দাসী. আমি যোগিনী আরাধনায় যোগিনীশক্তি লাভ করেছিলাম, তোমার কমণ্ডলুর বারিস্পর্শে আমি শক্তিহীনা। আজ হতে তোমার দাসী।

সতর্ক হও। এই যে ঘোরতর দুর্য্যোগ দেখ্‌চ,—এ কাপালিক মায়াপ্রভাবে। তুমি শিবশক্তি প্রকাশ ব্যতীত এই উগ্রমায়া নিবারণ করতে পারবে না। এখনি শত সহস্র বজ্রপাত হবে, সসৈন্য রাজা সুধন্বা ও সাথীরা তুমি বজ্রাগ্নিতে ভস্ম হবে।

শঙ্কর। আমি জগন্মাতার আশ্রিত, সামান্য কাপালিকশক্তি আমার অনিষ্টসাধন করবে না। আপনি যান, যদি আমার সাহায্য করবার ইচ্ছা করেন, কাপালিকগণের ভৈরব পূজার ব্যাঘাত করুন।

কামকলা। কিরূপে করবো—আজ্ঞা করুন।

শঙ্কর। ক্রকচ যখন ভৈরব-পূজায় নিযুক্ত হবে, তুমি মোহিনীরূপে তার সম্মুখীন হয়ে মনশ্চাঞ্চল্য উৎপাদন করবে; তা হ'লেই ভৈরব রুষ্ট হবেন।

কামকলা। যাই, আপনাদের উপায় করবো।

শঙ্কর। দেবদেবের কার্য্যে সহায়িকা হও, দেবকার্য্যের সহায়স্বরূপ কৈলাসে যোগিনীরূপে বাস করবে। চিরদিন কপট ব্যক্তির ধ্বংসের কারণ হবে।

[প্রণাম করিয়া সকলের প্রস্থান।

(সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। প্রভু, সম্মুখে সহসা বিপুল নদীস্রোত প্রবাহিত, রাজা সুধন্বা আপনার সাহায্যে যে সকল সৈন্য প্রেরণ করেছেন, তারা অগ্রসর হয়ে কাপালিক-প্রদেশে প্রবেশ করতে পাচ্ছে নাই। আর যেরূপ ঘোর দুর্য্যোগ উপস্থিত, তাতে তো বিষম অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা।

শঙ্কর। চিন্তা দূর করো, রাজাকে সসৈন্য আমার পশ্চাতে আসতে বলো, এ মায়ানদী অনায়াসেই আমরা পার হয়ে যাবো। [সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মন্দির-প্রাঙ্গণমধ্যস্থিত হোমকুণ্ড।

পূজারত ক্রকচ।

ক্রকচ। হে ভৈরব, হে রুদ্রমূর্ত্তি বিকট ভৈরব, আবির্ভাব হয়ে পূজা গ্রহণ করো। ত্রিলোক জয় ক'রে তোমার ভক্তগণের হিতসাধন করো।

(সুসজ্জিতা কামকলার প্রবেশ)

কি কামকলা, তুমি হেথায় কেন?

কামকলা। আমি অঞ্জলি প্রদান করবো।

ক্রকচ। আজ কি মোহিনীবেশ ধারণ করেছ! আজ আমি তোমার সংসর্গে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী উপভোগ অপেক্ষা পরমানন্দ উপভোগ করবো। মনোমোহিনি, পূজা সমাপ্ত ক'রে ভৈরবের কৃপায় অগ্রে শত্রু বিনাশ করি।

কামকলা। শীঘ্র সমাপ্ত করো, আমিও পিপাসী।

ক্রকচ। অপেক্ষা করো—অপেক্ষা করো, আমি পূর্ণাহুতি প্রদান করি।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ)

শঙ্কর। কাপালিক!

ক্রকচ। কে তুমি?

শঙ্কর। তোমার শত্রু, তোমার সমস্ত অধিকার রাজসৈন্যে পরিবৃত, কিন্তু এখনো তোমার জীবনরক্ষার উপায়বিধান কচ্চি। তুমি ভৈরবের নামে প্রতিশ্রুত হও যে, মানব অহিতকর কার্য্যে আর নিযুক্ত থাকবে না; তোমার দলস্থ সকলকে হীনপন্থা হ'তে বিরত করবে। ভারতবর্ষে কাপালিকগণের তুমি প্রধান, তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার ক'রে জনহিতকর অদ্বৈতপন্থা স্থাপনের সহায় হও, অথবা কাপালিক সম্প্রদায় বিনষ্ট করো, নচেৎ মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হও।

ক্রকচ। তুমি মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হও!—

আয় আয় বিকটা প্রকৃতি,
কুক্রিয়ায় যে আছ যথায়,—
এসো শীঘ্র মহামারি, দাবানল-সন্ধানে;
এসো, হও মহাবেগে অশনি সম্পাত
বহ ঘোর প্রলয়-পবন,
উগল প্রলয়বারি সাগর হইতে।

[হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান

(কটাগণের আবির্ভাব)

নৃত্যগীত

খুট্‌ খুট্‌ খুট্‌ খুট্‌ ঘুট্‌ ঘুট্‌ ঘুট্‌ ঘ
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝোঁকে ঝোঁকে

ঝিল্ ঝিল্ ঝিল্ ঝিল্   ঝিল্ ঝিল্ ঝিল্ ঝিল্
ঝেঁকে ঝেঁকে এঁকে বেঁকে ॥
তুড়্ তুড়্ তুড়্ তুড়্ তুড়ি, ছাকড়ি চিকুরি,
তড়্ তড়্ তড়্ তড়্ আগ্নি, হাড়ে হাড়ে ঢালি,
ঘুট্ ঘুট্ ঘুট্ ঘুট্ কেঁকে মেঘে ঢেকে,
ঝড়ি বুড়ী ছোটে,   ভোঁ ভোঁ সোঁ সোঁ হেঁকে ॥
কল্ কল্ কল্ কল্   চলে নোণা জল,
তাথাই তাথাই জাতি মাতি থাই,
গন্ গন্ গন্ গন্ গন্ আগুনে সেঁকে ॥

শঙ্কর। মহাবিদ্যা হও মা উদয়,
ক্ষুদ্র শক্তি করহ হরণ।

(বিকটাগণের অন্তর্দ্ধান)

কাপালিক, দেখ, মন্ত্র বিফল তোমার।

ক্রকচ। ত্যজ দম্ভ,
এখনি বুঝিবে মম শক্তির প্রভাব।
ভূত প্রেত পিশাচ দানব,
হও আবির্ভাব—
কর পরাভব এই হিংসক যোগীরে।

(হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান)

(ভূত-প্রেতগণের আবির্ভাব)

নৃত্যগীত

দে—দে দে দে দে দে না হানা।
মার্ মার্ মার্ মার্   ধর্ ধর্ ধর্ ধর্,
কাট্ কাট্ কাট্ কাট্ খা না খা না ॥
তড়্ তড়্ তড়্ তড়্   তোড়ে ভাড়্,
মাটী ফাড় পাড় পাহাড়্,
মোচ্ড়া ঘাড়,   চিবো হাড়,—
গুমে গুমে পোড়া হাওয়া
ভ'লুকে ভ'লুকে উঠুক ধোঁয়া ;
তোল রোল গণ্ডগোল,
আকাশ জোড়া তুফান তোল ;
সেঁটুকে ফণা গর্জ্জে এসে,
ছনিয়া ঘেঁষে ফেল্ না ঘিরে ;
এক গাড়ে—দিকশাড়ে,
যে আছে—না বাঁচে,—
মুড়ো হবো মাথী ॥

শঙ্কর। হর শক্তি হে নন্দিকেশ্বর,
শিবশক্তি-প্রভাবে তোমার।

(ভূতপ্রেতগণের অন্তর্দ্ধান)

কাপালিক,
এখনো করহ নিজ মঙ্গল সাধন,
কুমতি করহ পরিহার।

ক্রকচ। তিষ্ঠ—তিষ্ঠ !
এস এস বিকট ভৈরব,
বিপক্ষের দণ্ড চূর্ণ কর আবির্ভাবি।
করি এই দুষ্টের নিধন,
নিজ পূজা ভূমণ্ডলে করহ স্থাপন,
রক্ষা করো আশ্রিত সকলে।

(হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান)

(হোমকুণ্ড হইতে ভৈরবের আবির্ভাব)

ভৈরব। আরে রে মূঢ় কাপালিক, তোর এখনো জ্ঞানোদয় হ'লো না ? প্রত্যক্ষ দেখ্লি, বিশ্বধ্বংসকারী অমঙ্গল শক্তিসকল আবাহন ক'রে ছিলি, সমস্ত শক্তি যার শক্তিতে নিমুখ হ'লো, এখনো তার পূজা না ক'রে নিষ্কাসন কচ্ছিস্ ? এখনি তোর বিনাশ-সাধন করি, ধরার অমঙ্গলশক্তি মঙ্গলময় নরক্ষী শঙ্করকে অবলম্বন ক'রে মঙ্গলশক্তিতে পরিণত হোক্।

ক্রকচ। আমি যে হই, আপনার নিকট আমি অপরাধী নই, আপনার আমি উপাসক।

ভৈরব। তুই উপাসক নয়, মন্ত্রবলে আমায় বশীভূত কর্‌বি, এই তোর কাম্যকল্পনা। কিন্তু স্বয়ংই তার সিদ্ধি উৎপাদন করেছিস্, কামাসক্ত হয়ে আমার পূজায় প্রবৃত্ত হয়েছিস্, তোর পূজা পণ্ড, তোর মন্ত্রে আর আমি বাধ্য নই। বিনাশ প্রাপ্ত হ। তোর বিনাশে পৃথিবীতে প্রচার হোক যে, উৎকট কাম্যক্রিয়ায় ধ্বংস হবার আশঙ্কা আছে। নিষ্কাম ব্যক্তি ব্যতীত মহাশক্তি অন্ত আধারে বহুদিন অবস্থান করে না।

(ভৈরবের শূলাঘাতে কাপালিকের মৃত্যু)

হে প্রভু, হে রুদ্রেশ্বর, হে শম্ভু, দাসকে আজ্ঞা দেন, এই সঙ্কেতে যুদ্ধার্থে সমাগত দলসহ কাপালিককে ভস্মসাৎ করি।

শঙ্কর। গুরু হে ভৈরবদেব, হে শিবশঙ্কর হে শুভঙ্কর

পৃথিবীরক্ষার ভার ভৈরবের উপরে অর্পিত —মানবের মঙ্গলবিধান করুন।

ভৈরব। শিব-আজ্ঞা শিরোধার্য্য। হে প্রলয়াগ্নি, তুমি উদ্দীপ্ত হয়ে কাপালিকগণকে ভস্ম করো। [illegible] [illegible] বিনষ্ট হোক্, পৃথিবীতে [illegible], [illegible] প্রভৃতি দানবীয় কার্য্যকলাপ কপট-[illegible]দিগের সহিত ভস্ম হোক্।

(ভৈরবের অন্তর্দ্ধান)

(শান্তিশীলার প্রবেশ)

শান্তি। প্রভু, প্রভু,—আশ্চর্য্য ঘটনা! কাপালিকগণ মহাবলে উগ্র জলপ্রবাহ সৃজন ক'রে সৈন্য-সামন্ত বিনষ্ট করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। সহসা দিগম্বরী এক রমণী সেই মায়াস্রোত নিবারণ করেছেন। বহু উৎপাত উৎপাদন করেছিল, সেই রমণীর [illegible] সকলি বিফল হয়েছে। সহসা যেন মৃত্তিকা হ'তে অগ্নি উত্থিত হয়ে কাপালিকগণকে ভস্ম ক'চ্ছে।

শঙ্কর। চল বৎস, ভক্তগণ নিজ ভক্তিবলে অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে। উপস্থিত এ স্থলে আমাদের কার্য্য হয়েছে। এক্ষণে কামরূপের তান্ত্রিকগণ পরাজিত হ'লেই ভারতবর্ষের কোন স্থান অপরাজিত থাকবে না। (সচকিত হইয়া) মা, মা!—

শান্তি। প্রভু, অকস্মাৎ এরূপ চঞ্চল হলেন কি নিমিত্ত?

শঙ্কর। [illegible] আমি মাতৃদর্শনে গমন করবো। মা আমায় স্মরণ করেছেন, আমি মনে তাঁর বক্ষ-দুগ্ধের আস্বাদ পেয়েছি। তোমরা সকলে নিশ্চিন্ত হয়ে [illegible] অভিমুখে অগ্রসর হও। আমি মাতৃদর্শন করে তথায় উপস্থিত হবো।

শান্তি। যথা আজ্ঞা।

[শান্তিশীলার প্রস্থান]

শঙ্কর। এস, [illegible]
[illegible]

[গগনমার্গে শঙ্করাচার্য্যের প্রস্থান]

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

শঙ্করাচার্য্যের বাটী।

(শয্যাশায়িতা বিশিষ্টার নিকট মহামায়া ও জগন্নাথ)

বিশিষ্টা। কই মা, এখনো তো আমার শঙ্কর এলো না? আমায় তো সে বলেছিলো, আমি স্মরণ করলেই সে আসবে। সে তো আমার মিথ্যা-বাদী নয়, তবে কেন এখনো বিলম্ব কচ্ছে? এ জীর্ণদেহে আর অধিকক্ষণ তো প্রাণ থাকবে না—আমি জোর ক'রে ধ'রে রেখেছি, আমি বাছাকে একবার দেখবো ব'লে ধ'রে রেখেছি, বেরুতে দিই নাই। সে আমায় 'মা' ব'লে ডাকলে, শুনে তবে যাবো। তবে কেন বা—সে বিলম্ব কচ্ছে!

জগ। (মহামায়ার প্রতি) হাঁগা, তুমি যে হও বাছা, তুমি কিন্তু বড় [illegible],—আমাদের মত পরাণটা তোমাদের নয়। তোমার [illegible] খাওয়ান [illegible]—ওটি খুদপাকই [illegible]। মায়ের দরদ জানো নি। ডেকে আনো, মাগী একবার দেখে মরুক। ওঃ—ওদের একবার দেখা পেলে কানদুটো বগুড়ে ধ'রে হিঁচুড়ে আনতুম। "ওগো দাদা—ওগো দাদা" কইতো, আমি ভাবতুম ভাল মানুষ। মহামায়ার হাত দিয়ে চলে যাই; [illegible] আর জায়গা পায় নি, ভালমানুষ দেখে ভাব পেতে ছেলে হল। আমার যদি কেউ ছেলে হ'তে আসতো তো ঝাঁটা ঝেড়ে তাড়াতুম—হয় কোন দেবতা। যদি মায়ের মাথা খাবি, তবে মায়ের পেটে থকে কেন [illegible]? গাছ থেকে ঝুলে পড় কেনাই। তার দরুক জিবি দে, খালি নিতে হয় দে, মাথা মুড়ুতে হয় মুড়ো,—কে তোরে কি বলতে যেতো।

বিশিষ্টা। বাবা শঙ্কর, আমি যে তোমার আশাপথ চেয়ে এখনো জীবন রেখেছি! বাপ আমার, আর কি মাকে দেখা দেবে না? তুমি যে আমার সাগরছেঁচা মাণিক। আয় বাপ—মরণ সময় দেখা দে। বাবা, তুমি তো মিথ্যাবাদী নও, তবে কেন দেখা দিতে আসচ না?

(শঙ্করের শূন্য হইতে অবতরণ)

শঙ্কর। এই যে মা—আমি এসেছি।

খুদে। খুদে—খুদে—তুই কি কুঁড়ে আমা! একবার চোখ চেয়ে দেখ্—মাগীর কি হাল করেছিস্। এই তো উঠে এস্তে পারিস্, এত দিন একবার এস্তে নারলি, তা হ'লে তো মাগীর এমন হাল হয় নি।

মহা। জগন্নাথ, এসো, আমরা একটু অন্তরালে যাই, ওদের মায়ে-বেটায় কথা হোক্।

জগ। খুদে, একবার মা ব'লে ডাক্,—মাগীর প্রাণটা শীতল হোক্, আমি শুনে যাই।

শঙ্কর। মা—মা, তুমি যে মুহূর্ত্তে স্মরণ করেছ, তোমার স্তনদুগ্ধের আস্বাদন আমার মুখে এসেছে।

জগ। তুই কি দুধ খেয়েছিলি? মাগীর মাইয়ে দুধ ছিল না, পাথর-কুচি দিয়ে তোরে পেলেছে। আহা, যা হোক্, তবু মাগী শেষ দেখাটা দেখলে।

[জগন্নাথ ও মহামায়ার প্রস্থান।

বশিষ্ঠা। বাবা, আমার সময় উপস্থিত, পুত্রের কার্য্য কর।

শঙ্কর। (শিবের স্তব)

নগেন্দ্র-নন্দিনী-নাথ গিরীশ্বর,
নিন্দি রজতনিভ কলেবর।
নিশানাথ নবরঞ্জিত মূর্দ্ধনী,
নাথ নীলগল নাগধর ॥
নকারায় নমঃ।
মন্মথমর্দ্দন, মূরতি মহান,
মহেশ মণ্ডিত মানব-ভাল।
মহামায়াধর মহিমা-অর্ণব,
মূড় মৃতাসন করাল কাল।
মকারায় নমঃ।
শিব শুভশঙ্কর শশধরশেখর,
শক্তিসমন্বিত শিখরবাসী।
শ্বেত-অস্থিদল শরীরশোভিত,
ভস্মবিভূষিত অঙ্গে হাসি।
শকারায় নমঃ।
বাঘাম্বর বিভু বিরিঞ্চি-বন্দিত,
বিশ্বেশ্বর বর অভয়কর।
ব্যোমকেশ ভব, বমবোম্ রবরব,
বাহনবৃষভ বিষধর ॥
বকারায় নমঃ।
যোগীশ্বর যত যাজি যোগেশ,
যোগাসন যম-জয়কর।
যোগমায়াঞ্চিত যোগী যাগব্রত,
যশস্বিন্ যুগ-অন্তকর ॥
যকারায় নমঃ॥

বশিষ্ঠা। বাবা, ডমরু-ধ্বনি শুনছি, আমি শিব-লোকে যাবো না। শিবে আমার পুত্রজ্ঞান হয়েছে, আমি শিবলোকে দেবদেবের পূজা করতে পারবো না। নারায়ণ আমাদের কুল-দেবতা, 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ ক'রে আমার স্বামী প্রাণত্যাগ করেছেন, তিনি নারায়ণ-সেবায় নিযুক্ত আছেন,—আমি তাঁর সহিত মিলিত হয়ে নারায়ণ-সেবায় নিযুক্ত থাকবো—এই আমার সাধ।

শঙ্কর। (নারায়ণের স্তব)

নত আশ্রিতা তাপিতা মাতা।
শরণে দেহি চরণ ত্রাতা ॥
নায়কবর নব জলধর।
রাধা-রমণ রসিক-প্রবর ॥
যজ্ঞেশ্বর জগজ্জীবন;
নকার নিত্যানন্দ ঘন ॥

(পট পরিবর্ত্তন—বিষ্ণুলোক)

বশিষ্ঠা। এই যে—এই যে গোলোকবিহারী মুরলীধারী! এই যে আমার স্বামী পরিষদরূপে তাঁর পার্শ্বে! আমি ভাগ্যবতী, সার্থক পুত্র গর্ভে ধারণ করেছিলাম! নারায়ণ—(মৃত্যু)

(পট-পরিবর্ত্তন—পুনরায় পূর্ব্বদৃশ্য)

শঙ্কর। মা মা,—যে রূপে গর্ভে স্থান দিয়েছিলে, যে রূপে লালনপালন করেছিলে, সে রূপ হরণ করলে! বিশ্বজননি! সন্তানকে ভুলে থেকো না।

(জগন্নাথ ও মহামায়ার পুনঃপ্রবেশ)

জগ। এই যা—আহা, ছেলে দেখবার জন্যে মাগীর পরাণটা ছিল। আহা, জন্মদুখিনী গেল—জন্ম-দুখিনী! মিলে মাগীকে পেটে খায় নি, আর একখানা পরে নি,—পরের লেগেই গেল! আমি চাষার ছেলে, মা বলেছিস্, তাতে খুদেকে ছেড়ে সন্ন্যাস ক'রে আমায় গোলেছিল যে

শঙ্কর। ওগো মা—ওগো দাদা—আজ আমরা মাতৃহীন হলেম।

উগ্র। কাঁদিস্ নে,—কাঁদিস্ নে। মাগী মরেছে, এখন বেটার কাজ কর। আমি একা [illegible] পারবো না—কি করি? মাগীকে একবার দেখে দেখুম, মা ব'লে ডাকতুম—[illegible] কুড়ুতুম। আমি এখন কি করি—[illegible]

শঙ্কর। ওগো দাদা, ওগো দাদা—তুমি [illegible] চিরপূজ্য হয়ে থাকবে।

উগ্র। আর থাকিবার কাজ নি। এখন কাজ যদি, তুই এক একবার দাদা ব'লে মনে করিস্। (চমকিত হইয়া) হাঁ রে ছুঁড়ে কি ভেল্কী দেখাস্ রে? ও রে, [illegible] সব যে সাফ হয়ে যাচ্ছে রে! ছুঁড়ে ছুঁড়ে—তোকে চিনে নিয়েছি। (মহামায়ার প্রতি) মাগী, মাগী, জেনেছি, তুই কে! আমিই এক—আমিই অনেক। আমি—আমি নই, সেই-ই আমি—সেই-ই আমি।

[প্রস্থান।

মহামায়া। আরও কি শঙ্কর—[illegible] কি পারবে?

শঙ্কর। ইচ্ছাময়ি, যে [illegible] ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা নয়। তুমি যত দিন ঘোরাবে, তত দিন ঘুরবো। এখনো তো বঙ্গদেশ অপরাজিত, এখনো তো আমার সংসারে সর্বজ্ঞ প্রচার হলো নাই। এখনো তো কাশ্মীরে সারদাপীঠে বিদ্যা [illegible] স্থান পাই নাই। আমি তোমার ইচ্ছাধীন, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ না হ'লে আমি কিরূপে [illegible]?

মহা। [illegible]—আমায় [illegible] কি? আমি [illegible] আমি ত স্বাধীন নই, কেঁদে বেড়াই।

[প্রস্থান।

(রামদাস ও সদানন্দের প্রবেশ)

রামদাস। এই যে শঙ্কর, কোথায় কি মনে ক'রে?

শঙ্কর। মাতার সৎকার করবো।

রাম। বটে, তোমার [illegible] কি নিবৃত্তি? মুখাগ্নি ক'রে [illegible] অধিকারী করবে? [illegible] গিয়েছিলে, [illegible] তোমার দিলুম, [illegible] তা [illegible] আমরা [illegible]

শঙ্কর। আমি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর তো প্রয়োজন নাই।

রাম। কাজির সন্ন্যাসী কি না, তাই মুখাগ্নি করবে! তার পর শ্রাদ্ধের অধিকারী হয়ে, রাজাকে ব'লে বিষয় কেড়ে নেবে, তা নাও। সৎকার তুমি একলা করো, আমরা ও দেহ স্পর্শ করবো না। তোমার সদাচার তো জানি, শিবগুরু ব'লে ছিল না, তোমার মা গর্ভবতী হয়েছিল।

সদানন্দ। এসো দাদা—চলে এসো,—এখানে থাকলে গাঁয়ে একঘরে করবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

শঙ্কর। শুষ্ককাষ্ঠে মাতৃদেহ হোক আচ্ছাদিত,
দেহ হোক চিতার নির্মাণ।
আজি হইতে শূদ্রাচারী এ হীন প্রদেশে
শবদেহ দগ্ধ যেন হয় গৃহমাঝে;
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা নাহি করিবে গ্রহণ।
অগ্নিদেব, বরে মম হও প্রজ্বলিত,
দগ্ধ করি মাতৃকায়া।

[সহসা শুষ্ককাষ্ঠে শবদেহ আচ্ছাদিত ও
অগ্নি প্রজ্বলিত হইল।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

কামরূপ—মহামায়াদেবীর নাটমন্দির।

অভিনব গুপ্ত, তৎশিষ্য ও সমাগত
বৌদ্ধ কাপালিকগণ।

অভিনব। আরে, শাস্ত্রজ্ঞান আছে কেতার? তর্ক মর্ম আন্দোলন করতে কেতা? শঙ্করটা তো দেখ [illegible] কাঙ্গাল কচুটি; শক্তি মানবার চায় নি, [illegible] ঠেকছিলো! কামরূপ এসবার [illegible] গেল, দুটো তোতা কথা কয়া [illegible] বসাইবু।

১ম বৌদ্ধ। প্রভু, যিনি শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান, যিনি শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান,—বৈষ্ণব, সৌর, জৈন, বৌদ্ধ, গাণপত্য,—যে যে সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি যে স্থানে ছিল, সকলে পরাজিত হয়ে শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। রাজা সুধন্বা আমন্ত্রণ ক'রে যেখানে যে বৌদ্ধ কাপালিক,

জৈন প্রভৃতি প্রচ্ছন্নভাবে আছে, তাদের বিনাশসাধন কচ্ছে! আমরা পলায়ন ক'রে ভারতের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে এসে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

অভিনব। ভালই করচ, মহামারীর প্রসাদ পাতি থাহো, চক্র করতি থাহো, শঙ্কইরাটাকে আনতি দাও, তখন বোঝবার পারবা—শর্মারাম কেডা! এহন যাও—নিশ্চিন্ত হয়্যা বাসায় ব'স যাইয়া। ভয়ডা কিসের? দ্যাখবা এনে শঙ্কইরা আইসা পদসেবা করবা

বৌদ্ধগণ। প্রভু, আমরা আপনার শিষ্য, আমাদের রক্ষা ভার আপনার উপর।

অভিনব। হ—হ—বলচি যে—নিশ্চিন্ত হয়্যা যাও।

[বৌদ্ধ কাপালিকগণের প্রস্থান।

শিষ্য। কর্তা, আপনি শঙ্কইরার সাথ তর্ক করবার চাও না কি? অমন কাজে যাইও না, মান খোয়াবা—কলাম। মুই তার তর্ক দ্যাখ্‌ছি, কথার তোর উঠতি থাহে, টিকবে কেডা! তাই বলতেছি, একটা উপায় করো, তর্কে যাইও না।

অভিনব। হ—হ—শুনছি বড় তার্কিক,—শুনছি বড় তার্কিক।

শিষ্য। যা শোন্‌চ, তা পাকা জানবা।

অভিনব। তুমি কি কর্‌বার সলা দাও?

শিষ্য। তোমার নি মারণ আসে? একটা রোগ চাইলা দিয়া শঙ্কইরার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাও।

অভিনব। ঠিক বলচো—ঠিক বলচো—ওই বগন্দর রোগটা চালমু, যন্ত্রণার চোটে এ প্রাণ ছাইরা রর দিবে।

শিষ্য। মারণ করবার চাও না ক্যান্?

অভিনব। তার বিঘ্ন আছে। শুনছি—বর যোগী, তার মারণে বিঘ্ন অইলেই আপন মরণ উপস্থিত হইব। ওই কর্কচ কাপালিক মারণ চাইলাছিলো, বিঘ্ন হওয়ার তারে ভৈরবে মাইরে ফেলাইছে। ওই বগন্দর রোগ চালান করমু। [illegible] বাতারাইতি [illegible] করি।

শিষ্য। [illegible] তোমার [illegible] শঙ্কইরা আইজই তোমায় [illegible] বিচার করিবার আসবো।

অভিনব। আইচ্ছা, তুমি এহানে রও, [illegible] আছি। কাইল যাইয়া বিচার করমু। [প্রস্থান।

শিষ্য। ভালো ভালো—কাইল আর বিচার করবে কেডা। বগন্দরের জ্বালাতেই অস্থির করবে।

(শঙ্করাচার্য্য ও মণ্ডন মিশ্রের প্রবেশ

শঙ্কর। আপনি কি আচার্য্য অভিনব গুপ্ত?

শিষ্য। না, আমি তাঁর শিষ্য, তিনি এহন পূজায় আছেন।

শঙ্কর। আপনি আমার এই শিষ্যকে তাঁর নিকট লয়ে যান, আমার মন্তব্য আচার্য্যের নিকট প্রকাশ করবে।

শিষ্য। আচ্ছা, চলেন। (স্বগত) এহনই ট্যার পাইবেন অনে।

[মণ্ডন মিশ্রকে লইয়া শিষ্যের প্রস্থান।

(কামাখ্যাদেবীর প্রবেশ)

শঙ্কর। মা, তুমি কে?

কামাখ্যা। আমি এই স্থানে থাকি। শোনো, তুমি বৃথা পরিশ্রম ক'রে এ দেশে এসেছ। এ কপটাচারী বামাচার প্রদেশে সরল অদ্বৈতপন্থা গৃহীত হইবে না। তুমি পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ ক'রে হরিলীলার সহায় হবে, তখন এই বামাচার দমিত হয়ে অদ্বৈতমার্গ গ্রহণ করবে।

(অন্তর্দ্ধান)

শঙ্কর। মা কামাখ্যাদেবী কি সন্তানকে দর্শন দিলেন? জননীর আদেশ শিরোধার্য্য।

(ভগন্দর ব্যাধির প্রবেশ)

শঙ্কর। তুমি কে?

ব্যাধি। আমি ভগন্দর ব্যাধি, অভিনব গুপ্তের অভিচারে প্রেরিত হয়েছি। কিন্তু অনুমতি ব্যতীত আপনার দেবদেহে প্রবেশ করতে সাহস কচ্ছি না।

শঙ্কর। কেন, দেহমাত্রই তো তোমার অধিকার?

ব্যাধি। হে সর্ব্বজ্ঞ, নিষ্পাপ শরীরে তো আমাদের [illegible] নাই।

শঙ্কর। [illegible] নিষ্পাপ নই, আমি জগতের পাপ [illegible] ক'রে ভ্রমণ করেছি, তুমি আমার

ব্যাধি। প্রভু, জগতের পাপ গ্রহণ করেছেন সত্য, কিন্তু সে পাপ আপনার অনুমতি ভিন্ন আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না। আর আমরা ব্যাধি, অশুচি [illegible] [illegible] আমার [illegible] বুঝিলেন শুদ্ধের অভিচারবলে [illegible] যদি আপনার দেহে স্থান না [illegible] পাষণ্ডের দেহ অধিকার করে তার [illegible] বহু-দিন করবো।

শঙ্কর। না তাতে অভিচারবাদীরা ব্যর্থ হবে। [illegible] আমি শাস্ত্র-রক্ষার্থে এসেছি, শাস্ত্র যদি [illegible] না [illegible] আমি আপনাকে [illegible] শরীর [illegible] করতে [illegible] ভোগ ব্যতীত পাপের নাশ হয় না, জগতের [illegible] ভোগ আমার শরীরেই [illegible]।

ব্যাধি। প্রভু, জগতের সমস্ত [illegible] আপনার সত্তায়, আমাদের কেন জন-অভিচারবাদী সৃজন করেছেন?

শঙ্কর। তোমরা [illegible] নও, [illegible] [illegible] পাষণ্ডহৃদয়ে ধর্মবুদ্ধি প্রবেশ করে। [illegible] আমার দেহে প্রবেশ করবে।

[illegible] উভয়ের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক ঃ

[illegible] শঙ্করাচার্য্যের আশ্রম।

সনন্দ [illegible] পদ্মপাদ, আনন্দগিরি [illegible] প্রভৃতি [illegible]

[illegible] কি [illegible] করবে?

[illegible]। [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] পাপ গ্রহণ ক'রে এই [illegible]। আহা, দেহ [illegible] শীর্ণ হয়েছে। আমি [illegible] [illegible], এ দেশে [illegible] তো [illegible] নাই।

সনন্দন। [illegible] [illegible] [illegible] শুনেছিলেন, [illegible]

(হস্তামলক ও শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ এবং হস্তামলকের করযোড়ে শঙ্করাচার্য্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান)

শঙ্কর। কি হস্তামলক?

হস্তা। প্রভু, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

শঙ্কর। তুমি আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত পুরুষ, তোমার আবার প্রার্থনা কি?

হস্তা। প্রভু, আমি আপনার দাস, আমার বঞ্চনা করবেন না।

শঙ্কর। [illegible], তোমরা শোন শোন—আজ মৌনী [illegible] আমার নিকট কি প্রার্থনা করে।

আনন্দ। গুরুদেব, আপনার নিকট তো বহু [illegible]

শঙ্কর। এ বালকের প্রার্থনা কি জানো?

আনন্দ। আপনি অন্তর্যামী, আপনিই জানেন।

শঙ্কর। এ [illegible] আমার [illegible] রোগ প্রার্থনা করে। আর [illegible] রোগ তোমায় কিরূপে প্রদান করবো?

হস্তা। প্রভু, আজ্ঞা করুন, আমি আকর্ষণ ক'রে লই।

শঙ্কর। (বাষ্পভরে) [illegible] হস্তামলক, তোমার শরীর রোগগ্রস্ত হ'লে আমি [illegible] যন্ত্রণা অপেক্ষা শতগুণ যন্ত্রণা পাব।

হস্তা। তাই পদ্মপাদ, গুরুদেব আর, [illegible] গুরুদেব অভিচার-নিবারণ [illegible] অভিনব [illegible] অভিচারে [illegible] রোগগ্রস্ত হয়েছেন, সেজন্য চিকিৎসকেরা এ রোগ শান্তি করতে অক্ষম।

সনন্দন। [illegible] তুমি কিরূপে সংবাদ পেলে?

হস্তা। বাল্যাবস্থা [illegible] আমি [illegible] কুমারবর্গকে আহ্বান করেছিলাম। তাঁদের নিকট সংবাদ প্রাপ্ত হলেম, [illegible] পরাজিত হবার ভয়ে, অভিচার ক'রে গুরুদেবকে এই রূপ রোগগ্রস্ত করেছে।

সনন্দন। তুমি এখনও [illegible] ভস্ম করো নি?

হস্তা। গুরুদেবের নিষেধ, তাই আমি নিজ শরীরে রোগ-গ্রহণের প্রার্থনা করছি।

সনন্দন। [illegible] গুরুদেবের নিষেধ, আমি গুরুবাক্য-[illegible] ব্রহ্মাপরাধের বহন করবো, তথাপি

কপটাচারীর প্রাণবধ করতে নিরস্ত হব না। হে গুরুদত্ত চেতন মন্ত্র! তোমার প্রভাবে খল রোগ অভিচারী অভিনব গুপ্তের শরীরে প্রবেশ করুক।

(অভিনব গুপ্ত ও তৎশিষ্যের প্রবেশ)

অভিনব। আহ আহ—আমার অভিচারের বলটা আহ—বুমারে মেরে ফেলেচে! (প্রকাশ্যে) শঙ্করা কেডা? আমি তর্ক করবার আইচি।

সনন্দন। হে খলব্যাধি, যদি এই দণ্ডে গুরুদেবের শরীর ত্যাগ ক'রে এই পশু-শরীরে প্রবেশ না করো, আমি অভিচারীর সহিত তোমায় বিনষ্ট করবো।

অভি। (অধীর হইয়া) ওরে বাপ্ রে—বাপ্ রে—মইলাম রে—মইলাম রে—গ্যালাম!—

শঙ্কর। স্থির হোন্—স্থির হোন্—কি হয়েছে?

অভি। আমারে ক্ষমা করেন, আমারে রক্ষা করেন। ওরে গ্যালাম রে—গ্যালাম! মইবে চড়্যা আমারে মারবার আইসতেচে—কনে যামু—

সনন্দন। যমালয়ে যাও।

[সশিষ্য অভিনব গুপ্তের পলায়ন।

শঙ্কর। পদ্মপাদ, কি করলে? তোমার বাক্য তো ব্যর্থ হবে না, নরহত্যা হবে যে?

সনন্দন। প্রভু, পশুহত্যা সামান্য পাতক, আপনার দর্শনে আমার দেহে স্থান পাবে না। দুষ্টের মরণে পৃথিবীর ভার লাঘব হবে, এ প্রদেশে সতীর সতীত্ব রক্ষা হবে, অভিচারীরা এই পশুর পরিণাম দর্শনে ভীত হয়ে আর দুরন্ত ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হবে না। আর আমি আপনার নাম স্মরণ ক'রে জনসমাজকে আশীর্ব্বাদ কচ্চি, যে শঙ্করলীলা আলোচনা করবে, তার প্রতি দুষ্টশক্তি বলহীন হবে।

শিষ্যগণ। জয় নররূপী শঙ্করাচার্য্যের জয়।

শঙ্কর। বৎস, সকলে প্রস্তুত হও, এ প্রদেশে আমাদের কার্য্য সমাপ্ত, আমরা কাশ্মীর অভিমুখে গমন করবো। যেমন সপ্তদ্বীপা ধরায় জম্বুদ্বীপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, জম্বুদ্বীপে যেরূপ ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ভারতবর্ষ মধ্যে কাশ্মীর শ্রেষ্ঠ, তথায় সর্ব্ববিদ্যা প্রকাশিনী সারদাদেবী বিরাজমানা। অদ্যই সকলে গমনার্থে প্রস্তুত হও।

[শিষ্যগণের প্রস্থান।

কত দিনে হবে মম কার্য্য অবসান,
কর্ম্মভূমে কত দিন করিব ভ্রমণ;
ধন্য মহামায়া—
ধন্য এ ভৌতিক দেহ মায়ায় গঠিত,
চৈতন্য আচ্ছন্ন যার অদ্ভুত প্রভাবে।
প্রারব্ধ গঠিত দেহ না হইবে ক্ষয়
কার্য্য অবসান বিনা।
বলবান্ কার্য্যের আসক্তি অজ্ঞানে!
বিদ্যা বা অবিদ্যা মায়া উভয়ই শৃঙ্খল
স্বর্ণ-লৌহ শৃঙ্খলের প্রভেদ যেমতি
বিদ্যা আর অবিদ্যার প্রভেদ সেরূপ;—
উভয়ই বন্ধন,
কার্য্যে কার্য্যক্ষয় বিনা বন্ধন না যায়।
কে বলিবে কত দিনে কার্য্য ফুরাইবে!

(গৌড়পাদের প্রবেশ)

এ কি, আমার পরম সৌভাগ্যের উদয়! পরমগুরু গৌড়পাদের পাদপদ্ম দর্শন করলেম।

গৌড়। বৎস, তোমার চিন্তায় আমি আকর্ষিত; আমার পরমগুরু ব্যাসদেবের দর্শনলাভ করেছ, তাঁরই আদেশে ভাষ্য প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েছ, তোমার কার্য্য সম্পূর্ণপ্রায়। তোমার ভাষ্যপ্রচারে অযথা শাস্ত্র-ব্যাখ্যা খণ্ডিত হয়েছে, পুণ্যভূমি ভারতের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারিত। তোমার বেদান্তভাষ্য ব্যতীত বৌদ্ধ-দর্শন খণ্ডিত হতো না। ভগবান্ নারায়ণ বুদ্ধশরীরে বেদ অস্বীকার ক'রে বৌদ্ধিসত্ত্ব স্থাপন করেছিলেন, তোমার ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচারে বেদমর্য্যাদা রক্ষা হয়েছে; বৌদ্ধ-দর্শন যে বেদের অন্তর্গত, তা তুমি সপ্রমাণ করেছ। তোমার অল্প কার্য্যই অবশিষ্ট আছে, কাশ্মীরগমনে কার্য্য পূর্ণ হবে। তথায় বাগ্‌দেবীর বিদ্যাভদ্রাসন স্থাপিত। সেই বিদ্যাভদ্রাসনে উপবেশন ক'রে সংসারে প্রচার করো যে, তোমার প্রবর্ত্তিত পন্থাই শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত বিদ্যাভদ্রাসনে উপবেশনের কারো অধিকার নাই। তুমি সেই মন্দিরের দ্বাররক্ষক অপরাজিত

পণ্ডিতগণকে পরাজিত ক'রে অদ্যাবধি অনুদ্ঘাটিত দক্ষিণদ্বার উন্মুক্তপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করো। পণ্ডিতবর্গের পরাজয়ে সকলের প্রতীতি জন্মাবে যে তুমি সর্ব্বজ্ঞ। তোমার মতই প্রকৃত মোক্ষপথ ব'লে গৃহীত হবে। আমার বরে যোগশক্তিতে সশিষ্য মাঝের স্থান অতিক্রম ক'রে অচিরে তথায় উপস্থিত হও।

শঙ্কর। প্রভু, আপনার বাক্যে কৃতার্থ হলেম। আমার কার্য্য নিষ্ফল নয়, আপনার আশ্বাসবাক্যে প্রতীতি হচ্ছে। আপনার চরণে শতকোটি প্রণিপাত।

গৌড়। বৎস, বর প্রার্থনা কর।

শঙ্কর। প্রভু, আপনার দর্শনলাভ করেছি, আমার আর বর প্রার্থনা কি? আজ্ঞা করুন, নিরন্তর ব্রহ্মতত্ত্বে নিমগ্ন থাকি।

গৌড়। তথাস্তু। [প্রস্থান।

(মণ্ডন মিশ্রের প্রবেশ)

মণ্ডন। প্রভু, রাজা সুধন্বা আপনার নিমিত্ত রথ লয়ে উপস্থিত আছেন।

শঙ্কর। বৎস, সদাশিবের পদদ্বয় ব্যতীত তো অপর রথের প্রয়োজন নাই। চলো—রাজদর্শনে গমন করি।

[সকলের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক

কাশ্মীর—সারদা মঠ।

মন্দির-রক্ষক।

মন্দির-রক্ষক। এতদিনে কি কাশ্মীরের গৌরব, বীণাপাণি সারদাদেবীর মহিমা—এক বালক সন্ন্যাসী দ্বারা বিনষ্ট হবে? মা'র মন্দিরের দক্ষিণদ্বার দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণ দ্বারা রক্ষিত। জনে জনে অদ্বিতীয় দার্শনিক, যাঁদের তর্কশক্তি সমস্ত ভারতে প্রচারিত, যাঁদের সম্মুখীন হ'তে কেহ কখন সাহসী হয় নাই, এই ক্ষুদ্র বালক তাঁদের প্রতিভা নিরস্ত কচ্ছে। যিনিই এই বালকের সম্মুখীন হচ্ছেন, তিনিই পরাজয় স্বীকার ক'রে অবনত মস্তকে এই বালকের দ্বার পরিত্যাগ কচ্ছেন। মা'র মান কি আছে—কে জানে! এই বালক কি সর্ব্বজ্ঞ? মা'র বিদ্যা-ভদ্রাসন কি অধিকার করবে?

(কয়েকজন পণ্ডিতের প্রবেশ)

১ম পণ্ডিত। মহাশয় সর্ব্বনাশ! কে এ কুহকী? এর সম্মুখে বাক্‌শক্তি বিজড়িত! বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, সৌগত, মীমাংসক প্রভৃতি অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণ পরাস্ত হয়ে দ্বার পরিত্যাগ করেছেন। সাংখ্য, দার্শনিক, যাঁর বিজয়-পতাকা এতাবৎকাল গর্ব্বে উড্ডীয়মান ছিল, তিনিও সন্ন্যাসীর নিকট পরাজয় স্বীকার করেছেন। দিগম্বরপন্থী পথরোধ করেছেন, কিন্তু তাঁর উদ্যম নিশ্চয় বিফল হবে! বালকের তর্কশক্তিতে কাহারও জয়লাভের আশা নাই।

২য় পণ্ডিত। এখনও দেখুন—দক্ষিণদ্বার রুদ্ধ। দিগম্বরপন্থী সাধারণ পণ্ডিত নন, তিনি নিশ্চয়ই বালককে নিরস্ত করবেন। মা সারদাদেবী—নিজ সিংহাসন নিজেই রক্ষা করবেন, বিদ্যা-ভদ্রাসনের গৌরব কখনও নষ্ট হবে না।

দৈববাণী। না।

২য় পণ্ডিত। ঐ শোন—দৈববাণী শোনো।

১ম পণ্ডিত। ঐ দেখ—দক্ষিণদ্বার উদ্ঘাটিত।

(দ্বার উদ্ঘাটিত হওন—শঙ্করাচার্য্য ও সনন্দন, মণ্ডন মিশ্র, আনন্দগিরি, তোটকাচার্য্য, হস্তামলক, চিৎসুখ, সারিশায়, গণপতি প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ)

শিষ্যগণ। জয় সর্ব্বজ্ঞ যতীশ্বর শঙ্করাচার্য্যের জয়!

মন্দির-রক্ষক। এই কি শঙ্করাচার্য্য? পবিত্র বিদ্যাভদ্রাসন কি এই বালক কর্ত্তৃক অধিকৃত হবে? দৈববাণীও কি মিথ্যা? (শঙ্করাচার্য্যের প্রতি) পণ্ডিতবর, আপনি বিদ্যাবলে পণ্ডিতবর্গকে পরাস্ত ক'রে দক্ষিণদ্বার উন্মুক্ত করেছেন, কিন্তু আমায় নিরস্ত করুন। যে ব্যক্তি নির্ম্মলচিত্ত নয়, তাকে সর্ব্বজ্ঞ ব'লে স্বীকার করা যেতে পারে না। কেবল তর্কবলে [illegible] বিদ্যার পরিচয় হয় না, প্রকৃত জ্ঞানলাভই বিদ্যার পরিচয়। আপনি যদি [illegible]

লোকপরম্পরায় শ্রুত আছি যে, অমরুরাজের নিমিত্ত আপনি পরকায়ে প্রবেশ করেছিলেন। অতএব আপনার আসক্তিবর্জ্জিত চিত্ত আমি কিরূপে অবগত হব? সে পরিচয় না পেলে, এ সারদাপীঠে বিদ্যা-ভদ্রাসনে আপনাকে স্থান দিতে আমি প্রস্তুত নই। মায়ের কৃপায় আমি এই স্থানরক্ষায় নিযুক্ত আছি।

তোটকাচার্য্য। আপনি সারদাদেবীর পীঠ-রক্ষায় নিযুক্ত থেকেও কি নিমিত্ত এরূপ অযৌক্তিক ভাষা প্রয়োগ কচ্চেন? যদ্যপি পূর্ব্বজন্মে কেউ শূদ্র থাকে, পরজন্মে ব্রাহ্মণ হয়েও কি তাহার বেদে অধিকার হয় না।

শঙ্কর। হে মহাত্মন্, আমি আমার আত্ম-তৃপ্তির জন্য এই আসনে উপবেশনে ইচ্ছুক নই। আমি দেবদেব মহাদেবের আদেশে বেদান্তভাষ্য প্রস্তুত করেছি। নারায়ণস্বরূপ ব্যাসদেব ভাষ্যপাঠে আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে বরপ্রদান করেছেন। তথাপি জনসমাজে সর্ব্বজ্ঞ ব'লে যদি আমি প্রামাণ্য না হই, তা হ'লে আমার ভাষ্য জনসমাজে গৃহীত হবে না। এই আসনে স্থানলাভ সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয়। আমি দেবদেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়ে আমার ভাষ্য প্রচারে প্রবৃত্ত। যদি কৃতকার্য্য হয়ে থাকি, সারদাদেবী স্বয়ং আমায় স্থান দান করবেন।

দৈববাণী। বৎস, তুমি একমাত্র এই আসনের যোগ্য, অসঙ্কোচে আসন গ্রহণ করো, তোমার উপবেশনে আসনের মর্য্যাদা রক্ষিত হবে।

শঙ্কর। দার্শনিক ঋষিগণে,
কূটবুদ্ধি মানবের নিরাস কারণে,
দমিবারে চার্ব্বাক সকলে,
দেশকাল অনুসারে করেছেন দর্শন রচনা।
যোগমার্গ কর্ম্মমার্গ আদি
বিরচিত সময়-উচিত প্রয়োজনে।
এবে মুক্তিপন্থা প্রসারিত ঈশ্বর-কৃপায়।
বেদান্তহৃদয়ের অর্থ জগতে প্রচার,
আত্মার প্রকাশ, অবিদ্যা বিনাশ,
ব্রহ্মলোকে আত্ম-দরশন,
মহাতত্ত্ব 'তত্ত্বমসি' প্রকাশ ভুবনে।
মহাবাক্য হৃদিমাঝে করিবে ধারণ—
জনগণে আত্মজ্ঞানে কর অবধারণ।

মা সারদে তব পীঠে
মম কার্য্য হোক্ সমাধান।

(শঙ্করাচার্য্যের সারদাপীঠে উপবেশন)

পীঠরক্ষক। প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আপনি যে সাক্ষাৎ জ্ঞানময় শঙ্কর, অজ্ঞানতাবশতঃ তা আমার উপলব্ধি হয় নাই। সর্ব্বজ্ঞ যতীশ্বর, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। এতদিন সারদামাতার আসন-রক্ষক ছিলাম, আজ হ'তে আপনার আসন-রক্ষক পদে নিযুক্ত ক'রে কৃতার্থ করুন।

শঙ্কর। পণ্ডিতবর, আমার আসন নয়, জননী সন্তানকে ক্রোড়ে স্থান দিয়েছেন মাত্র। মাতার আসনের আপনিই যোগ্য রক্ষক।

সকলে। জয় নরশঙ্কর শঙ্করাচার্য্যের জয়!

শঙ্কর। হে বিরক্ত সন্ন্যাসিগণ, এখনো প্রচারকার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। তোমরা দেশদেশান্তরে এই অদ্বৈত ভাষ্য প্রচার করো। আমি কেদারনাথ দর্শন ক'রে কৈলাস-দর্শনে ইচ্ছুক। তোমাদের মধ্যে যারা আমার সঙ্গী হবার ইচ্ছা করো,—এসো—আমরা অদ্যই যাত্রা করি।

[সকলের প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক

কৈলাস-সন্নিকটস্থ পর্ব্বতপ্রদেশ।

(মহামায়ার প্রবেশ)

গীত।

কব কারে আর সে বিনা কে জানে,
কি বেদনা তারি বিহনে,
বিরহ-গাথা থরে থরে গাঁথা
রহিবে নীরব বিজনে।
নয়নবারি মিশাও নীহারে,
ঘন শ্বাস মিশ পবনে,
হৃদয়তাপ তপনে মিলাও,
কঠিন কায়া মিশ গিরিসনে,
শূন্য প্রাণ গগনে।
বিনা প্রাণাধার, আমি আমি নই,
প্রাণে প্রাণে বাঁধা তাই প্রাণময়ী,
কাঁদে প্রাণ পিপাসায় …

মিছার কেন বা সই—
বিফল আশা হৃদয়-মাঝে রাখিব কেমনে যতনে ॥

(গণপতির প্রবেশ)

গণপতি। (স্বগত) ও রে বাপ্ রে! সেই কাপালিক ব্যাটার অবিদ্যা। এখানে কি করতে মরতে এলো। পালাই—বেটী না দেখে।

মহা। বাবা,—শোন—শোন—

গণ। কেন বাছা,—তুমি পরের মেয়ে—পরের বউ, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, কেন তোমার কথা শুন্বো?

মহা। আমি যে তোমাদের মা, আমার কথা শুনবে না?

গণ। মা আছে, মা-ই আছে, তুমি তোমার ভাবের পথ দেখ, আমিও আমার ভাবের পথ দেখি। আর বাছা, তোমার পাল্লায় পড়্ছি নে।

মহা। শোন না, তোমার গুরুর সংবাদ দিচ্চি।

গণ। কে—সেই তোমার কাপালিক? সে বেটা অক্কা পেয়েছে, তা জানো না বুঝি? তাই আমায় ধোঁকা লাগাতে এয়েচ?

মহা। তুমি কি মনে করছ? আমি সে তো নই, আমি সে কাপালিক নটিনী না। তোমার চোখ ঢাকা রয়েছে, আমি তোমার চোখ খুলে দিতে এসেছি। তুমি আমাকে কে মনে করেছ? আমি সে নই, সে তোমার বিমাতা। আমি তোমার সত্যি মা।

গণ। বাছা, তোমার আর মা সাজিতে কাজ নাই।

মহা। বাবা, আমি না পথ ছেড়ে দিলে পথ দেখ্তে পাবে না। তোমার চোখের আবরণ এখনো ঘোচে নাই। তুমি এখনো তোমার গুরুকে চিন্তে পারো নাই। তাই তোমায় বল্তে এসেছি, তোমার গুরু মানুষ নয়, তোমার গুরু সাক্ষাৎ শঙ্কর। এই কথাটি মনে রেখ, তা হ'লেই তুমি মোক্ষপ্রাপ্ত হবে।

গণ। (স্বগত) না, সে বেটী তো নয়। (প্রকাশ্যে) তুমি কে মা?

মহা। বাবা, আমি বল্লেও তো বুঝ্তে পারবে না। তোমার বিমাতাও মরেছে, আমি যে দিন মরবো, সেই দিন চিন্বে।]*

[মহামায়ার প্রস্থান।

[গণ। তাই তো—তাই তো, আমি যেন আমি এক রকম সব দেখছি! আমি নিদ্রিত না জাগরিত। আমি কোথায়, আমার শরীর কি হলো! এ সব কি? গুরুদেব—গুরুদেব—চরণে স্থান দাও!]

(মণ্ডন মিশ্র ও সনন্দনের প্রবেশ)

সনন্দন। অদ্যাবধি ভারতবর্ষের সমস্ত পণ্ডিত-মণ্ডলীকে পরাজয় ক'রে কাশ্মীরের সারদাপীঠে বাগ্দেবীর সিংহাসনে উপবেশন করতে কেহই সমর্থ হন নাই। গুরুদেব যখন সমস্ত পণ্ডিত-মণ্ডলীকে পরাজয় করলেন—অকস্মাৎ দৈববাণী হলো—"বৎস, আমার আসনে উপবেশন কর্বার তুমি একমাত্র যোগ্য। আমার আজ্ঞায় আসন গ্রহণ ক'রে ভারতবর্ষে 'সর্ব্বজ্ঞ' নামে প্রচারিত হও।" ভাই সুরেশ্বর, সমস্ত ভারতে অদ্বৈত মত স্থাপিত, পুণ্যভূমি জ্ঞানসূর্য্যে আলোকিত। ভাই, তুমি আনন্দ-সংবাদে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলে কেন?

মণ্ডন। শুন ভাই, অন্তর বিকল কিবা হেতু।
তুষার-আবৃত ঘোর পর্ব্বত-প্রদেশে,
নিত্য রজনীতে—
বামাকণ্ঠে কেবা করে সকরুণ গান?
যেন কোন নারী বিরহবিধুরা,
মনোব্যথা কহে এই জনশূন্য স্থানে;
দেখ দেখ, নারীমূর্ত্তি কে অগ্রগামিনী?

সনন্দন। হতেছে স্মরণ,
পূর্ব্বে যেন এই মূর্ত্তি করেছি দর্শন।
আছিলেন গুরুদেব যবে পরকায়ে,
নাহি পাই কোনমতে রাজ-দরশন,
অকস্মাৎ কৃপা করি আসি এক নারী—
সঙ্কটে করিল মাতা উপায়-বিধান।
হেরি অবয়ব মম হয় অনুমান,
অগ্রগামী রমণী-মূরতি সে সুন্দরী।
মহা হিতৈষিণী সেই জননীস্বরূপা,
তাহে কেন অনিষ্ট আশঙ্কা কর তুমি?

মণ্ডন। নহে এ সামান্য নারী হয় অনুমান।
প্রধানা প্রকৃতি।
মহাশক্তি ধরি নারী-কায় ভ্রমেন ধরায়,
তাঁর বিরহ-সঙ্গীতে ভয় হয় চিতে।

লীলা বুঝি অবসান-প্রায়;
অন্তিমে যাঁ শিবশক্তি হয় সম্মিলিত।

(শঙ্করাচার্য্য, শান্তিরাম, [illegible], [illegible], [illegible], জ্যোতিকাশ্যপ প্রভৃতি [illegible])

শান্তি। প্রভু, প্রভু—দেখুন, [illegible] ... [illegible] উদিত হচ্ছে। প্রভু, [illegible] ... [illegible] হইতে পারে।

শঙ্কর। [illegible] ভগবতী [illegible] ... তোমরা [illegible] হয়েছে, সেই [illegible] এই [illegible] ... উদিত হয়েছে। [illegible] ... আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

[illegible]। প্রভু, সকলই আপনার করুণা।

[illegible]। [illegible]—[illegible], তুমি শিব, আমি [illegible] ... আমায় বলেছেন।

শঙ্কর। [illegible] ...

[illegible]। [illegible] শঙ্করাচার্য্যের [illegible] ...

শঙ্কর। [illegible], এ [illegible] ... কোন [illegible] ...

[illegible]। হাঁ প্রভু, [illegible] ... [illegible]—বোধ হচ্ছে, [illegible] ... দৃষ্টিগোচর হ'লো।

শঙ্কর। উনিই আমায় [illegible] ... উনি আমায় [illegible] ... এসেছেন। বৎস, [illegible] ... [illegible] থাকবো?

[illegible]। প্রভু কি [illegible] ... [illegible] ... এই [illegible] আমাকে [illegible]।

শঙ্কর। বৎস, [illegible] পরিত্যাগ করলো?—তোমাদের হৃদয়ে আমার আসন স্থাপিত। তোমরা আমার [illegible] ... তোমাদের শান্তি [illegible] ... বৎস, চলো—কৈলাস [illegible] ... [illegible] গমন [illegible] ... হলো।

([illegible] প্রস্থান।)

[illegible]

(কৈলাস)

[illegible] ... গৌরী।

শঙ্কর। বৎস, [illegible], [illegible];
[illegible] কার্য্য-[illegible] ...,
[illegible] ...—
[illegible] ... ।
কার্য্য অবসানে,
[illegible] ... করিতু প্রয়াণ।

সনন্দন। প্রভু, আপনি লীলা সংবরণ করলেন, কিন্তু আমরা অনাথ হলেম।

শঙ্কর। বৎস, [illegible] পরিত্যাগ কর। [illegible] ... সেই [illegible] আমরা [illegible] ... নিয়তই আমা-[illegible] ...।

([illegible])

[illegible] ... বাজে।
[illegible] ... ॥
[illegible] ...
[illegible] ...,
[illegible] ...
[illegible] ...